✻ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৪৯ বর্ষ, ৩৩৯ সংখ্যা

শনিবার, ৭ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (১ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক) Saturday, Feb. 20, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

আর মিত্রের ময়ূর-মার্কা তিল তৈল
● মাথা ঠাণ্ডা রাখে
● চুল উঠা বন্ধ করে

১৩১ বৎসরের ঐতিহ্য বহন করে আসছে
বিশ্বেশ্বর ঘৃত
BISWESWAR GHEE
মহানন্দ দত্ত এণ্ড কোং প্রা: লি:
১৫৩/১, কটন স্ট্রীট (বড়বাজার) কলি.
ফোন ৩৩১৯১৯

এই রাজ্যে

নির্বাচন নির্দিষ্ট দিনেই : সরকার প্রস্তুত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবেই—রাজভবন এবং মহাকরণ থেকে শুক্রবার নানা সূত্রে এই খবর বেরিয়েছে। এদিন সকালে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তিনিও একাধিক ব্যক্তিকে বলেছেন, "নির্বাচন বন্ধ হবে বলে ত কিছুই শুনলাম না।"

সরকারী প্রস্তুতিও পুরাদমে চলছে। এইদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার আমাদের স্টাফ রিপোরটারকে জানিয়েছেন যে, তিনি "নির্দিষ্ট দিনে নির্বাচন করবার জন্যই প্রস্তুত।" দিল্লি থেকেও ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কয়েকদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের জন্য আরও প্রায় দশ হাজার সি-আর-পি এবং বি-এস-এফ পুলিশ আসছে।

এদিন কলকাতার একটি সংবাদপত্রে এবং আগের দিন বোমবাইয়ের আর একটি বড় কাগজে পশ্চিমবঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সংশয়-জনক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে কিছুটা গুঞ্জন ওঠে। তাঁরাও যে যাঁর মত খবর নিয়ে জেনেছেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্দিষ্ট দিনেই নির্বাচন হচ্ছে—বন্ধ হওয়ার মত কোনও চিন্তা-ভাবনা এখনও শুরু হয় নি।

রাইটারস বিলডিংসে নির্বাচন দফতরে অবশ্য কিছু কিছু লোকের মনে কিছুটা সন্দেহ আছে। তাঁরা ভয় পাচ্ছেন, সর্বত্র নির্বাচন পরিচালনার প্রয়োজনীয় লোক পাওয়া যাবে না—বিশেষ করে বৃহত্তর কলকাতা এলাকায়।

কিন্তু পুলিশ মনে করছেন "ইন-ডিভিজুয়াল কিলিং" অর্থাৎ ব্যক্তিগত খুনখারাপি কিছু কিছু চললেও মোটা-মুটি ভালভাবেই গোটা রাজ্যে ভোট পর্ব সমাপ্ত হবে। এবং গ্রামাঞ্চলে ভোটও যথেষ্ট পড়বে।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় বহু জেলার এস পি মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরা জানিয়েছেন, শহরাঞ্চলে কিছু কিছু হাঙ্গামা হলেও গ্রামাঞ্চলে ভাল-ভাবেই ভোট হবে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ঘোষণার আগে অবশ্য রাইটারস বিলডিংসের কর্তারা দিল্লিকে লিখিতভাবে জানিয়ে-ছিলেন যে এ রাজ্যে নির্বাচন করা অসম্ভব। কী কী ঘটতে পারে তারও একটা তালিকা তাঁরা সেই সঙ্গে জানিয়ে-ছিলেন। তাঁরা যে সব খারাপ জিনিস আশংকা করেছিলেন এখনও পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক ভাল।

রাইটারস বিলডিংসের একজন বড় কর্তার প্রশ্ন, ওই সতর্কবাণী সত্ত্বেও যখন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়েছে তখন এখন কেন হঠাৎ তা বন্ধ করা হবে? অবস্থা যদি এর চেয়ে অনেক খারাপ হয় তাহলে না হয় শ্রীসেনবর্মা অন্যকিছু ভাবতে পারেন। এখনই নতুন ভাবনার সুযোগ কোথায়?

নতুন করে চিন্তা করার খবর জানা নাই —রাঘবন

স্টাফ রিপোরটার জানাচ্ছেন : মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করা হচ্ছে কিনা তা তাঁর জানা নেই। নির্বাচনের প্রস্তুতি পুরাদমে চলেছে। "আমি নির্দিষ্ট দিনে (১০ মারচ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত আছি।"

আর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী রাঘবন বলেন যদি কোন কারণে কোন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের নির্দিষ্ট দিনে ভোট নেওয়া না যায় তবে আইন অনুসারে কমিশন সংশ্লিষ্ট ওই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পরদিন বা অন্য যে কোন দিন একই পোলিং স্টেশনে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে অবস্থা চলেছে তাতে এখানে নির্বাচন চালানোর মত অবস্থা নেই. এ রকম কোন রিপোরট মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে পাঠানো হয়েছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী রাঘবন বলেন, সে রকম কোনও প্রশ্ন নেই। তিনি আরও বলেন, কোন দলই নির্বাচন স্থগিত রাখার কথা বলেননি।

শ্রীরাঘবন বলেন, একমাত্র নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত কর্মী ছাড়া আর কোন সরকারী দফতরের কর্মীকে 'জরুরি' দরকারে নির্বাচনের কাজ থেকে রেহাই

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

নির্বাচন স্থগিতের কথা ভাবছি না —সেনবর্মা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেবরুয়ারি—মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেন-বর্মা আজ এখানে বলেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন স্থগিত রাখার কথা ভাবছেন না।

দিল্লি টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি এই বিবৃতি দেন। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন স্থগিত রাখার কোন আন্দোলন চলছে বলে তিনি জানেন না।

কলকাতায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলতে থাকায় পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন স্থগিত রাখার সম্ভাবনা আছে কোন কোন সংবাদপত্রে এই খবর বেরিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোট গ্রহণের তারিখ স্থির হয়েছে ১০ মারচ।

শ্রীসেনবর্মা বলেন, যদি স্থগিত রাখার কথাই উঠত তাহলে তিনিই তা সবচেয়ে আগে জানতে পারতেন।

তিনি বলেন, নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, 'ভোট গণনার নতুন পদ্ধতির মহড়া পর্যবেক্ষণ করবার জন্য আমি দুজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে কাল কলকাতায় পাঠাচ্ছি।'

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার বিবৃতি

আদি কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, যদি কেরলে ও পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন না হয় তাহলে লোকসভার অধিবেশন ডাকা শুধু অসঙ্গত নয় বেআইনীও হবে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া আলোচনায় তিনি বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে দুই রাজ্যেই নির্বাচন হবে বলে তিনি আশা করেন। —ইউ এন আই

কেরলের ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য সেনবর্মার আবেদন

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেবরুয়ারি—মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেন-বর্মা কেরলের নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারী সমিতির সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক শ্রী ভি এম ভি যোসেফের নিকট আবেদন করে নয়দিনব্যাপী সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট প্রত্যাহারের অ নু রো ধ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'কেরল রাজ্যের নামে আমি এই আবেদন করছি। আপনাদের সহযোগিতায় ও সহায়তায় যাতে কেরলে ভোটগ্রহণ সম্ভব হয় সেই জন্যই এই আবেদন। আশা করি আমার অনুরোধ ব্যর্থ হবে না।'

—ইউ এন আই

ধর্মঘট চলছে

ত্রিবান্দ্রম, ১৯ ফেবরুয়ারি—কেরলের সরকারী কর্মচারীদের ধর্ম-ঘটের আজ দশম দিন। এদিনও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।

—পি টি আই

শিয়ালদহ মেন লাইনে ট্রেন চলেনি

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার পূর্ব রেলের শিয়ালদহ মেন লাইনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এদিন শ্যামনগর, টিটাগড়, কাঁকিনাড়া প্রভৃতি ষ্টেশনে যাত্রীরা রেল কর্মীদের দিয়ে জোর করে ট্রেন চালাবার চেষ্টা করলে ওই সব ষ্টেশনের কর্মীরা ভয়ে ষ্টেশন ছেড়ে পালিয়ে যান বলে রেলের জনৈক মুখপাত্র অভিযোগ করেন। শনিবার এ সেকশনে ট্রেন চলবে কিনা কর্তৃপক্ষ তা কিছু বলতে পারেন নি।

তবে আপ দারজিলিং ও আপ পাঠানকোট এক্সপ্রেস অবশ্য যথা সময়ে শিয়ালদহ ছেড়ে যায়।

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

শুক্রবার বরানগর কালীতলা-ময়দানে নির্বাচনী সভায় শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। —নিজস্ব চিত্র

সারা দেশের দৃষ্টি বরানগরে —অজয়বাবু

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

শুক্রবার বরানগর নির্বাচন কেন্দ্রের অন্যতম প্রার্থী শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি ওই এলাকায় তাঁর প্রথম নির্বাচনী সমাবেশে জনসাধারণকে সব রকমের দ্বিধা আশংকা পরিহার করে সি-পি-এম প্রার্থীদের পরাজিত করতে আহবান জানান। তিনি বলেন, এক সময় তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করাও হয়েছিল। এবারে তাঁর সংগ্রাম সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে। তাদের খতম করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। এর জন্য প্রয়োজনবোধে পায়ে হেঁটেও বাংলার প্রতিটি জায়গায় আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াব।

শ্রীমুখারজি বলেন, বরানগর কেন্দ্রের এই লড়াই-এর দিকে সারা ভারতের দৃষ্টি। হিংসার বিরুদ্ধে এ সংগ্রামের ফলাফল দেখার জন্য সব শান্তিকামী মানুষের আগ্রহ রয়েছে।

বরানগরের কালীতলা মাঠের এই সভায় কয়েক হাজার মানুষ শ্রীমুখারজিকে স্বাগত জানান। কয়েক-দিন ধরে বরানগর এলাকায় উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও এদিন বিকাল থেকে দলে দলে মানুষ সভাস্থলে জমায়েত হতে শুরু করেন। সন্ধ্যার পর ভিড় আরও বাড়ে। এক সময় ভিড় রাস্তার উপরও ছাপিয়ে পড়ে। যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়।

গোলমালের আশংকায় এদিন সভার আশেপাশে প্রচুর পুলিশ

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

কলকাতার আইনশৃংখলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেবরুয়ারি—আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে কলকাতার আইনশৃংখলা পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যালোচনা করে দেখার জন্য উপমুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী পি আই জেকব আগামী ২১ ফেবরুয়ারি কলকাতায় আসছেন। শ্রী জেকব ওই সময় সরকারি অফিসার, নির্বাচনপ্রার্থী ও অন্যান্য-দের সঙ্গে কথা বলবেন। আগামী সপ্তাহেই তিনি মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের কাছে তাঁর প্রতিবেদন পেশ করবেন। এই খবর ইনফা-র।

আজ আকাশ মাঝে মাঝে মেঘাচ্ছন্ন থাকবে

স্টাফ রিপোরটার

আজ, শনিবার মাঝে মাঝে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে।

সংযুক্ত আরব শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী

জেরুজালেম, ১৯ ফেবরুয়ারি—সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এই ইঙ্গিত দিয়েছে যে, সিনাইয়ের সর্বত্র থেকে ইজরায়েল সরে গেলে তারা শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত। এই খবর দেন সরকারের ওয়াকিবহাল মহল।

ওই মহলের খবর, সরকার যদিও পুরাপুরি সরে যেতে রাজি নয় তবু পশ্চিম এশিয়ার সংকটের মূল বিষয়-গুলি সমাধানের জন্য জেরুজালেম সরকার কায়রোর সঙ্গে সরাসরি আলোচনার উপর জোর দেবে।

—এ পি

দিল্লিতে পঃ বঙ্গের মুখ্যসচিব

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেবরুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব শ্রী এন কে সেনগুপ্ত আজ সকালে এখানে আসেন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ-এর সঙ্গে ওই রাজ্যের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীসেনগুপ্ত দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন। সন্ধ্যায় তিনি আবার কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

শ্রীনারায়ণ ও শ্রীসেনগুপ্তের আলোচনার মর্ম নাকি এইরকম : পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-গুলির মধ্যে সংঘর্ষের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি এবং নির্বাচনপ্রার্থী ও রাজ-নৈতিক কর্মীদের উপর হামলায় রাজ্য কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন। এর প্রতিবিধান-

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

পৌরকক্ষে অন্ধকার, অধিবেশনে চার মিনিটে ষোলটি আইটেম পাশ

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার কলকাতার পৌর অধি-বেশনে চার মিনিটে ষোলটি আইটেম পাশ এবং অধিবেশনও শেষ।

আর অধিবেশন শেষ হতেই সবকটি আইটেমই পুনর্বিবেচনার জন্য কংগ্রেস পক্ষ পৌর সচিবের কাছে "রিসিশন মোশন' দেন।

অধিবেশনের গোটা ব্যাপার নিয়ে এদিন নানা মহলে নানা বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রথমত, সভা যখন শুরু তখন সভাকক্ষ বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অপ্রদীপ। পৌর যুক্তফ্রনটের সচিব শ্রীকানাই রায় দাঁড়িয়ে বলেন, অন্ধকারে আর 'জন-স্বার্থ সংক্রান্ত' কোন বিষয় না তুলে কেবল এজেনডা ধরা হোক। মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শুর সেই কথা মেনে এজেনডা শুরু করেন। কিন্তু কংগ্রেসের শ্রীশিব-কুমার খান্না সেকথা শুনতে নারাজ। শ্রীজ্যোতি বসু পুলিশকে হুমকি দিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করে তিনি এই সভায় তাঁর নিন্দাসূচক প্রস্তাব তোলেন।

মেয়র সে কথায় কর্ণপাত না করে এজেনডা ডাকতে থাকেন ও চার মিনিটে সব পাশ হয়ে যায়।

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

শুক্রবার শিয়ালদহ মেন লাইনে ট্রেন বন্ধ। অসহায় যাত্রীরা স্টেশনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন ট্রেনের আশায়। —নিজস্ব চিত্র

দুর্গাপুরে আবার হঠাৎ-ধর্মঘট

এবার কোক ওভেন ইউনিটে

নিজস্ব সংবাদদাতা

দুর্গাপুর, ১৯ ফেবরুয়ারি—ব্লাসট ফারনেস ইউনিটগুলিতে ধর্মঘট মীমাংসার জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তির কালি শুখোবার আগেই আজ আবার হঠাৎ ধর্মঘটের ফলে দুর্গাপুর ইসপাত কারখানা আবার সমস্যার সম্মুখীন। এবার ধর্মঘট হয়েছে কোক ওভেন

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

ভুট্টোর সুর নরম, মুজিবরের সঙ্গে সমঝোতায় রাজি

ভারতীয় দূত দিল্লিতে এলেন

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেবরুয়ারি—পাকিস্তানের পূব-পশ্চিমের সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটতে চলেছে বলে মনে হয়। প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ-র সঙ্গে আলোচনার পর পিপলস পারটির নেতা শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টোর সুর এখন অনেক নরম। তিনি বলেছেন, সংবিধান রচনায় আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে তিনি শেখ মুজিবরের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তবে মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্য ও কর নির্ধারণের প্রশ্নে তাঁর কিছু সংশোধন করবার আছে। এদিকে পাকিস্তানে ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রী বি কে আচার্য আজ নয়াদিল্লিতে এসেছেন শলাপরামর্শের জন্য।

প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ-র আমন্ত্রণেই শ্রী ভুট্টো তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। দুজনের মধ্যে পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থ জড়িত—এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই খবর রেডিও পাকিস্তানের।

পাক-প্রেসিডেনট শ্রী ভুট্টো ও শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে একটা মিট-মাটের অভিপ্রায় নিয়ে আজ শ্রী ভুট্টোকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

আলোচনার পর শ্রী ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি আলো-চনার দ্বার খুলেই রেখেছেন। শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আবার আলোচনায় বসতে পারলে তিনি খুশিই হবেন। গত মাসে শ্রী ভুট্টো ঢাকায় গিয়ে-

৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পারকে বৃদ্ধ খুন, অন্যান্য ঘটনায় আরও ৬ জন নিহত

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার রাত্রি পর্যন্ত কলকাতা, হাওড়া ও শহরতলিতে নানা ঘটনায় সাতজন নিহত হন।

শুক্রবার সকালে উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পারকে ছুরিকাহত হয়ে এক বৃদ্ধ মারা যান। বেহালায় বোমা বিস্ফোরণে দুজনের মৃত্যু ঘটে। হাওড়া ও বেলেঘাটায় এদিন দুটি মৃতদেহ পাওয়া যায়।

হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভরতির পর জনৈক আহত কনসটেবল বৃহস্পতিবার রাত্রে মারা যান। ওই রাত্রে কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে আহত এক যুবকের মৃত্যু ঘটে।

বৃহস্পতিবার রাত্রে উত্তরবঙ্গে ফাঁসিদেওয়া এলাকায় জনৈক জোতদার নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।

শুক্রবার সকালে উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পারক-এ শ্রীপ্রভাস মল্লিক নামে জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শ্রীমল্লিকের বাড়ি যদু মিত্র লেনে। তিনি এদিন সকাল ছ'টায় দেশবন্ধু পারক-এ বেড়াতে বেরিয়ে-ছিলেন। ওই সময় চার-পাঁচটি যুবক তাঁকে আক্রমণ করে। শ্রীমল্লিকের মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয়। মাটিতে পড়ে গেলে তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়। আর জি কর মেডিকেল কলেজে ভরতি করার পর তিনি সেখানে মারা যান। আততায়ী কারা সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে পুলিশ জানায় যে, এ ব্যাপারে এখনও কিছু জানা যায়নি।

বেহালা রবীন্দ্রনগরে এদিন দুপুরে বোমা বিস্ফোরণে যে দুজন নিহত হন তাঁদের মধ্যে একজন স্থানীয় একটি 'সেলুন'-এর মালিক, নাম বিজয় প্রামাণিক, বয়স ৪০-এর মত।

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

জ্যোতিবাবু আজ রাঘবনকে চিঠি দেবেন

স্টাফ রিপোরটার

মারকসবাদী কমিউনিসট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতা সম্পর্কে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রীরাঘবনকে শ্রীবসু আজ শনিবার চিঠি দিচ্ছেন।

শুক্রবার রাত্রে মালদহ থেকে ফিরে এসে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধির

৫ম পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য

ঢাকায় সরকারী অফিসে বোমা বিস্ফোরণ

ঢাকা, ১৯ ফেবরুয়ারি—গতকাল এখানে সিভিল সারভিস অফিসের ভিতর পর পর ছয়টি বোমার বিস্ফোরণ হয়। তার ফলে একজন কর্মী আহত হন ও অফিস ভবনে আগুন লেগে যায়।

অফিসের একজন কর্মী পুলিশকে বলেন, বিস্ফোরণের অল্প কিছুক্ষণ আগে তিনি তিনজন যুবককে কাগজের বানডিল নিয়ে অফিসের ভিতরে ঢুকতে দেখেছেন।

তিনি ধোঁয়া ও ধুলোর ভিতর দিয়ে তাদের পলায়ন করতেও দেখেছেন।

দমকলের কর্মীরা এসে তাড়াতাড়ি আগুন নিবিয়ে দেন।

প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছেন, দেশের সংবিধান রচনার জন্য ৩ মারচ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন হবে। —রয়টার

দার্জিলিঙ

এখন পুষ্পিত কানন

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি " " ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সং			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.[illegible] পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

ডেপুটেশন ভেকেন্সিতে বি এস-সি শিক্ষক আবশ্যক। সত্বর লিখুন: সম্পাদক, মহেশপুর জুনিয়র হাই স্কুল, পোঃ সোমশেরপুর, হুগলী। (বি ও ৪২৯)

উইলিংডন হসপিটাল, নয়াদিল্লি

নয়াদিল্লির উইলিংডন হাসপাতালের নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিবরণীমতো রেজিস্ট্রার (রেডিওলজি)-এর দুইটি পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। বেতন : ৩৭৫-২৫-৪২৫ টাকা তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিগণকে প্রদেয় প্রচলিত ভাতা। যোগ্যতা : এম বি বি এস এবং এই স্পেসালিটিতে ছয় মাস সহ হাউস সার্জন রূপে এক বৎসরের অভিজ্ঞতা। রেডিওলজিতে পোস্ট-গ্রাজুয়েট যোগ্যতা বাঞ্ছনীয়। বয়স : ৩৫ বৎসরের নীচে। সম্পূর্ণ বিবরণী ও পরিচয়পত্রাদির নকলসহ সাধারণ কাগজে দরখাস্ত মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, উইলিংডন হসপিটাল, নয়াদিল্লি ঠিকানায় সর্বশেষ ১-৩-১৯৭১ তারিখের মধ্যে পৌঁছান চাই।
ডিএভিপি ৫৫০(১১১)/৭০ (১৭২৬)

শিক্ষক-শিক্ষক

বি এ (সংস্কৃত অনার্স), বি এস-সি, বি এ (ইংরেজী অনার্স) অথবা ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ইংরাজী পড়াইতে সক্ষম ও বি এ (সমাজ বিদ্যা) পড়াইতে সক্ষম শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হইবে।
সম্পাদক
ইন্দাস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
পোঃ ইন্দাস
জেলা বাঁকুড়া
(১৪৮৮)

পাত্র-পাত্রী চাই

কায়স্থ পাত্র-পাত্রী চাই

বারেন্দ্র প্রাচীন বনিয়াদি ডাক্তার পিতার একমাত্র কন্যা ও একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী চাই। কন্যা এম এ, ২৬, ৫৭ মিঃ দীর্ঘাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী, সুদর্শনা, মধ্যম ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী। পুত্র—বি এস-সি (ডিঃ), এ এম আই ই (আই), ৩০, (৫'-৮"), ১·৭২ মিঃ স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, ভদ্র, হিন্দুস্থান স্টীলে কর্মরত ৭৫০, উজ্জ্বল সম্ভাবনা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বদল চলিবে। বক্স নং ১৫৫৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্রী চাই

বৈদ্য পাত্রী চাই

পঃ বঃ (৩২), নিঝঞ্ঝাট, সরকারী চাকুরীয়া (৩০০,) পাত্রের জন্য ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী, এস এফ পাশ, ধন্বন্তরি গোত্র ছাড়া, বৈদ্য পাত্রী চাই। বক্স নং ১২২৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

মোটর-লরী

একটি ফোর হুইলার জীপ উত্তম চালু অবস্থায় বিক্রয়। সত্বর যোগাযোগ করুন। ফোন : ৪৬-৬৫২২। মিঃ বোস। ৩এ, রজনী ভট্টাচার্য লেন, কলি-২৬। (সি ৪৯৬৫)

বাড়ি-ঘর ফ্ল্যাট ভাড়া

২খানা বড় শয়ন ঘর, রান্না ঘর, আলাদা ভাড়া ১৭৫,। রাসবাবু, ৩নং মহারাজা ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া। (সি ৪৮৫৫)

দঃ কলিঃ গোলিমপুর রোডে ২টি ফ্ল্যাটের আধুনিক দ্বিতল বাটী নীচের ফ্ল্যাটে ৩টি বড় ঘর, রান্নাঘর, ২টি বাথ এবং ২টি কভার্ড বারান্দা উপরের ফ্ল্যাটে ৪টি ঘর ২টি বাথ ৩টি কভার্ড বারান্দা ও ছাদ। বি চৌধুরী, ৬৩বি, ওয়েলেসলী স্ট্রীট, ৫৫-২৬১৭। (সি ৪৬৯৮)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টের অঞ্চলে অথবা ৩৯ নং বাসে একটা মাইগ্রেশান, একটা টেসটিমোনিয়াল ও দুটো ফরম হারাইয়াছি। সন্ধান প্রার্থী জগন্নাথ পোদ্দার। C/o. রাধাকান্ত রায়। ১০, রাইচরণ পাল লেন, কলি-৪৬। (সি ৪৯৫৯)

অসিতকুমার পান, বয়স ১৬/১৭ (৫ ফুট) ১·৫২ মিঃ পরনে ছিটের হাফপ্যান্ট ছাপা হাওয়াই সার্ট চেহারা দোহারা, রং মাঝারি, ১৪ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৩টায় নিরুদ্দেশ। কোন সহৃদয় ব্যক্তি খবর দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ভোলানাথ পান। গ্রাম-পোঃ শ্যামসুন্দর, বর্ধমান। (সি ৪৯৬৩)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি

বাচ্চু, মা শয্যাশায়ী। তুমি সত্বর চলে এসো। ভয়ের কারণ নাই। রাঙদাদাভাই (অশোক রায়, ৪০৪, কলীঘাট রোড, কলি-২৬)। (সি ৪৮৬১)

টাইপরাইটার

যে-কোন পুরাতন টাইপরাইটার মেসিন ক্রয়/ও মেরামত করা হয়। অরুণবাবু, ৪৫, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি-৯। ফোন : ৩৫—৬৩৭৪। (সি ৪৮৫৮)

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

পান্নালাল ব্যানার্জী, মৃত্যু, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১। নতুনদার অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিঃ দনঃ রমেন্দ্রমোহন ব্যানার্জী (গোপাল)। ১।১।৫, বেণীনন্দন স্ট্রীট, কলি-২৫। (সি ৪৯০০)

ঔষধ ও চিকিৎসক

যৌন ব্যাধি কি ?

কেন? ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্যতম প্রতিষ্ঠান—এ রায়, ইণ্ডিয়া ক্লিনিক, ১১৬/১/১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। ফোন : ৩৪-৩৯৪০। (৭৬১৫ এ)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

স্কটীশ চার্চ কলেজ
কলিকাতা-৬

২২ ফেব্রুয়ারি, সোমবার হইতে ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, মঙ্গলবার পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস বন্ধ থাকিবে। কেবল নিম্নবর্ণিত পর্যায়ের ২য় বার্ষিক পাস ছাত্র-ছাত্রিগণ নিম্নে নির্ধারিতমত দিনে কলেজ ফী, লাইব্রেরি বই (যদি কিছু থাকে) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফরম ও ফী দেওয়ার জন্য তাঁহাদের ফী বুক দেখাইয়া কলেজে প্রবেশ করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগকে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন নং ও উত্তীর্ণ গত পরীক্ষার মার্কশীটও সঙ্গে আনিতে হইবে।
২য় বার্ষিক আর্টস—২২-২-৭১ তারিখে বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত।
২য় বার্ষিক সায়ান্স—২৩-২-৭১ তারিখে বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত।
শিবরাত্রি (পূর্ব দিন) উপলক্ষ্যে কলেজ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, বুধবার বন্ধ থাকিবে এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, বৃহস্পতিবার কলেজ খুলিবে।
—প্রিন্সিপাল
(১৭৮৪)

২২-২-৭১ তারিখ হইতে সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউশনের ক্লাস আরম্ভ হইবে। (সি ৪৯৫৭)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ
কলিকাতা-৩

বি-এ/বি কম পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থীরা পূর্ব-নির্ধারিত তারিখের পরও ২৫-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ফি দাখিল করিতে পারিবে। উক্ত তারিখের পর পরীক্ষা ফি লওয়া সম্ভব না হইতে পারে। (১৮০৯)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্র এবং পরীক্ষার টাকা ইত্যাদি এই কলেজে নিম্নোক্ত দিনে জমা লওয়া হইবে। ইতিপূর্বে কলেজের সমস্ত পাওনা পরিশোধ করিয়া দিতে ছাত্রছাত্রীদের নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।
অধ্যক্ষ
শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ
১। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা
২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী
২। স্নাতক শ্রেণী ১ম পর্ব—
৩ ও ৪ঠা মার্চ
" " ২য় পর্ব—
৬ ও ৭ই এপ্রিল
(১৮১১)

শোক সংবাদ

বিশিষ্ট মুদ্রণ সংস্থা আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অনিলকুমার রায় মহাশয় ৬৬ বৎসর বয়সে ১৬৫নং শ্রীঅরবিন্দ সরণীস্থ নিজ বাসভবনে ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে সকাল ৭ ঘটিকায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধা মাতা, তিন ভ্রাতা, স্ত্রী, ২ পুত্র, কন্যা, জামাতা ও অগণিত বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালে তাঁহার নিজ ভবনে আদ্যকৃত্য সম্পন্ন হইবে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সকলকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। (সি ৪৯৬৭)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বায়োকেমিক গৃহ চিকিৎসা

ডাঃ চ্যাপম্যান বায়োকেমিস্ট্রি বাংলা সংস্করণ, দাম ছয় টাকা। প্রকাশক—হরেন অ্যান্ড ব্রাদার, ৩৪নং স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১। (৭৮১৭ এ)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন
নোটিস

৬/১, পামার বাজার রোড কলিঃ-১৫ ঠিকানায় অবস্থিত পামারস ব্রিজ জেনারেটিং স্টেশনে বয়লার ১ এবং ২-এর জন্য ৫ ডজন সুপার-হীটার টিউব এবং ৩ ডজন সুপার-হীটার ক্যাপ সরবরাহ ও ডেলিভারীর জন্য তিন প্রস্থে সীল করা প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতেছে এবং তৎসমুদয় সীল করা খামে পুরিয়া তাহার উপর "পি বি জি এস-তে বয়লারের জন্য সুপার-হীটার টিউব এবং সুপার-হীটার ক্যাপ সরবরাহ ও ডেলিভারী"—কথাগুলি লিখিয়া ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ মধ্যাহ্ন ১২টার পূর্বে কলিকাতা-১৩ অধীন ৫, এস এন ব্যানার্জী রোডে কলিকাতা কর্পোরেশনের ২য় ডেপুটি কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। বিক্রয় কর, ডেলিভারী চার্জ, 'চীফ বয়লার ইন্সপেক্টরের অনুমোদন ফী এবং অন্য কোন চার্জ, যদি অতিরিক্তভাবে চার্জযোগ্য হয়, তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। পি বি জি এস-তে দেখার জন্য রক্ষিত নমুনা অনুযায়ী যে সুপার-হীটার টিউব ও ক্যাপ সরবরাহ করিতে হইবে, তাহা অবশ্যই আই এস স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হওয়া চাই এবং উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ বয়লার ইন্সপেক্টরের অনুমোদনপ্রাপ্ত হওয়া চাই। সফলকাম প্রস্তাবদাতাকে কর্পোরেশনের সহিত আবশ্যক চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে এবং জামীন জমা হিসাবে মোট চুক্তি মূল্যের ৫% জমা দিতে হইবে।

শিডিউল
(১) ইনার বেণ্ডস—রেডিয়াস অব কারভেচার ও মোট দৈর্ঘ্য আনুমানিক ১৩'—৮" ৪ ডজন
(২) আউটার বেণ্ডস—রেডিয়াস অব কারভেচার ও মোট দৈর্ঘ্য আনুমানিক ১৪'—৬" ১ ডজন
(৩) উপরোক্তের জন্য সুপার-হীটার ক্যাপ ৩ ডজন

স্পেসিফিকেশন
(১) টিউব ২" ও ডি×৯ এস ডব্লিউ জি
(২) বেণ্ডগুলি হট বেণ্ট হওয়া চাই।
(৩) পাইপগুলি তারের ব্রাশ দ্বারা পরিষ্কৃত হওয়া চাই এবং উহাতে দুই কোট অ্যান্টি-রাস্ট প্রাইমার রং দিতে হইবে।
(৪) ওয়ার্কিং টেম্পাঃ ও প্রেসার—৫২৫° এফ এবং ২০০ পি এস আই।

সেক্রেটারী
কলিকাতা কর্পোরেশন
১৮-২-৭১
(১৭৩৮/২)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা করপোরেশন

বিষয় : বুল ডোজারের স্পেয়ার পার্টস-এর জন্য প্রস্তাব

বুল ডোজার সি-১০০-এর জন্য নিম্নোক্ত স্পেয়ার্স সরবরাহ ও ডেলিভারির নিমিত্ত খামের মাথায় বাম কোনে "বুল ডোজার সি-১০০-এর স্পেয়ার পার্টস-এর জন্য প্রস্তাব খোলার তারিখ ১-৩-৭১" কথাগুলি লিখিত সীলকরা খামে দুই প্রস্থে প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতেছে।

বিশদভাবে দর দিতে হইবে। অর্থাৎ দর (অঙ্কে ও কথায় উভয় ভাবে), মেক, ব্র্যান্ড, যে দেশে প্রস্তুত, ডেলিভারির সময় ইত্যাদি, বিক্রয় করের হার এবং ১৬৪, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলি-১৪ ঠিকানায় আমাদের মোটর স্টোরসে সরবরাহ ও ডেলিভারির জন্য ডেলিভারি চার্জ (কিছু থাকিলে) সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। অন্যথায় প্রদত্ত দর সমস্ত চার্জ সহ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

সংশ্লিষ্ট ভাউচার দ্বারা সমর্থিত চূড়ান্ত বিল দাখিলের তারিখ হইতে ৩০ দিনের বাকিতে টাকা দেওয়া হইবে।

সীলকরা প্রস্তাব ১ মার্চ ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টার মধ্যে ৫ এস এন ব্যানার্জি রোড ঠিকানায় ডেঃ কমিশনার ২-এর নিকট দুই প্রস্থে দাখিল করিতে হইবে। প্রস্তাব খোলার তারিখ হইতে অন্তত ৩ মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকা চাই।

স্পেয়ার্সের তালিকা

১ সেট	: ট্র্যাক চেন শুজসহ সম্পূর্ণ (রাইট)
১ "	: —ঐ— —ঐ— (লেফট)
৪ "	: ডবল ফ্ল্যাঞ্জ রোলার অয়েল সীল এবং ক্যারিয়ার ব্রাকেটসহ সম্পূর্ণ
৬ "	: সিঙ্গল ফ্ল্যাঞ্জ রোলার অয়েল সীল এবং ক্যারিয়ার ব্রাকেটসহ সম্পূর্ণ
৪টি	: অয়েল সীল অ্যাসেঃ (রিয়ার) (পি টি নং ১৯২২২৩)
১ সেট	: হাবস অ্যান্ড স্প্রকেট হুইল অ্যাসেঃ (পি টি নং ১৯৩৫৪)
১টি	: একসেল শ্যাফট বিভেল রোলার বেয়ারিং (ইনার) পি টি নং ৩৯১১৮
২টি	: —ঐ— —ঐ— (আউটার) পি টি নং ৩৯১১৯
১২টি	: অয়েল ফিল্টার অ্যাসেঃ (পি টি নং ৭০১১৬)
৩টি	: কোর্স ফুয়েল ফিল্টার অ্যাসেঃ (পি টি নং ৭০১৫৫)
৬টি	: অয়েল ইয়ার্ণ ফিল্টার এলিমেণ্ট অ্যাসেঃ (পি টি নং ৩৯৪২২)

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
১৮-২-৭১
(১৭৩৮/১)

নীলাম

নীলামের নোটিস

কলিকাতা স্টেট ট্রানসপোর্ট কর্পোরেশনের নির্দেশক্রমে মেসার্স চৌরঙ্গী সেলস ব্যুরো (প্রাঃ) লিঃ ২৫-২-৭১ তারিখ বেলা ১টায় ৩এ, চৌরঙ্গী রোড (২য় তল) কলিকাতা-১৩ ঠিকানায় স্টেট বাসে কুড়াইয়া পাওয়া মাল প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবেন। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য না করিবার এবং কোন লটের একটি অংশ বা সমস্ত লট বিক্রয় হইতে প্রত্যাহার করিবার অধিকার সংরক্ষিত। মালগুলি ২৩-২-৭১ তারিখে এবং ২৪-২-৭১ তারিখে অফিসের কাজের সময় নীলামদারের শোরুমে দেখা যাইবে। (১৭২৮)

পাবলিক নোটিস

SUBH KARAN BAID

Notice is hereby given that Sri Subh Karan Baid of Sikh Temple Road, Dhubri (Assam), who was attached to our Dhubri office, is no longer in the services of the Society with effect from 11-2-71 and he has no authority, therefore, to sign and/or issue any document, to make any commitment or enter into any agreement, to appoint any agent or to take any other action on behalf of the Society or bind the Society in any way whatsoever. Any such act or acts or transactions which may be made or done by him on and from 11-2-71 on behalf of the Society is, therefore, to be treated as malafide, illegal and void and the Society shall have no liability whatsoever for any act of the said Sri Subh Karan Baid which might be done by the said Sri Subh Karan Baid on behalf of the Society.

A. Chaudhuri
ZONAL MANAGER,
UNION CO-OPERATIVE INSURANCE SOCIETY LIMITED.
2, Brabourne Road
Calcutta-1.
Date : 11-2-71.
(1829A)

পাবলিক নোটিস

কমিশনার, কমার্সিয়াল ট্যাক্সেজ, ১৪ বেলেঘাটা রোড, কলিকাতা-১৫ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, ১৯৪১ সালের বেংগল ফিনান্স (সেলস ট্যাক্স) অ্যাক্ট (১৯৪১ সালের ৬নং বঙ্গীয় আইন)-এর ৯ ধারার বিধানানুসারে জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, নিম্নোক্ত ডীলারদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রত্যেকের পার্শ্বে উল্লিখিত তারিখ হইতে বাতিল করা হইয়াছে। ডীলারের নাম, ব্যবসায়ের ঠিকানা ও প্রধান স্থান, আর সি-এর নং ও তারিখ এবং বাতিলের তারিখ যথাক্রমে নিম্নরূপ : (১) শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র গরাই, মেসার্স লক্ষ্মণচন্দ্র গরাই ট্রেড নামে ব্যবসা চালাইতেছেন; পোঃ অঃ সাঁইথিয়া, বীরভূম; এস আর/২৯২এ, ১১-৮-৬৫; ৭-৭-৭০। (২) বল্লভদাস ভাসানজী মারিওয়ালা, চরণদাস বল্লভদাস মারিওয়ালা, হংসরাজ বল্লভদাস মারিওয়ালা, জয়সিংহ বল্লভদাস মারিওয়ালা—কাঞ্জি মোরারজী ট্রেড নামে ব্যবসা চালাইতেছেন; কার্মার হাউস, ২৮৯/২৮৭ নাথা স্ট্রীট, বোম্বে; সি এস/৩৯এ, ১৪-৮-৬৫; ২০-২-৭০। (৩) মহঃ হাসামভয়, লতিফ মহঃ হাসামভয়, গুলামআলি মহঃ হাসামভয়—মেসার্স হাসামভয় আল্লু মহঃ অ্যান্ড সন্স ট্রেড নামে ব্যবসা চালাইতেছেন; ২০১ নিশানপাটা রোড, খাদল, বোম্বে; সি এস/২৩এ, ১৯-৭-৬৩; ১৪-৩-৭০। (৪) ডি কে পোদ্দার, জি ডি পোদ্দার, এস ডি পোদ্দার, পি ডি পোদ্দার, জি জি পোদ্দার—মেসার্স পোদ্দার ব্রাদার্স ট্রেড নামে ব্যবসা চালাইতেছেন; ৩৮৪১ কালবাদেবী রোড, বোম্বে ২; সি এস/২২এ, ১৯-৭-৬৩; ২৫-৩-৭০। (৫) দি বোম্বে লোকাল অয়েল মিলস অ্যাসোসিয়েশন লিঃ, সেভেনথ সৈয়দ মুকরী স্ট্রীট, বোম্বে ৯; সি এস/৪০৩এ, ৩০-৯-৬৫; ৩০-৩-৭০। (৬) সর্বশ্রী উং চাউ লিন, উং ফসিন, উং ইয়ে চুং, উং কিম লিন এবং লো চিয়াল লুয়ান—অংশীদারগণ, মেসার্স ডব্লিউ কিংলে অ্যান্ড কোং ট্রেড নামে ব্যবসা চালাইতেছেন; ২০সি, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা; বি এইচ/২৭০৩এ, ১২-৭-৫৫; ২৮-৪-৭০। (৭) ছি এ এস ইয়ে, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স লী ওয়া অ্যান্ড কোং ট্রেড নামে ব্যবসা চালাইতেছেন; পি-৩৩, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা; এস এল/৩২২০এ, ২৬-২-৫৮; ৩০-৪-৭০। (৮) মেসার্স বিনী লিঃ ব্যাঙ্গালোর; সি এস/৬১এ, ৮-৮-৬৭; ৬-৫-৭০। (৯) সুলেমান হাজী দাদা, ইসাং হাজী দাদা, আবু কাজাম—বসির অয়েল মিলস ট্রেড নামে ব্যবসা চালাইতেছেন; ওয়ারোরা, সেণ্ট্রাল রেলওয়ে, জেলা চান্দা; সি এস/৫৯এ, ১২-৯-৬৬; ৬-৫-৭০। (১০) মেসার্স রিচার্ডসন অ্যান্ড ক্রুডাস লিঃ; ৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা; ই১/২৮৩৫এ, ২৪-১২-৫৭; ১৫-৫-৭০। (১১) মুসা কাসম এবং মিঃ সোলেমচাঁদ মুসা—অংশীদারগণ, মেসার্স তায়াব জামাল অ্যান্ড কোং ট্রেড নামে ব্যবসা চালাইতেছেন, ৬৭/৬৯, মহম্মদ রোড, দাদা মঞ্জিল, বোম্বে; সি এস/১২এ, ১৪-৩-৬২; ২৭-৬-৭০। (১২) মার্কামি কোং লিঃ; কে ব্লক, চৌধুরী বিল্ডিং, কনট সার্কাস, নয়াদিল্লি; সি এস/৩এ, ২৭-৫-৬০; ৩০-৬-৭০। (১৩) নন পাওয়ার সোপ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন; ৩৪০, বীরগড়া রোড, বোম্বে-২, সি এস/৩৬এ, ২৬-৩-৬৫; ২৭-৭-৭০।
৫৯৩(২) আই পি আর/এ/৭১
(১৭৪১)

টেণ্ডার

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, কংসাবতী ক্যানালস ডিভিসন-২, পোঃ অঃ খাতরা, জেলা বাঁকুড়া, নিম্নলিখিত কাজের জন্য কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার, সি পি ডব্লিউ ডি-এর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে রেজিস্টারীভুক্ত, ডি ভি সি বা কংসাবতীর ন্যায় বড় ধরনের প্রকল্পে কর্মনিরত প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডব্লিউ বি এফ নং ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার (প্রতি কাজের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে) আহ্বান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত বরাদ্দ, বায়নার পরিমাণ, যথাক্রমে এইরূপঃ—(১) কংসাবতী স্যাডল স্পিলওয়ের চেন ১১·০০ হইতে চেন ৩০·০০ পর্যন্ত টেল চ্যানেল প্রশস্তকরণ; ৮,১৭,৪২০, টাকা; ১৬,৩৫০, টাকা। (২) —ঐ— —ঐ— চেন ৩০·০০ হইতে চেন ৪০·৫০ পর্যন্ত, —ঐ— —ঐ—; ৭,৫০,২১৪, টাকা; ১৫,০১০, টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ—পনেরো মাস। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া এবং ৭ টাকা (প্রতি প্রস্থ বাবদ) আদায় দিলে উক্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিবরণী দেখা যাইবে এবং ক্রয় করা যাইবে। ৪ঠা মার্চ ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে। উক্ত তারিখে কোনো টেণ্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না।
৭২৪(৬)আইপিআর/এ/৭১ (১৭৪৬)

ই অ্যান্ড এন এফ রেলওয়ে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৩৪এ এবং বি শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
তারিখ ১৭-২-৭১
নোটিস

১৯-১-৭১ তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ১৬-১-৭১ তারিখের টেণ্ডার নোটিসের ধারাবাহিকতাক্রমে আরও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, টেণ্ডার দাখিলের তারিখ ২৭-২-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। টেণ্ডার ঐ দিন বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে।

টেণ্ডারের কাগজপত্র বিক্রয়ের তারিখও ২৬-২-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।
সেক্রেটারি।
(১৭২৭)

টেণ্ডার

সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, ১নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন সার্কেল, ১০৫, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলিঃ-১৪—নিম্নোক্ত গ্রুপে কাশীপুরের এইচ কে শেঠ লেনে ইণ্টিগ্রেটেড সাবসিডাইজড হাউসিং স্কীমে অধীনে চারতলা বিল্ডিংয়ে ১৬০টি ছোট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণ—স্যানিটারী ও প্লাম্বিং ইনস্টলেশন জন্য নির্ভরযোগ্য, সংগতিপন্ন ও অভিজ্ঞ বাহিরের প্রকৃত প্লাম্বিং ঠিকাদার এবং পি ডব্লিউ ডি-এর ১ম শ্রেণী ও অন্যান্য যথোপযুক্ত শ্রেণীর রেজিস্টার্ড ঠিকাদার এবং পি ডব্লিউ ডি-এর বর্তমান রুল অনুযায়ী অন্যান্যদের নিকট হইতে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। গ্রুপ নং, যত সংখ্যক ফ্ল্যাট নির্মাণ করিতে হইবে, অনুমিত ব্যয় এবং বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপ : গ্রুপ নং (১), ৫৬টি ফ্ল্যাট, ৬৬,৮১৪, টাকা, ১৩৩৬, টাকা। গ্রুপ নং (২) ৫৬টি ফ্ল্যাট; ৬৫,৫৭৬, টাকা; ১,৩১২, টাকা। গ্রুপ (৩)—৪৮টি ফ্ল্যাট; ৫৬,৮১৫, টাকা; ১,১৩৬, টাকা। "কাশীপুরে এইচ কে শেঠ লেনে স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা অধীনে চারতলা বিল্ডিংয়ে ২৪টি রেগুলার দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণ—স্যানিটারী ও প্লাম্বিং ইনস্টলেশন"-এর জন্য উপরোক্ত ঠিকাদারগণের নিকট হইতেও টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় : ৩১,৩০৪, টাকা; বায়নার পরিমাণ : ৬২৬, টাকা। বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস, স্পেশিফিকেশন, বিশেষ শর্ত ও নিয়মাবলী এবং দফার তফসিল ইত্যাদি সমস্ত কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৪টা মধ্যে উপরোক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে/এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ৩নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন ডিভিশন সার্কেল, ২১, কিণ্ডারডাইন লেন, কলিকাতা-১২ ঠিকানায় দেখা যাইবে। ১৯৭১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী বেলা ৩টা পর্যন্ত উপরোক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে টেণ্ডার গৃহীত হইবে।
৭৬৭(২) আই পি আর/এ/৭১
(১৬১৬)

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট
পোঃ অঃ দুর্গাপুর-৩
জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)
রেজিঃ অফিস : পোঃ অঃ হিনু রাঁচি
টেণ্ডার নোটিস নং সি আর/৫৪
এস এম এস-তে বটম পোরিং ব্রিকের রি-হিটিং-এর জন্য ড্রাইং স্টোভ সংস্থাপন

স্টীল মেল্টিং শপে বটম পোরিং ব্রিকের রি-হিটিং-এর জন্য ড্রাইং স্টোভ সংস্থাপনের নিমিত্ত অ্যাসিঃ জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (মেনটেঃ) দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

টেণ্ডারের কাগজপত্র ২২ ফেব্রুয়ারী '৭১ হইতে ৬ মার্চ '৭১ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন বিক্রয়কর সহ প্রতি প্রস্থ টেণ্ডার বাবদ অফেরৎযোগ্য ২০, টাকা নগদে আদায় দিয়া চীফ ক্যাশিয়ার, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট, দুর্গাপুর-৩-এর নিকট হইতে অথবা ৬ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, ৬ষ্ঠ তল, কলিকাতা-১৩ ঠিকানাস্থ আমাদের শাখা অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারের মূল কাগজপত্র, তৎসহ কাজের প্রাইসড শিডিউলের আরও পাঁচটি কপি এবং টেণ্ডারদাতা কর্তৃক প্রস্তাবিত অপর কোন চিঠির ৫টি কপি এবং টেণ্ডার প্রদত্ত মূল্যের ১% পরিমিত বায়না জমা সহ টেণ্ডার নং উপরে লিখিত সীলকরা খামে টেণ্ডার অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

টেণ্ডার অ্যাসিঃ জেনারেল সুপার (মেণ্টেঃ) দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট-এর শিরোনামে পাঠাইতে হইবে এবং অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, ব্লাস্ট ফারনেস রিলাইনিং দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট-এর নিকট ১০ মার্চ '৭১ তারিখ বেলা ৩টায় বা তৎপূর্বে জমা দিতে হইবে। টেণ্ডার সেই দিন তথায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদিগের সমক্ষে খোলা হইবে।

টেণ্ডার খোলার তারিখ হইতে উহা ছয় মাসের জন্য বলবৎ থাকা চাই। সর্বনিম্ন বা যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ করিতে অ্যাসিঃ জেনারেল সুপার (মেণ্টেঃ) বাধ্য নন এবং একাধিক টেণ্ডারদাতার মধ্যে কাজটি বণ্টন করিয়া দিবার অধিকার তৎকর্তৃক সংরক্ষিত।
(১৩৬১)

সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ১নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন সার্কেল, ১০৫, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলি-১৪ কর্তৃক "হলদিয়ায় ইণ্ডাস্ট্রীয়াল হাউসিং প্রজেক্ট অধীনে তিনতলা ব্লকে ৪৮টি ছোট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট (উন্নত ধরনের) (ফেজ-৩, গ্রুপ-১) নির্মাণের" জন্য নির্ভরযোগ্য সঙ্গতিপন্ন অভিজ্ঞ বাহিরের প্রকৃত বিল্ডিং ঠিকাদার এবং পি ডব্লিউ ডি-এর ১ম শ্রেণী এবং অন্যান্য যথোপযুক্ত শ্রেণীর রেজিস্টার্ড বিল্ডিং ঠিকাদারদের নিকট হইতে এবং পি ডব্লিউ ডি-এর বর্তমান রুল অনুযায়ী অন্যান্যদের নিকট হইতে সীল করা টেণ্ডার (২য় কল) আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় : ৩,৯৪,০২৪, টাকা। বায়নার পরিমাণ : ৭,৮৮০, টাকা। ১৯৭১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী বেলা ৩টা পর্যন্ত উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে টেণ্ডার গৃহীত হইবে। বিস্তারিত নোটিস, স্পেশিফিকেশন, বিশেষ শর্ত ও নিয়মাবলী এবং দফার তফসিল ইত্যাদি সমস্ত কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে/এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ৬নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন ডিভিঃ ২১, কিণ্ডারডাইন লেন, কলিকাতা-১২ ঠিকানায় দেখা যাইবে।
৭৬৮(২) আই পি আর/এ/৭১
(১৬১৫)

টেণ্ডার

সেণ্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
রাজাবাগান ডকইয়ার্ড
টেণ্ডার

বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারিগণের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিল্ডিং-মালমশলা সরবরাহের নিমিত্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে :

১। মাঝারী বালি ৩,০০০ ঘনমিটার
২। ¾" গ্রেডেড পাকুর পাথর কুঁচি ৩,০০০ ঘনমিটার
৩। ¾" গ্রেডেড ধৌত গ্রাভেল ৩,০০০ ঘনমিটার

সরবরাহকারিগণকে পাটিহেড বা অন্য জায়গা হইতে মাল সরবরাহ করিবার দাম এবং রাজাবাগান ডকইয়ার্ডে, ৪৪নং গার্ডেন রীচ রোডে, কলিকাতা-৪৪, মাল সরবরাহ করিবার দাম পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

সকলরকম করসহ দাম উল্লেখ করিতে হইবে।

উল্লিখিত টেণ্ডার সীলকরা খামে ১লা মার্চ, সোমবার, ১৯৭১ তারিখের বৈকাল ৩ ঘটিকার মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে জমা দিতে হইবে।

সংশ্লিষ্ট কার্যের বিস্তৃত বিবরণ, স্পেসিফিকেশন ও কণ্ট্রাক্টরের সর্তাবলী নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে পাওয়া যাইবে। ইচ্ছুক সরবরাহকারিগণ চীফ ইঞ্জিনিয়ার সিভিল-এর নিকট "সেণ্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড"-এর অনুকূলে রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্ট্যাল অর্ডার মারফৎ দশ টাকা আদায় দিয়া উক্ত টেণ্ডার ডকুমেণ্টের প্রতি সেট ক্রয় করিতে পারিবেন।

নিম্নস্বাক্ষরকারী কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন বা সকল টেণ্ডার বাতিল বা গ্রহণ করিবার অধিকার সংরক্ষিত রাখিলেন।

সি আই ডব্লু টি কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষে
(এইচ সি রাউত)
টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার
(১৬৬৮)

সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লু ডি, সেণ্ট্রাল সার্কল, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, 'কৃষ্ণনগরের নিকট সন্ধ্যায় থার্ড ব্যাটালিয়ন স্টেট আর্মড পুলিসের জন্য বিল্ডিং নির্মাণ (বর্তমান ব্যারাক বিল্ডিং-এর উপর ২য় তল—৮টি ইউং মাত্র)"-এর জন্য বাহিরের প্রকৃত এবং পি ডব্লু ডি ও কনস্ট্রাকশন বোর্ডের রেজেস্টারীভুক্ত ১ম শ্রেণীর ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডব্লু বিএফ নং ২৯১১-(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত বরাদ্দ :— ২,৩৯,৯৬৭, টাকা; বায়নার পরিমাণ : ৪,৮০০, টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ—নয় মাস। নির্ধারিত মূল্য আদায় দিলে এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইলে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার পি ডব্লু ডি, নদীয়া/বহরমপুর ডিভিসন-এর অফিসে বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস, টেণ্ডারের কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিবরণী পাওয়া যাইবে। ১৬ই মার্চ ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে। উক্ত তারিখে টেণ্ডারের কোনো ফরম ইস্যু করা হইবে না।
৭২০(২)আইপিআর/এ/৭১ (১৭৫৫)

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড
অ্যালয় স্টীলস প্ল্যাণ্ট
দুর্গাপুর-৮

ট্রাফিক অ্যান্ড শিপিং ডিপার্টমেণ্ট

ট্রাফিক ম্যানেজার, অ্যালয় স্টীলস প্ল্যাণ্ট, পোঃ অঃ দুর্গাপুর-৮, জেলা বর্ধমান, অ্যালয় স্টীল প্ল্যাণ্টের শিপিং ডিপার্টমেণ্টের নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রকৃত পরিবহণ ঠিকাদারের নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন :—

কাজের নাম	বায়নার পরিমাণ	টেণ্ডারের কাগজপত্রের প্রতি প্রস্থের মূল্য
১। ১ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ হইতে ৩১ মার্চ, ১৯৭৩ তারিখ পর্যন্ত অ্যালয় স্টীলস প্ল্যাণ্ট হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অ্যালয় স্টীল প্রডাক্ট পরিবহণ।	৫,০০০, টাকা	৫, টাকা

সংশ্লিষ্ট তফসিল সহ টেণ্ডারের ফরম কাজের নামের পাশে উল্লেখিত মত অফেরতযোগ্য নগদ অর্থ আদায় দিয়া ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে টেণ্ডার ফরম খোলার জন্য ধার্য শেষ তারিখ বাদে সমস্ত কাজের দিন নিম্নবর্ণিতদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে :—
(১) চীফ ক্যাশিয়ার, অ্যালয় স্টীলস প্ল্যাণ্ট, দুর্গাপুর-৮।
(২) পারচেজ-কাম-লিয়াজোঁ অফিসার, অ্যালয় স্টীলস প্ল্যাণ্ট, ৬, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

টেণ্ডারের কাগজপত্র কাজের নাম উপরে লিখিত সীলকরা খামে কাজের নামের পাশে উল্লেখিত মত এবং টেণ্ডারের কাগজপত্রে নির্ধারিত ধরনে জমা দেয় বায়নার টাকা সহ দাখিল করিতে হইবে।

টেণ্ডার ট্রাফিক ম্যানেজার কর্তৃক দুর্গাপুর-৮, জেলা বর্ধমান ঠিকানায় তাঁহার অফিসে (প্ল্যাণ্ট সাইটের মধ্যস্থিত) ১২ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐ দিন বেলা ১টায় তৎকর্তৃক ঐ সময়ে উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

ট্রাফিক ম্যানেজার সর্বনিম্ন বা যে কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন এবং একাধিক টেণ্ডারদাতার মধ্যে কাজটি বণ্টন করিয়া দিবার অধিকার রাখেন।

বি. ভট্টাচার্য
ট্রাফিক ম্যানেজার,
অ্যালয় স্টীলস প্ল্যাণ্ট,
দুর্গাপুর-৮
(১৩৬২)

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল ডিভিসন নং ৩, সি পি ডব্লিউ ডি, কলিকাতা, ২৩৪/৪, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, নিজাম প্যালেস, কলিকাতা-২০ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য সি পি ডব্লিউ ডি, এম ই এস, পি ডব্লিউ ডি এবং রেলওয়ের যথোপযুক্ত শ্রেণীর অনুমোদিত ও যোগ্য ঠিকাদারদের নিকট হইতে ৪-৩-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত সীলকরা শতকরা হার ভিত্তিক টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে :—

কাজের নাম	অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ	টেণ্ডার ফরমের মূল্য
১। সাঁত্রাগাছিতে আবাসিক কলোনির জন্য শপিং সেণ্টার নির্মাণ (এক্সটার্নাল ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটারি ইনস্টলেশন)।	২৬,৪৭১, টাকা	৬৭০, টাকা	৫, টাকা (পাঁচ টাকা)

টেণ্ডার সেই দিনই বেলা ৩-৩০টায় খোলা হইবে। উপরোক্তমত বায়নার টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক/স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া/ট্রেজারীতে জমা দিয়া প্রাপ্ত চালান টেণ্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে অথবা ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক গ্যারাণ্টি প্রদত্ত কোন শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের ডিপোজিট-অ্যাট-কল রসিদের আকারে জমা দেওয়া যাইবে। হাল সময়ের আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট এবং রেজিস্ট্রেশনের সার্টিফিকেট দেখাইয়া ২-৩-৭১ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক টেণ্ডারের জন্য টেণ্ডার ফরমের মূল্য (অফেরতযোগ্য) আদায় দিয়া যে-কোন কাজের দিন বিকাল ৪টা পর্যন্ত এই অফিসে শর্তাদি ও টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। যে ঠিকাদার উপরোক্তমত প্রণালীতে বায়নার টাকা জমা দিবেন না, তাঁহার টেণ্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল ডিভিঃ নং ৩
সেণ্ট্রাল পি ডব্লিউ ডি, কলিকাতা
(১৬৬৬)

কোল বোর্ড ধানবাদ

সি পি ডব্লিউ ডি, কোন রাজ্য পি ডব্লিউ ডি, রেলওয়ে, এম ই এস-এর অনুমোদিত তালিকাভুক্ত ঠিকাদার অথবা অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা আছে এরূপ ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার চীফ এঞ্জিনিয়ার (আর) কোল বোর্ড, ধানবাদ কর্তৃক ২০ মার্চ ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐ দিন বেলা ৩-৩০টায় তৎকর্তৃক বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রদত্ত প্রতিনিধি কর্তৃক খোলা হইবে।

কাজের নাম	অনুমিত ব্যয়
১। জিয়ালগোড়া মৌজায় 'এফ' রোপওয়ের বাংকার নং ২-এর অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ	৪৪,৫৫৯, টাকা
২। ধানবাদ এলাকার "এফ" রোপওয়ের অ্যাঙ্গেল স্টেশন '১০' (ভজুডি)-তে, অ্যাঙ্গেল স্টেশন ২ (ডুংরি)-তে এবং বাংকার নং ৭ (ঝরিয়া খাস)-তে ৩টি সাব-স্টোর বিল্ডিং নির্মাণ	১৭,৫৪৭, টাকা
৩। ধানবাদের নিকট 'ডি' রোপওয়ে এলাকার স্টেশন নং ১২, গোধারগামী অ্যাকসেস রোডের রিপেয়ারিং	৬,৯২৮, টাকা
৪। সুরুঙ্গা কলিয়ারি হইতে সুরুঙ্গা কলোনী পর্যন্ত ওয়াটার পাইপ লাইন নির্মাণ	৪,৪৭৬, টাকা
৫। ধানবাদের আমতালে ১·৪২ মিটার ব্যাসের কূপ খনন	৪,৪৬০, টাকা

বায়নার পরিমাণ :—১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নং দফার জন্য যথাক্রমে ৪৪৫, টাকা, ১৭৫, টাকা, ৬৯, টাকা, ৪৫, এবং ৪৫, টাকা।

কাজ শেষ করার মেয়াদ : ১ ও ২নং দফার জন্য ৬ মাস, ৩নং দফার জন্য ৩ মাস, ৪নং দফার জন্য ২ মাস এবং ৫নং দফার জন্য ৩ মাস।

প্রত্যেক দফা কাজের জন্য ২, টাকা নগদ আদায় দিয়া ১১-৩-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত চীফ এঞ্জিনিয়ার (আর), কোল বোর্ড, ধানবাদ বা সেক্রেটারি কোল বোর্ড, ১৩ আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-১ অথবা সিনিঃ মেকা অ্যান্ড ইলেক এঞ্জিনিয়ার, কোল বোর্ড, লাউপুর, পোঃ অঃ কাজোরাগ্রাম, জেলা বর্ধমান-এর নিকট টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। (১৬২১)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

টেন্ডার

১৯৭১-৭২ সালে প্রদর্শনী ইত্যাদিতে ভাড়ায় ইলেকট্রিক্যাল সরবরাহের জন্য ফার্মসমূহ মনোনয়নের নিমিত্ত অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি, ডিপার্টমেণ্ট অব ইনফরমেশন অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশনস, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১-এর মারফত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বায়না বাবদ 'রাজস্ব জমা' খাতে ১০০ টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারি চালান এবং আয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র সহ টেণ্ডার ২৪শে মার্চ ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩টার সময় খোলা হইবে। উক্ত বিভাগে বিবরণী জানা যাইবে।

৭৭০(৩)আইপিআর/এ/৭১ (১৭৪৩)

নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ/সংস্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে পশ্চিমবঙ্গের দুগ্ধ কমিশনারের মারফত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। (১) গ্রুপ 'এ'—ইলেকট্রিক মোটর। (২) গ্রুপ 'বি'—ফ্লো-সিকেট সোপ। (৩) গ্রুপ 'সি'—অটো স্পেয়ার। (৪) গ্রুপ 'ডি'—প্লেন অ্যালুমিনিয়ম ফয়েল। (৫) গ্রুপ 'ই'—দুর্গাপুর ডেয়ারির জন্য দুধের ৫০০ মিঃ লিঃ বোতল। (৬) গ্রুপ 'এফ'—দুর্গাপুর ডেয়ারিতে ল্যাবরেটরি বেঞ্চ ও পাইপ সরবরাহ ও সংস্থাপন। (৭) গ্রুপ 'জি'—অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন গ্যাস। (৮) গ্রুপ 'এইচ'—ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গামবুট। (৯) গ্রুপ 'আই'—সেণ্ট্রাল ডেয়ারিতে রেফ্রিজারেশন ইকুইপমেণ্ট সরবরাহ ও সংস্থাপন। টেণ্ডার শিডিউলে লিখিত বিবরণী মত উক্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ/সংস্থাপন করিতে হইবে। কলিকাতা-১ অধীন ২৩এ নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত (১০ম তল) দুগ্ধ কমিশনারের অফিসে পারচেজ সেকশনের কাউণ্টারে ২রা মার্চ ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটি ১ টাকা দামে টেণ্ডার শিডিউল ও অন্যান্য বিবরণী ক্রয় করা যাইবে (সপ্তাহে কাজের দিনে বেলা ২টা ও শনিবার বেলা ১২টা পর্যন্ত)। ৩রা মার্চ ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ২-৩০টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৭৫৮(৩)আইপিআর/এ/৭১ (১৭৪৪)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি, ডিপার্টমেণ্ট অফ ইনফরমেশন অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশনস, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১ মারফত ভাড়ায় মোটর ট্রাক এবং টেম্পো সরবরাহের জন্য সীলকরা টেণ্ডার ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ৩টায় খোলা হইবে। উক্ত বিভাগে বিবরণী জানা যাইবে।

৭৩৮(৫) আইপিআর/এ/৭১ (১৭৪২)

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার ফাকশীপ ইরিগেশন ডিভিসন, সার্ভে বিল্ডিংস, ৩৫ গোপালনগর রোড, আলিপুর কলিকাতা-২৭—নিম্নবর্ণিত কাজগুলির জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে রিভেটমেণ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন ও প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদার এবং ইরিগেশন অ্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ ডিপার্টমেণ্টের ১ম/২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডব্লিউ বি এফ নং ২৯১১(২)তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত বরাদ্দ ও বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপ: (১) "১৯৭০-৭১ সালে পাথরপ্রতিমা ইরিগেশন সাব-ডিভিসনের বড়াবাড়ির টাট সেকসন অধীন ইন্দ্রপুরে (দক্ষিণ অংশ) মৌজায় রিভেটমেণ্ট কাজ": ৩,১৭,১০৫ টাকা: ৬,৩৪২ টাকা। (২) "১৯৭০-৭১ সালে পাথরপ্রতিমা (১) সাব-ডিভিসন অধীন উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ (দক্ষিণ অংশ) মৌজায় রিভেটমেণ্ট কাজ": ৩,৪৩,৮৩৭ টাকা: ৬,৮৭৬ টাকা। প্রত্যেকটি কাজ শেষ করার মেয়াদ: বার মাস। ২ মার্চ ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সকল কাজের দিন উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে প্রত্যেক কাজের প্রতি প্রস্থ ১০ টাকা মূল্যে টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। বায়নার টাকা অবশ্যই ট্রেজারী বা আর বি আই চালানে অথবা উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অনুকূলে যথাযথভাবে দায়বদ্ধ ন্যাশনাল সেভিং/ন্যাশনাল প্ল্যানিং/ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেটের আকারে টেণ্ডারের সহিত জমা দিতে হইবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ: ৩ মার্চ, ১৯৭১ (বেলা ২টা পর্যন্ত)।

৭১৮(২) আই পি আর/এ/৭১ (১৬৯৪)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

অণ্ডালে ৪১ ইউনিট দ্বিতল টাইপ ২, ৪ ইউনিট টাইপ ৩, ২১ ইউনিট দ্বিতল টাইপ ১ কোয়ার্টার এবং সীতারামপুরে ১৯ ইউনিট টাইপ ২ এবং এক ইউনিট টাইপ ১ কোয়ার্টারের ইলেকট্রিফিকেশনের নিমিত্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার ১১-৩-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত এবং সেই দিন বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। আসানসোলস্থিত ডি এস অফিসের অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের (জি) নিকট প্রত্যেকটির জন্য ৫ টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দাখিল করিয়া ১৬-৩-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত আসানসোলস্থিত এই রেলওয়ের ডি ই ই/টি ডি জি অফিস হইতে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বায়নার পরিমাণ ৬৬৮ টাকা। টেণ্ডার ফরম ডাকে প্রেরিত হইবে না।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/আসানসোল

জি ১০/৪/পিআরও/এএসএন—১৬ (১৭০৬)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

বাঘা যতীন এবং গড়িয়া স্টেশনের মধ্যে কি মি ৯/৩০-তে নিউ ক্যানেল ব্রিজের জন্য ফোর্থ সার্ভিস গার্ডার স্থাপনের নিমিত্ত কাজ শেষ করিবার উদ্দেশ্যে ২০-২-৭১ তারিখ ২৩-৩০ ঘঃ হইতে ২১-২-৭১ তারিখ ৪-০০ ঘঃ পর্যন্ত চলতি ট্রাফিক ও পাওয়ার বন্ধ রাখার প্রয়োজন হইবে। ফলে এস ডি ১২৮ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মণ্ডহারবার লোকাল (যাহার ২৩-৩০ ঘঃ সময়ে শিয়ালদহ সাউথ স্টেশন হইতে ছাড়ার কথা) ২০-২-৭১ তারিখে বাতিল করা হইবে এবং এস ডি ১০৯ আপ ডায়মণ্ডহারবার-শিয়ালদহ লোকাল (যাহার ২-৪২ ঘঃ সময়ে ডায়মণ্ডহারবার হইতে ছাড়ার কথা) ২১-২-৭১ তারিখে বাতিল করা হইবে।

নিরাপদে ট্রেন চলাচলের জন্য এই কাজ আবশ্যক এবং ইহার জন্য যাত্রিসাধারণের যে অসুবিধা হইবে তাহার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে।

ডিভিশনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শিয়ালদহ

জি ১০/৩/পিআরও/এসডিএএইচ—৭৫ (১৭৩৭)

● সাতের নামতা ● গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

পরলোকে ডাঃ অমরনাথ মুখার্জি

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা করপোরেশনের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ডাঃ অমরনাথ মুখার্জি (৬৩) শুক্রবার রাত্রে পরলোকগমন করেছেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

ডাঃ মুখার্জি এক সময় দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। একবার তিনি রেডক্রসেরও সভাপতি হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর মা ও বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গিয়েছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য টেণ্ডার নোটিস

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে:—

ক্রঃ নং টেণ্ডার নং, দাখিলের শেষ তারিখ এবং নন-আই আর এস ড্রইংয়ের মূল্য	দ্রব্যগুলির বিবরণ ও পরিমাণ
১। এস/পিএ২/০৩/৭০/৮১ ৬-৩-৭১ ২ টাকা	সিইই জিআরসি-এর ড্রইং নং সিইই/ওয়াই/টিএল/১১৪ অনুসারে টিএল বেল্টের জন্য ফাসনার বেল্ট ... ৫২,০০০ প্রস্থ
২। পিবি৩/৫৬/৩৩/৭০-৭১ ৪-৩-৭১ ২৬ টাকা প্রস্থ	ডবলিউডিএম-১ লোকো, ডিআরপি নং ৩২২৬, ক্যাটঃ নং ৪৮৫৫৭০৩ জি ১-এর জন্য এবং ড্রঃ নং কেজিপি/ডিএল/ডবলিউএল-৩ অলটা ৩ অনুসারে গীয়ার কেস ইন হাভস সম্পূর্ণ ... ৬৭টি
৩। পিবি৪/১৫/৪১/৭১ ৫-৩-৭১	আইআরএস ড্রঃ নং ২১৭০/৫৬ এম অলটা ৪ স্পেসিঃ হার্ডউড কে-২-৬৬ অনুসারে আইআরএস বগী ওয়াগন টাইপ বিআর (রেল)-এর জন্য এণ্ড/ইণ্টারমিডিয়েট বোলস্টার (টিম্বার) ... ২১০০টি
৪। পিডি১/০৬/৭১/আর এস/১ ৯-৩-৭১	স্পেসিঃ কে-৫-৬৪ গ্রঃ এ অনুসারে ইণ্ডিয়ান টীক উড লগ ১২২ সেঃ মিঃ এবং তদূর্ধ্ব মিড গার্থ × ২৪৪ সেঃ মিঃ এবং তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যে ... ১৫৪ লং টন
৫। পিবি/৪/১০/৪২/৭০/আরপি ১০-৩-৭১	আইআরএস ড্রইং নং ডবলিউ/এমএল-১১ অলটা ১ অনুসারে লেবেল হোল্ডার ... ১৪,৬৩২টি
৬। পিবি১/৬৫/ইএ১/৭০ ১৬-৩-৭১ ২ টাকা	ড্রইং নং ই/এসএল/১২৬/৪২ আইটেম ই অনুসারে পাইপ হোস ফীড ... ১,৫৭০টি
৭। পিবি২/৩৪২-৩৪৩/৭০ ১৬-৩-৭১	১। সিঙ্গল রো সীলড বল বীয়ারীং টাইপ এফএজি ৬২০৪—জার্মানীতে প্রস্তুত বা সমতুল—বাহিরের ব্যাস ৪৭ মিঃ মিঃ, বোর ২০ মিঃ মিঃ, পুরুত্ব ১৪ মিঃ মিঃ ... ১০০টি ২। —ঐ— —ঐ— টাইপ এসআরও, ০৬২০৫-৬৯ এইচ জেড ৫২ মিঃ মিঃ বাহিরের ব্যাস, ২৫ মিঃ মিঃ বোর, ১৫ মিঃ মিঃ পুরুত্ব, সুইজারল্যাণ্ডে তৈরী বা সমতুল ... ৩০০টি
৮। পিবি১/৪৩২/৩১/৭০ ১৭-৩-৭১	টিউব স্মোক—বয়লারের জন্য—৫৭ মিঃ মিঃ বাহিরের ব্যাস×২·৯ মিঃ মিঃ পুরু×৪৬৬৪ মিঃ মিঃ লম্বা—আইএস স্পেসিফিকেশন, আইএস—১৯১৪-৬১ ... ২১৩টি
৯। পিবি১/২৯৩/৩১/৬৯/৭১ ১৮-৩-৭১ ২ টাকা	প্লেট ডিফ্লেক্টার কমপ্লিট আণ্ডার টপ ফীড ইনলেট ডবিউপি এবং ডবিউজি লোকো—ড্রইং নং এসই/১১৯০৩ অল্টাঃ ১ অনুযায়ী ... ১৭৩টি
১০। পিবি৪/৭/৪১/৭১ ২২-৩-৭১	গাইড বুশ—এইচএএল/এমএএন কোচের জন্য সেফটি বোল্টের জন্য—আইআরএস ড্রইং নং সি/বিই—৪৬৩৩ অনুযায়ী ... ১,৪০০টি
১১। পিবি৪/ওটি/১৫/৪২/৭১ ২৩-৩-৭১	স্টেপ অ্যাসেম্বলী রেণ্ড ডোর (মডিফায়েড এল এইচ)—এইচএএল/এমএএন কোচের জন্য—ড্রইং নং ৪০৭-৩৯০০৪ অল্টাঃ ৩ অনুযায়ী ... ৫৫টি
১২। পিবি৪/ওটি/১৬/৪২/৭১ ২৪-৩-৭১	স্টেপ অ্যাসেম্বলী রেণ্ড ডোর (মডিফায়েড) আর এইচ—এইচএএল/এমএএন কোচের জন্য—ড্রইং নং ৪০৭-৩৯০০৪—সি ১ অনুযায়ী ... ৫৪টি
১৩। পিবি৪/১৪/৪১/৭১ ২৫-৩-৭১	পিন নং ৪ ব্রেক গীয়ার (ভ্যাকুয়াম)—নাট, ওয়াশার ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ—বক্স ওয়াগনের জন্য—আইআর এস ড্রইং নং ডব্লিউএ/বিজি—৬২২৪ অনুযায়ী ... ৩৩০০টি
১৪। পিসি৩/এইচবি/২৪৪ এবং ২৬১/৭০ ২৬-৪-৭১ ২ টাকা	সিইই-এর ড্রঃ নং সিইই/জি/এ২/টিএল—২১৮ অনুসারে ইউএস ফিটিংস-এর ব্যাটেন হোল্ডার ও গ্লোব গ্লাসসহ ৩৫নং ফিটিংস সম্পূর্ণ ... ৮,৫১১টি
১৫। এস/পিসি৩/এইচডি/৭০/৬২০ এবং ৬২১ ২৭-৪-৭১ ২ টাকা	সিইই-এর ড্রইং নং সিইই/জি/১২৪৩ অনুসারে ফ্লাড লাইট টাওয়ার ২৭·৪৩ মিটার উচ্চ ... ৩টি
১৬। পিবি৪/৮/৪১/৭১ ২৬-৩-৭১	স্পেসিফিকেশন আইএসএল-১-৫৬ অনুসারে এ/সি কোচের জন্য আপহলস্টারী লেদার ক্লথ, ১২৭ সেঃ মিঃ চওড়া রং লাল, কোয়ালিটি এ ... ২৫০০ মিটার
১৭। এস/৪৬/পিসি২/৭০/৩৫৬৪ ২৮-৪-৭১	আরডিএসও-এর ড্রইং নং টিসিএ/৭৬৪ অনুসারে জিআই টিউব 'ই' ... ৭৪০টি
১৮। পিঅ্যাণ্ডএম/বি/৭০/৪৬৬/পি—৫৩ ২৯-৪-৭১	স্পেসিফিকেশন অনুসারে ১৪·৩ মিটার সাকশন হেড মূলে ১৪৪২০ এলপিএইচ ডেলিভারী দিবার উপযুক্ত ইলেকট্রিক চালিত ডীপ ওয়েল টুইন টাইপ ইজেক্টো পাম্প সেট ... ৪টি
১৯। এস/৪৬/পিসি২/৭০/৩৫৪৩ ৩০-৪-৭১	আরডিএসও ড্রঃ নং টিসি/৫০২ অনুসারে চ্যানেল আয়রন ক্রস আর্ম—আইএস স্পেসিঃ নং ১৪৪১/১৯৬৬ অনুসারে টেলিগ্রাফ স্টকের উপযুক্ত পিন হোল সহ ... ৩৮৪০টি
২০। এস/পিডি৪/৭৭/৭২/৭১ ৩০-৪-৭১	ড্রইং নং এস ৩৬৩৫/ডবলিউ অনুসারে রডিং সলিড ৩২ মিঃ মিঃ×৫·৪৮ মিটার ... ৫০০টি
২১। পিবি১/২০২/১৪৩৭/৩১/৭১ ৩০-৪-৭১	আইআরএস ড্রঃ নং এল/পিএক্স—৬২৫/এক্স/এম অনুসারে হেড পিস্টন ডবলিউপি ক্লাস (ফোর্জিং) ... ২০টি
২২। ওটি/পিএ২/০৯/৭১/২ ৩০-৪-৭১	ড্রিল কটন ব্রাউন গ্রে ৭১/৭৩ সেঃ মিঃ চওড়া—স্টক নমুনা নং ১৩/৭১ অনুযায়ী—নমুনা এই অফিসে দেখা যাইবে ... ১৫,৮৫২ মিটার
২৩। ওটি/এইচবি/৪২/২৬২/৭০ ১৯-৩-৭১	গ্লাস গ্লোব (ক্লিয়ার)—নং ৩৫ ফিটিংস-এর জন্য—আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং ই—৩১-৬৬ এবং আইআরএস ড্রইং নং সি ৬৭১ অনুযায়ী ... ১৬,৬৬২টি
২৪। পিবি৪/১/৫১/৭১/আরপি ১৫-৩-৭১	হোস পাইপ ৬৯০×৫০ মিঃ মিঃ—আইআরএস ড্রইং নং ভিবি ৫০৪/এম অল্টাঃ ১ অনুযায়ী ... ২৮,৩২৬টি

বিঃ দ্রঃ ১। সকল ক্ষেত্রে টেণ্ডার ফরমের দাম ৫ টাকা। উপরে ক্রমিক সংখ্যার সহিত ড্রইং-এর দাম লিখিত আছে।

২। আই আর এস সি এস এল এবং আর ডি এস ও ব্যতীত ড্রইং এবং টেণ্ডার ফরম নিম্নবর্ণিতের অফিস হইতে বাহিরের ফার্মের ক্ষেত্রে সরাসরি তাঁহার নিকট মনিঅর্ডারযোগে টেণ্ডার ফরম ও ড্রইং-এর মূল্য (অফেরতযোগ্য) পাঠাইয়া এবং স্থানীয় ফার্মের ক্ষেত্রে চিফ ক্যাশিয়ার, দঃ পূঃ রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-৪৩-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্যাশ রসিদ দেখাইলে কাজের দিন বেলা ১০টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে নিম্নবর্ণিতের অফিসে (ট্যাবুলেশন সেকশন) পাওয়া যাইবে।

সংশোধনী

টেণ্ডার নং এস/পি৪/এন এফ/৩১৯/জি বি৪/৭১-এর সঙ্গে যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রেড ৩-এর পরিবর্তে কপার ইনগট এফ আর ও সি/গ্রেড ২ পড়িতে হইবে। খোলার তারিখও ৪-৩-৭১ তারিখ বেলা ১১-৩০টা পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইল।

কণ্ট্রোলার অব স্টোরস

পি আর/এস ই/পি এ/১/স্টোরস—৬১ (১৭৩১)

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

শালিমার ও আমেদাবাদের মধ্যে ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার স্কীম

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে বোম্বে ও মাদ্রাজ ছাড়াও শালিমার ও আমেদাবাদের মধ্যে ট্রাফিক বুকিং-এর জন্য ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার স্কীম প্রসারিত করিতেছেন।

শালিমার ও আমেদাবাদের মধ্যে ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার হিসাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। প্রার্থীদের বুকিং স্টেশন এবং গন্তব্য স্টেশন উভয় স্টেশনে সন্তোষজনক গুদাম এবং রোড ট্রান্সপোর্ট সুবিধা আছে, তাঁহাদিগকে তাহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে। তাঁহাদিগকে এই স্কীম অধীনে দায়দায়িত্ব পালনের মত আর্থিক সঙ্গতির প্রমাণও দেখাইতে হইবে। প্রস্তাবিত সম্ভাব্য ওয়াগনের সংখ্যাও উল্লেখ করিতে হইবে।

স্কীমের বিশদ বিবরণ কলিকাতা-২১ অধীন রনজি স্টেডিয়ামস্থ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের নিম্নবর্ণিতের অফিসে পাওয়া যাইবে। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ২৭-২-১৯৭১।

মার্কেটিং অ্যাণ্ড সেলস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

পি আর/এস ই/পি এ/১/সি-৬৮ (১৭৪০)

ভুট্টোর সুর নরম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছিলেন শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সংবিধান রচনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। এখন আলোচনার শেষে তিনি বলেছিলেন, আওয়ামী ছয় দফা কর্মসূচীর মাত্র দু'টি তিনি মেনে নিতে রাজি আছেন।

শ্রী ভুট্টো বলেছেন যে, সংবিধান রচনায় তাঁর দলকে অংশ গ্রহণের সুযোগ না দিলে সে সংবিধান হবে অন্তঃসারশূন্য, অকেজো, ব্যর্থ। তাঁর দল দেশের অর্ধাংশের প্রতিনিধিত্ব করছে। কাজেই সেই অর্ধাংশের জনমতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

শ্রী ভুট্টো প্রথমে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এখন সেই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়েছে। তিনি ও তাঁর দলের সদস্যরা বৈঠকে যোগ দেবেন।

এদিকে পাকিস্তান শুধু স্বদেশেই নাজেহাল নয়। বিদেশ অর্থাৎ ভারতের সঙ্গেও সম্পর্কটি বেজায় তেতো করে ফেলা হয়েছে।

লাহোরে ভারতীয় বিমান ধ্বংস করে ফেলার পর সম্পর্কের তিক্ততা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার খবর, এই পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তানে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী বি কে আচার্য পরামর্শের জন্য আজ দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন। তিনি এখানে এসেই বহির্বিষয়ক দফতরের সচিব শ্রী এস কে ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করেন। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার স্বর্ণ সিংয়ের সঙ্গেও দেখা করবেন। লাহোরে ভারতীয় বিমান ধ্বংসের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে ও বিমান দস্যুদের ভারতে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করলে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়—শ্রী আচার্যের সঙ্গে তাই নিয়ে আলোচনা হবে। তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি আবার ইসলামবাদে ফিরে যাবেন।

পাক সরকারও শলা পরামর্শের জন্য তাঁদের ভারতস্থ হাই কমিশনারকে ইসলামাবাদে নিয়ে গিয়েছেন।

পাক নালিশ

ভারত ভূমির উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে ভারত যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে, সে সম্পর্কে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক অ-সামরিক চলাচল সংস্থার কাছে নালিশ জানিয়েছে। গতকাল এখানকার বৈদেশিক দফতরের জনৈক মুখপাত্র এই কথা বলেন, তিনি বলেছেন বিমান ছিনতাই, লাহোর বিমানবন্দরে সেটি ধ্বংসের ফলে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার সম্ভাবনাকেও পাকিস্তান বাতিল করে দিয়েছেন। বরং উল্টো নিষেধাজ্ঞাটি বাতিলের জন্যই বলা হয়েছে। কারণ পাকিস্তানী এয়ার লাইনসের এর জন্য দ্বিগুণ খরচ হচ্ছে ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

মুখপাত্রটি বলেছেন, আন্তর্জাতিক সংস্থাটি ভারতের কাছে একটি নালিশ পাঠিয়েছে। পাকিস্তানের দাবি ভারত ১৯৪৪ সালে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল চুক্তি অগ্রাহ্য করেছে।

'পূর্ব পরিকল্পিত'

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল পর্যটন সংস্থার সর্বাধ্যক্ষ শ্রীমারভিন প্লেব আজ এখানে সাংবাদিকদের বলেন, ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাটি পূর্ব পরিকল্পিত ব্যাপার বলেই তাঁর ধারণা। তিনি আকাশ দস্যুদের বিচার করার কথাও বলেন।

শেখ মুজিবর-নূর খাঁ আলোচনা

আজ ঢাকায় এয়ার মারশাল নূর খাঁ ও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে আর এক দফা আলোচনা হয়েছে। এয়ার মারশাল নূর খাঁ গত বুধবার পাক-প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। তিনি আজ জানান, সংবিধান রচনা করার ব্যাপারে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা নিয়ে আলোচনার জন্য শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বান জানাতে পারেন।

শ্রীভুট্টো বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ তাঁকে জানিয়েছেন যে, শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে রাজি আছেন। সময় হলেই তিনি সেখানে যাবেন। —পি টি আই, ইউ এন আই, রয়টার

আমাদের বেকার
এঞ্জিনীয়ার ভ্রাতাদের প্রতি

ডেভেলপমেণ্ট কনসালট্যাণ্টদের উদ্যোগে গঠিত ইকনমিক অ্যাণ্ড বিজিনেস ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশনে আপনাদের বিশ্বাসের পরিচয় ইতিপূর্বেই আপনারা দিয়েছেন।

আপনারা এই ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশ্য অবগত আছেন। এঞ্জিনীয়ারদের স্বয়ং-নিয়োগই হচ্ছে এই উদ্দেশ্য। আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে অনেকে এই ফাউণ্ডেশনের অনুমোদিত অন্য-নিরপেক্ষ অংশীদারী কারবার গড়ে তোলবার জন্যে মিলিত হয়েছেন এবং কলকাতার মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্টে বস্তিগুলির জন্য পরিবেশের প্রকৃত উন্নয়নকার্যের প্রাথমিক সমীক্ষা ও ডিজাইন সম্পর্কে প্রধানতঃ কাজ করছেন।

একশ' আটাশটি অংশীদারী কারবার ইতিপূর্বে গড়ে তোলা হয়েছে। যে ১,৫০০ জন এঞ্জিনীয়ার আমাদের রেজিস্টারি-ভুক্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৪০০ জন এঞ্জিনীয়ারকে আমরা এ পর্যন্ত কাজ দিতে সমর্থ হয়েছি। আরও কাজের অভাবে অবশিষ্ট সকলে সুযোগের অপেক্ষায় তালিকাভুক্ত রয়েছেন।

আগে যেমন আশা করা গিয়েছিল, তেমন তাড়াতাড়ি ফাউণ্ডেশনের হাতে কাজ না আসায়, বেকার এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে যাতে হতাশা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য আমরা অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁদের আরও রেজিস্ট্রেশন বন্ধ রেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের সি এম ডি এ ও অন্যান্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ফাউণ্ডেশনের এঞ্জিনীয়ারগণকে আরও কাজ দিলেই আমরা রেজিস্ট্রেশন আবার আরম্ভ করব। সে পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে আমাদের ভ্রাতাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

আশা হারাবেন না। এই স্তম্ভে আরও বিজ্ঞপ্তির প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

ইকনমিক অ্যাণ্ড বিজিনেস ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশন

২৭এ, ক্যামাক স্ট্রীট,

কলিকাতা-১৬

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement No. 8

Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1.1.1971 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable upto 45 years for certain categories of displaced persons from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon and for persons who migrated from East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania. Upper age limit relaxable by 5 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates except where otherwise specified.

Particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Request for forms must specify name of post, advertisement number and item number and should be accompanied by self-addressed unstamped envelopes for each post at least of size 23 x 10 cms indicating thereon name of post for which forms are required. Commission may remit fee in the case of genuinely indigent and bonafide displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1st January, 1964 and to repatriates from Burma and Ceylon who migrated on or after 1st June, 1963 and 1st November, 1964 respectively. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms are not available, and deposit fee with local Indian Embassy. If required, candidates must appear for personal interview. Closing date for receipt of applications with crossed Indian Postal Order for Rs. 8 (Rs. 2 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) 22nd March, 1971 (5th April, 1971 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Treasury receipts not acceptable.

Post at S. No. 8 permanent. Posts at S. Nos. 2, 4, 5, 10, 23 and 27 permanent but appointment on temporary basis. Posts at S. Nos. 3, 11, 14, 15, 16, 22 and 26 temporary but likely to be made permanent. Posts at S. Nos. 1, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 21 and 25 temporary but likely to continue indefinitely. Post at S. No. 24 temporary but likely to continue on long term basis. Posts at S. No. 18 temporary but likely to continue. Posts at S. Nos. 20 and 19 temporary and expected to continue till end of February, 1972 and March, 1972 respectively.

Post at S. No. 26 reserved for Scheduled Castes candidates if such suitable candidate is available; otherwise to be treated as unreserved.

Three posts at S. No. 1 and one post each at S. Nos. 12 and 16 reserved for Scheduled Castes candidates. Two posts at S. No. 1 and one post at S. No. 16 reserved for Scheduled Tribes candidates. Two posts each at S. Nos. 3 and 14 reserved for Scheduled Castes candidates failing which for Scheduled Tribes candidates. One post at S. No. 3 reserved for Scheduled Tribes candidates failing which for Scheduled Castes candidates. Reserved posts will not be treated as unreserved if suitable candidates from the reserved communities are not available.

Post at S. No. 2 and two posts at S. No. 18 reserved for Scheduled Castes candidates. Posts at S. Nos. 15 and 17 and one post at S. No. 18 reserved for Scheduled Tribes candidates. Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates need only apply for these posts.

1. Twenty Inspectors of Explosives, Ministry of Industrial Development & Internal Trade, Department of Industrial Development. Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 32 years and below. Qualifications essential: M.Sc. degree in any branch of Chemistry including Chemical Technology or Degree in Chemical Engineering of a recognised university or equivalent.

2. One Lecturer in Chemistry, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education & Research, Pondicherry, Directorate General of Health Services, New Delhi. Pay Rs. 530—30—650. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Second class M.Sc. degree in Chemistry of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' teaching experience of university classes. (iii) Training experience in research work.

3. Nine Lecturers in Physics, National Defence Academy, Kharakvasla, Ministry of Defence. Pay Rs. 400—40—800—50—950 with special allowance of Rs. 150 p.m. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Good academic record with at least second class Master's degree in Physics of a recognised university or equivalent. (ii) About two years' teaching/research experience.

4. One Director, Technical Laboratories, Ministry of Home Affairs. Pay Rs. 1600—100—1800. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) A degree in Electronics, or M.Sc. degree in Physics, with Electronics as a subject of a recognised university or equivalent. (ii) About ten years' experience in a responsible capacity in a technical organisation or industrial concern of repute in research/development/design/manufacture of electronics equipment or their control systems. (iii) Administrative experience with ability to organise teams for research and development projects.

5. One Deputy Director (Technology), All India Handicrafts Board, Ministry of Foreign Trade. Pay Rs. 700—40—1100—50/2—1250. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Mechanical Engineering of a recognised university or equivalent. (ii) About five years' practical experience in a workshop manufacturing small tools and implements.

6. One Inspector (Engineering), Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation. Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Electrical/Mechanical Engineering of a recognised university or equivalent. (ii) About two years' practical experience in factory department of a State Government or in industry.

7. One Technical Assistant, Tractor Training & Testing Station, Budni. Pay Rs. 325—15—475—20—575. Age 30 years and below. Qualifications essential: A degree in Mechanical or Agricultural Engineering of a recognised university or equivalent. Or A recognised diploma in Mechanical or Agricultural Engineering with about four years' experience in agricultural machinery or in an allied engineering field.

8. One Head of Department in Civil Engineering, Polytechnic Institute, Narsingarh, Government of Tripura. Pay Rs. 600—40—1000. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) A second class degree in Civil Engineering of a recognised university or equivalent. (ii) About five years' professional experience including about two years in teaching.

9. Two Assistant Directors of Industries, Delhi Administration, Delhi. Pay Rs. 375—25—575. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Engineering/Technology of a recognised university or equivalent. (ii) About two years' experience in the development of small scale industries with particular reference to drawing up of schemes about development of industries.

10. One Senior Mining Geologist, Indian Bureau of Mines, Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals (Department of Mines & Metals). Pay Rs. 700—50—1250. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Diploma of the Indian School of Mines & Applied Geology, Dhanbad or Master's degree in Geology or Applied Geology of a recognised university/institute or equivalent. (ii) Training in different aspects of prospecting for economic minerals and surveying. (iii) About six years' experience in detailed prospecting and proving of minerals specially lead, zinc, copper, coal and sulphur.

11. One Senior Scientific Officer, Grade II, Directorate of Aeronautics, Ministry of Defence. Pay Rs. 400—40—800—50—950. Age preferably below 30 years. Qualifications essential (i) Second class degree in Textile Technology of a recognised university or equivalent. (ii) Two years' experience in research/design/development of textile stores.

12. Two Architects, Ministry of Defence. Pay Rs. 700—40—1100—50/2—1250. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Architecture of a recognised university or equivalent. (ii) About seven years' experience in the profession.

13. Three Deputy Superintending Archaeologists, Archaeological Survey of India, Ministry of Education & Youth Services. Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Master's degree of a recognised university in Indian History or Archaeology, with a Bachelor's degree with an Indian classical language or equivalent. Or Master's degree of a recognised university in Indian classical language with a Bachelor's degree in Indian History or Archaeology or equivalent. (Candidates who have not offered an Indian classical language or Indian History or Archaeology as the case may be as a subject at the Bachelor's degree level, will be required to pass special departmental examination in the relevant subject before confirmation). (ii) About three years' practical experience in Field Archaeology.

14. Four Lecturers in Geography, National Defence Academy, Kharakvasla, Ministry of Defence. Pay Rs. 400—40—800—50—950 with special allowance of Rs. 150 p.m. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Good academic record with a second class Master's degree in Geography or equivalent of a recognised university or institution. (ii) About two years' teaching/research experience.

15. One Lecturer in Philosophy, Government Degree Colleges, Government of Tripura, Agartala. Pay Rs. 275—15—350—20—390—EB—20—550—EB—20—650. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) First class Master's degree in Philosophy of a recognised university or equivalent. Or Second class Master's degree in Philosophy of a recognised university or equivalent with Honours at degree level. Or Second class Master's degree with Doctorate in Philosophy of a recognised university. Or Second class Master's degree in Philosophy of a recognised university or equivalent with three years' experience of teaching Honours classes/five years' experience of teaching degree classes.

16. Four Lecturers in Political Science, Government Degree Colleges, Government of Tripura, Agartala. Pay Rs. 275—15—350—20—390—EB—20—550—EB—20—650. Age 35 years and below. Qualifications essential: First class Master's degree in Political Science of a recognised university or equivalent. Or Second class Master's degree in Political Science of a recognised university or equivalent with Honours at degree level. Or Second class Master's degree with Doctorate in Political Science of a recognised university. Or Second class Master's degree in Political Science of a recognised university or equivalent with three years' experience of teaching Honours classes/five years' experience of teaching degree classes.

17. One Shift Manager, Delhi Milk Scheme, New Delhi, Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation. Pay Rs. 700—40—1100—50/2—1250. Age 50 years and below. Qualifications essential (i) Degree or Diploma in Dairying of a recognised university/institution. Or Master's degree in Chemistry or Chemical Technology with specialised training in Dairying. Or Degree or diploma in Animal Husbandry or Agriculture of a recognised university/institution with specialised training in Dairying. (ii) About five years' experience in a responsible capacity of running a dairy plant.

18. Three Farm Radio Officers, All India Radio, Ministry of Information & Broadcasting. Pay Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Agriculture of a recognised university/institution or equivalent. (ii) About five years' experience of agricultural extension/information work in agricultural departments of the Central/State Governments or Union Territories. (iii) Experience of preparation and processing of agricultural information for popular presentation, preferably through radio broadcasts.

19. Two Mechanical Tabulation Officers, Office of the Registrar General, India, Ministry of Home Affairs. Pay Rs. 700—40—1100—50/2—1250. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Master's degree in Statistics or Master's degree in Mathematics/Economics (with Statistics) of a recognised university or equivalent. (ii) Training in data processing on electronic computer preferably IBM 1401. (iii) About five years' experience of operation of mechanical tabulation equipment, and of planning and supervising work on such equipment in a Government office/recognised institution or a business concern of repute; Or About five years' experience of working in an electronic computer installation.

20. Two Assistant Mechanical Tabulation Officers, Office of the Registrar General, India, Ministry of Home Affairs. Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Statistics or Degree in Mathematics/Economics (with Statistics) of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' experience of operating mechanical tabulation equipment and of planning and supervising work on such equipment in a Government office/recognised institution or a business concern of repute; Or About three years' experience of working in an electronic computer installation. (iii) Training in data processing on electronic computer preferably IBM 1401.

21. One Console Operator, Programme Evaluation Organisation, Planning Commission. Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age 30 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Statistics, Mathematics, Science or Economics of a recognised university or equivalent. (ii) Experience of mechanical computations/analytical statistical work in a Government office/recognised institute or business concern of repute.

22. One Professor of Economics, Tagore Arts College, Government of Pondicherry. Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Second class Master's or equivalent Honours degree in Economics of a recognised university. (ii) About four years' teaching experience of degree classes.

23. One Senior Administrative Officer, Geological Survey of India, Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals (Department of Mines & Metals). Pay Rs. 700—40—1100—50/2—1150. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) About seven years' experience of work relating to administration and accounts in Government department or organisation of repute in a supervisory capacity.

24. One Inspector of Schools (Hindi), Education Department, Government of Manipur. Pay Rs. 550—40—830—EB—45—1100. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) At least second class Master's degree in Hindi of a recognised university or equivalent. (ii) Knowledge of Manipuri. (iii) Degree/Diploma in Teaching/Education of a recognised university/institution or equivalent. (iv) About seven years' experience in the field of education including about three years in a responsible administrative capacity.

25. One Production Manager, Department of Family Planning, Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing & Urban Development. Pay Rs. 700—40—1100—50/2—1250. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) Diploma in Printing & Allied Trades with special emphasis on photo-lithography of a recognised technical institution or equivalent. (iii) About seven years' practical experience in a supervisory capacity in a printing organisation of repute having offset presses.

26. One Lady Medical Officer (Assistant Surgeon's Grade), Mangalore Harbour Project, Ministry of Shipping & Transport. Pay Rs. 325—25—500—30—590—EB—30—800 plus non-practising allowance @ 25% of pay subject to a minimum of Rs. 150 p.m. Age 30 years and below. Qualifications essential (i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Completion of compulsory rotating internship.

27. One Physician, Kolar Gold Mining Undertakings, Ministry of Finance. Pay Rs. 600—40—1000—EB—50—1300 plus non-practising allowance @ 33⅓% of pay subject to a maximum of Rs. 400 p.m. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 26 above. (ii) Post-graduate qualifications in Medicine e.g. M.D., M.R.C.P., Ph.D. (Medical), M.Sc. (Medicine) (Nagpur) or equivalent. (iii) About three years' standing in the profession in a responsible position and independent charge of wards.

CORRIGENDUM

One Joint Commissioner (Fisheries), Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture). Reference item 13 of Commission's Advertisement No. 6, published on 6.2.1971. It is notified for general information that the age limits of "50 years and below" are relaxable for Government servants. Other conditions remain unchanged.

SELECTION FOR INDIAN NAVY UNDER REVISED SPECIAL ENTRY SCHEME FOR THE COURSE COMMENCING IN JULY, 1971

Selection of Naval Cadets for admission to the Executive Branch of the Indian Navy as Special Entry Cadets under the Revised Special Entry Scheme for the course commencing at Naval Training Establishments in July 1971, will also be made from among those candidates who were recommended by the Union Public Service Commission for admission to the National Defence Academy on the results of the National Defence Academy Examinations held prior to and in December 1968, but who could not be admitted to the National Defence Academy for want of vacancies. Only those who are unmarried will be eligible for consideration. They must also satisfy the following conditions.

Age limits: The candidates must have been born not earlier than 2nd July 1951, and not later than 1st July, 1954. These age limits can in no case be relaxed.

Qualifications: The candidates must have passed one of the following examinations: (A) Intermediate or an equivalent examination of a recognised university/board, securing minimum pass marks in Mathematics, Physics and Chemistry as subjects of examination; or First year examination under the three-year degree course of a recognised university securing minimum pass marks in Mathematics, Physics and Chemistry as subjects of examination; or Pre-Engineering or equivalent examination of a recognised university/institution; or First year examination under the five-year Engineering degree course of a recognised university/institution; Or (B) Intermediate or an equivalent examination of a recognised university/board; or First year examination under the three-year degree course of a recognised university, provided that before joining the above course he had passed the Higher Secondary Examination of a recognised board/Indian School Certificate Examination/Pre-University Examination of a recognised university, securing minimum pass marks in Mathematics, Physics and Chemistry as subjects of examination. In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications mentioned above, as educationally qualified, provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his being considered for the Selection.

Note: Candidates will be required to undergo a fresh medical examination before being granted Commission, and will be required to report for this purpose at selected centres.

Candidates who desire to be considered for the above Selection should apply to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, immediately, submitting the following particulars/documents: (i) Name and full postal address; (ii) Month and year of the National Defence Academy Examination at which he qualified for admission to the National Defence Academy; (iii) Roll number in respect of (ii) above; (iv) Particulars of all examinations passed, commencing with Matriculation or equivalent examination, giving the subjects taken, year of passing, and name of the university/board/institution; (v) Certificate(s), in original (with copy/copies thereof), showing the examinations and the subjects in which the examinations have been passed; (vi) Two passport size (5 cm. x 7 cm. approx.) copies of recent photograph, one of which should be pasted on the first page of the application form and the other firmly attached with the application form. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate.

Candidates already in Government service (including those employed in Army, Navy or Air Force) must submit their applications through the Heads of their departments/offices concerned or through their Commanding Officers, as the case may be. Applications from all other candidates whether in private employment or in Government owned industrial undertakings, etc. will be entertained direct.

Closing date: Applications (on plain paper) accompanied with necessary documents must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, latest by 22nd March, 1971 (5th April, 1971 for those residing abroad and in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

Important: Applications/covers containing applications must be superscribed as follows: "Selection for Indian Navy Under Revised Special Entry Scheme for Course Commencing in July, 1971".

davp 560(47)/70

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
শনিবার, ৭ ফাল্গুন, ১৩৭৭

দিনের বাণী

যে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, সেই আমিতেই দোষ। আমি ঈশ্বরের দাস, এ আমিতে দোষ নাই। আর বালকের আমি,—বালক কোন গুণের বশ নয়। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ভোট নয়, গণভোট

খুশখবরের ঝুটাও ভাল। এই রাজ্যে নির্বাচন সম্ভব কি সম্ভব না, সত্যই যদি সরকারী মহল তাহা নূতন করিয়া ভাবিতে শুরু করিয়া থাকেন, তবে ঘোর অন্ধকারে সেটা আশার একমাত্র বিদ্যুল্লেখা। আশা শুধু এইটুকু যে, রাজ্যসুদ্ধ সকলে এখনও কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন দেন নাই, গণ্ডস্থবোধ এখনও অবশিষ্ট আছে।

পরিস্থিতির কতখানি অবনতি নিত্যই ঘটিতেছে, তাপমান যন্ত্রে তাহা ধরা শক্ত; কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রের কাছেই ইহা স্পষ্ট যে পরিচ্ছন্ন নির্বাচন বলিতে যাহা বোঝায়, তাহা অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। মিলিটারি আরও তৎপর হইলে ষোল আনা নিরাপত্তা ফিরিয়া আসিবে না, কারণ মিলিটারি শুধু মোতায়েন হইয়াছে, কিন্তু জঙ্গী কোনও কায়দা-কানুন তো আর জারি হয় নাই! জরুরী এবং ব্যাপক ক্ষমতা না থাকিলে জওয়ানদের কাছে প্রার্থিত নৈপুণ্য আশা করা বৃথা। নিছক সহায়ক ভূমিকায় তাহারা কতকটা কাকতাড়ুয়ার মতো, দেখিলেই যে ভূতপ্রেতেরা ভয় পাইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই।

কেরলে যদি শুধু ভোটকর্মীদের অভাবেই ভোট পিছাইয়া যায়, তবে এই মহামারীর মুলুকে অভাব তো সব কিছুরঃ অভাব স্বস্তির, অভাব জীবনের নানা স্তরে কর্মচাঞ্চল্যের। সক্রিয় বলিতে আছে খালি ঘাতকেরা, নতুবা বাকী সব পক্ষাঘাতগ্রস্ত। নানা পার্টির নেতারাও অবশ্যই রহিয়াছেন, মেজাজ সব সময় যদি-বা খোস না থাকে, তবু বহাল তবিয়তে, বিশেষত বশেষ পুলিসী পাহারার কৃপায়। প্রাণ যায় তাহাদের, যাহারা কম সৌভাগ্যবান। মাননীয় নেতারা তখন শুধু প্রিয় কর্মীদের বিহনে মৌখিক শোক করেন। কর্মীরা যদি এতই প্রিয়, তবে তাহাদের—এবং সেই সঙ্গে সকলের—প্রাণ বাঁচানোর সোজা রাস্তাটা তাঁহারা দেখিতে পান না কেন? কেন অনুতপ্ত চিত্তে বলেন : আত্মঘাতী উন্মত্ততা যথেষ্ট হইয়াছে, আর চাই না? অনেকে বরং "বদলাতন্ত্রে"র "মারয়, মারয়" মন্ত্রে অনুগতদের আরও উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন, ফলে একটি প্রাণের বদলে আরও অনেক প্রাণ যায়। একটি বা দুইটি পার্টি ছাড়া আজ অবধি প্রকাশ্যে কেহ হিংসাকে ধিক্কার দেন নাই, আতঙ্কিত দুই-একটি পার্টি ছাড়া আজ অবধি কেহ নির্বাচনী রণাঙ্গন স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া আসেন নাই।

ইহা ছাড়া এই রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করেন তাঁহারা, যাঁহারা রাজধানীতে বসিয়া। তার মধ্যে পাত্র-মিত্র-অমাত্য আমলা সকলেই আছেন। সেখান হইতে বাংলার সব ব্যাপারই বড়ই জলবৎ তরল বলিয়া মনে হয়। গালভরা বুলি বিলানো চলে, অনেক আদর্শবাদী স্বপ্নও সম্ভব, তদুপরি কেতাকানুন আইন ইত্যাদি তো আছেই। এই রাজ্যে নির্বাচন বন্ধ করার একমাত্র উপায় হয়তো বাস্তব অবস্থাকে অকপটে স্বীকৃতি দান, আপৎকালীন ব্যবস্থা ঘোষণা। তাহাতে একমাত্র বাধা হয়তো এই যে কেন্দ্রে দরকারী ভোটের ভাগে গুটি তিরিশ কম পড়িবে। কেরলেও যদি ভোট পিছাইয়া যায়, তবে সংকট দেখা দিলে চট করিয়া ঘাটতি মিটিবে না। প্রধানমন্ত্রী চান স্থায়িত্ব। সুপ্রিম কোর্টে একটা ছোট ইস্যুতে তিনি বিজয়িনী বটেন, কিন্তু বৃহত্তর সুপ্রিম কোর্টের অনুকূল রায় তাঁহার চাই—সেই কোর্টের নাম জনগণের দরবার।

কিন্তু এই রাজ্যের নির্বাচনে সেই জনমত সত্য-সত্যই কতটা প্রতিফলিত হইতে পারিবে? আদৌ পারিবে কি? মার্চের নির্বাচন যাঁহাদের ধনুর্ভঙ্গ পণ, তাঁহারা পিছাইয়া না দেওয়ার হাজারো অজুহাত পেশ করিতে পারেন। হয়তো বলিবেন, বড় দেরি হইয়া গিয়াছে, আর উপায় নাই। কিন্তু ইহাও ঠিক, ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়। তাঁহাদের তূণে যদি হাজারটা যুক্তি থাকে, তবে লক্ষ লক্ষ পাল্টা যুক্তি এই রাজ্যের চেহারায় ফুটিয়া আছে। পুলিসের দাপট তো ছিলই, অহরহ চিৎকারেও সি-আর-পি কিন্তু যায় নাই, উপরন্তু এখন আসিয়া চাপিয়াছে মিলিটারি। আঘাতের পর আঘাত, অপঘাতের পর অপঘাত ইহাদের ডাকিয়া আনিয়াছে। কয়টি ভোট পড়িলে নির্বাচন সিদ্ধ হয় শ্রীরাঘবন-কৃত টীকাভাষ্য প্রসাদে আমরা তাহা জানি। শুধু জানি না কতগুলি হত্যা সাধিত হইলে পবিত্র গণতান্ত্রিক নির্বাচন অসিদ্ধ হইয়া যায়। জরুরী অবস্থা জারী করার বিধানসংগত শর্ত দুইটি। এক—বাহিরের আক্রমণ, দুই সশস্ত্র অভ্যুত্থান। বর্তমান পরিস্থিতিকে ঠিক কোনও কোঠায় ফেলা যায় না, নিষ্ঠাবান টীকাকারেরা সেই খটকাতেই আটকাইয়া আছেন কি?

থাকুন তাঁহারা তাঁহাদের খটকা লইয়া। এদিকে সময় বহিয়া যাইতেছে। তবু এখনও সময় আছে। মনে মনে প্রত্যেকে সন্ত্রস্ত। ভয় ভোটদাতা এবং গ্রহীতা, সকল মহলে। নির্বাচনকর্মী মেলা ভার। মিলিলেও তাঁহারা নির্ভয়ে করণীয় কাজ সম্পাদন করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। এখনও সময় আছে। মহাকরণের দায়িত্বশীল অফিসারেরা সমবেতভাবে এখনও বলিতে পারেন: "না, এই দুর্যোগে, এই রুদ্ধশ্বাস ভয়ার্ত পরিবেশে নির্বাচন পরিচালনা করা আমাদের সাধ্য নয়।" যেখানে গোলমালের আশঙ্কা এমন বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রকে নির্বাচনের আওতা হইতে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব অবাস্তব কেন্দ্র বাছাই? ঠগ বাছিতে তবে এই রাজ্যের গাঁয়ের পর গাঁ উজাড় হইয়া যাইবে।

অনেকখানিই আজ কি নির্ভর করিয়া আছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নামক বিশেষ একটি ব্যক্তির উপর? ইনি বঙ্গতনয় বটেন, কিন্তু বাংলার কোথায় যে ব্যথা তাহা বোধ হয় জানেন না, জানেন শুধু বিধিনিয়ম আর তত্ত্বকথা। দূরে দিল্লিতে বসিয়া দূরবীন কষিলে এমনই হয়। নির্বাচন বন্ধের নামেই যাঁহারা গণতন্ত্রের দোহাই পাড়েন, তর্জনী তুলিয়া তর্জন-গর্জনে বলেন, "না, কক্ষনো না", তাঁহারা এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ ভোট চান কি চান না, সেইটাকে ইসু করিয়াই একটা "গণভোট" লইয়া দেখুন না! শর্ত, ডাকে ব্যালটপত্র যাইবে, গোপনতা সর্বতোভাবে রক্ষিত হইবে।

বিপর্যয়ের ইঙ্গিত

একদা ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে নামে একটা বিশাল রেলপথ যে ছিল, সে কথা লোকে ভুলিতে বসিয়াছে। তাহার স্মৃতিটুকু বজায় রাখিয়াছে ইস্টার্ন রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসন। সেটুকুও নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার কি কোনও চক্রান্ত চলিতেছে? নহিলে এত ঘন ঘন ট্রেনের চাকা ওই ডিভিসনে বন্ধ হইবে কেন? সত্য কথা বলিতে কী, রেল না চলাই শিয়ালদহ ডিভিসনে নিয়ম হইয়া গিয়াছে, চলাটাই বুঝি ব্যতিক্রম। কবে যে সে পথে রেল চলিবে, কবে চলিবে না, না চলিলে কেন চলিতেছে না, অচল ট্রেন আবার কবে সচল হইবে—এ সব প্রশ্নের জবাব কেহ দিতে পারে না, জবাব বোধ হয় কেহ চায়ও না। আর জবাব যদিও বা কেহ দেয় তাহাতে খুশী সকল পক্ষ হয় না। রেল-কর্তৃপক্ষের জবাবে যাত্রীরা অখুশী, যাত্রীদের জবাবে রেল-কর্তৃপক্ষ। অথচ এই দুই পক্ষের মধ্যে যদি সহযোগিতা না থাকে তাহা হইলে রেলের চাকা অবাধে চলিবে না, মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া যাইবে। যেখানে যাত্রীরা রেল-কর্তৃপক্ষের উপর বিরূপ নন, কিংবা যেখানে রেলের পরিচালক-বৃন্দ যাত্রীদের অভিযোগের বিহিত করিতে তৎপর সেখানে কদাচিৎ বিভ্রাট দেখা দেয়।

ইদানীং দেখা যাইতেছে রেলের দ্বন্দ্বের আসরে যাত্রী এবং কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর-একটি তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সেটি হইতেছে রাজনীতি। দলীয় রাজনীতি আমাদের অনেক কিছুই মজাইয়াছে। শিক্ষা হইতে শিল্প কিছুই বাদ যায় নাই। এখন সন্দেহ হইতেছে রেলের সাম্প্রতিক বিভ্রাটে তাহারও হাত আছে। নহিলে হাঙ্গামা এমন নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে কেন? যাত্রীদের অভাব-অভিযোগ যে বিস্তর তাহাতে ভুল নাই। বিশেষ করিয়া ট্রেনের যাঁহারা দৈনন্দিন যাত্রী—শহরতলি হইতে প্রত্যহ কলিকাতায় যাতায়াত করেন অফিস-কাছারি ইস্কুল-কলেজ করিতে তাঁহাদের অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হয়। ওখানকার উত্তপ্ত আবহাওয়ায় এমনেই তো মেজাজ চড়িয়া থাকে। সেটা সপ্তমে ওঠে যদি ট্রেন-চলাচল অনিয়মিত হয়, যদি কোনও ক্রমে পাদানিতে ঝুলিতে ঝুলিতে কলিকাতায় আসিতে হয়। তাহার উপর দুর্ভোগের শেষ তো আর রেলযাত্রায় সমাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই হয় না—জনাকীর্ণ বাসে-ট্রামেও তাহার জের চলে।

কিন্তু প্রতিকারের পথ তো আর রেলকর্মীদের নিগ্রহ কিংবা মাঝ-পথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেন আটকাইয়া রাখা নয়। স্বেচ্ছায় রেলকর্মীরা সময়ে ট্রেন চালান না কিংবা যাত্রীদের অসুবিধার জন্য কর্তৃপক্ষ ট্রেন এবং স্টেশনের সংখ্যা কমান—এ সব অভিযোগের কোনও ভিত্তি নাই। হঠাৎ যদি কোথাও ক্রুদ্ধ হইয়া একদল যাত্রী ট্রেনের ড্রাইভার কী গার্ড, পয়েন্টসম্যান কিংবা ফায়ারম্যানের উপর চড়াও হন কোন্ ভরসায় তাঁহারাই তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিবেন? তখন তো গোটা লাইনেই ট্রেন-চলাচলে ব্যাঘাত ঘটিবে, কোনও স্টেশনেই তো নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পৌঁছিবে না। শুধু এক দিনেই হয়তো ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হইবে না। নিগৃহীত কর্মীদের অনেকেই পরের দিনও কাজে যোগ দিতে সাহস পাইবেন না এবং তাঁহাদের দেখাদেখি তাঁহাদের আরও সহকর্মী রণে ভঙ্গ দিবেন। তাঁহারাও তো মানুষ। নিগ্রহের ভয় তো তাঁহাদের সকলেরই আছে। আর কর্মীরাই যদি অনুপস্থিত হন তাহা হইলে রেল-কর্তৃপক্ষ কাহাদের দিয়া সময়-সূচী অনুযায়ী গাড়ি চালাইবেন?

সমস্যা যতই কঠিন হউক, শান্তি-পূর্ণ সমাধান তাহার পাওয়া অসম্ভব নয়। বিক্ষোভ আপত্তিকর নয়—কিন্তু তাহারও তো ধরন আছে। স্টেশনের বিন্যাস যে-ভাবে হইয়াছে তাহার রদ-বদল চাওয়া অযৌক্তিক নয়, করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু হট্টগোল করিলে লোকসান ছাড়া লাভ হয় না। ধীরে-সুস্থে প্রতিকারের ব্যবস্থা করার সময় ও সুযোগ হইতে রেল-কর্তৃপক্ষ বঞ্চিত হন। দৈনন্দিন যাত্রীদের যে সব অসুবিধা তাহাদের সবগুলির জন্য তো কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা চলে না। গদি ছিঁড়িয়া, জানলা ভাঙিয়া, তার চুরি করিয়া তাঁহাদের বিব্রত করিতেছে সমাজবিরোধীর দল। তাহাদের দমন করার ভার যেমন সরকারের, তাহাদের প্রতিরোধ করার দায়িত্বও তো বিড়ম্বিত রেলযাত্রীদের। অনেক সময় তাঁহাদের বিভ্রান্ত করিতেছে দলীয় ভোট-বাক্সের রাজনীতি। যাত্রীরা যদি সচেতন না হন, আইন ও শৃঙ্খলার মর্যাদা যদি প্রতিটি স্টেশনে প্রত্যহ লঙ্ঘিত হয় তাহা হইলে কর্তৃপক্ষের যদি বাসনাও থাকে তবুও রেলপথে চলাচল নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ হইবে না। তখন খানিকটা রেলপথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলেও কর্তৃপক্ষকে খুব বেশী দোষ দেওয়া কী যাইবে?

রাজ-পথ

রাজা-রানীদের অনেকেই ইদানীং পথে নামিয়াছেন। মহীশূর, কেরল, আসাম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গই নাকি ব্যতিক্রম, অন্যত্র এখন রাজ-সন্দর্শনের জন্য প্রাসাদে গিয়া ধর্ণা দিতে হয় না, রাজাই এখন প্রজার কুটিরে ছুটিতেছেন। উদ্দেশ্য ভোট-ভিক্ষা। কাহার সম্মানার্থে কয়বার তোপ দাগা হইবে, রাজমহলে তা লইয়া এককালে প্রতিযোগিতা চলিত; একালে চলিতেছে তোপের বদলে ভোটের লড়াই; ঝুলির মধ্যে কে কয়টা ভোট তুলিতে পারিলেন, তাহাই এখন বিচার্য। ফলত এখন প্রজার দুয়ারে না গিয়া উপায় নাই। "বর বড়, না কনে বড়"—বিবাহমণ্ডপে তা লইয়া যদি-বা তর্ক চলে, এ ক্ষেত্রে চলিবে না; সংখ্যায় যে-হেতু তাঁহারাই বেশী, ভোটের মণ্ডপে প্রজারা তাই রাজার চেয়ে অনেক বড়। তাঁহারা প্রসন্ন হইলে তবেই রাজ-কুলের মানরক্ষা হয়। দেশ জুড়িয়া রাজারা তাই প্রজাপুঞ্জের আনুকূল্য-লাভের জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন। মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, গুজরাট—হরেক রাজ্যে সেই ছুটাছুটির দৃশ্যটাই এখন লক্ষণীয়।

বিষয়টা যখন রাজকীয়, শিকারের উপমা তখন বেখাপ্পা ঠেকিবার কথা নয়; বলা চলে, একালের রাজা-রানীরা ভোট-শিকারে বাহির হইয়াছেন। কিংবা লক্ষ্য যখন লোকসভার সদস্যপদপ্রাপ্তি, রাজকীয় এই ব্যস্ততাকে তখন সভারোহণপর্বের প্রস্তুতি হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। প্রজারা ভোট দিবেন বিনিময়ে রাজাদেরও একটা-কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে বইকী। খুব সহজেই তাঁহারা বলিতে পারেন, "ভোট দাও, আমি তোমাদের রাজা করিয়া দিব।" কথা এই যে, শুধু রাজন্যবর্গ কেন, রাজনৈতিক নেতৃবর্গের প্রায় সকলেই তো ভোটের সময় ওই রকমের প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন, যদিও অবিশ্বাসীরা ইদানীং সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করেন সেই শ্লোকটি, যাহার শেষে আছে "রাজকুলেষু চ!" প্রজারা মোটামুটি ভাত-কাপড় আর নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইলেই খুশী, রাজা তাঁহারা হইতে চাহেন না। হেতু আর-কিছুই নয়, কাল পালটাইয়াছে, জনসাধারণ বুঝিয়া গিয়াছেন, একালে আর রাজা হইয়া লাভ নাই, তাহার চাইতে বরং মন্ত্রী সদাগর কিংবা কোটাল হওয়া অনেক ভাল। মিশরের রাজা ফারুকের সেই বিখ্যাত উক্তিটি পুনশ্চ স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছিলেন, দুনিয়ায় শেষ পর্যন্ত পাঁচটি মাত্র রাজা রহিবেন; ইংলণ্ডের রাজা আর তাসের চার রাজা।

তৎসহ আমাদের এয়ার ইণ্ডিয়ার মহারাজাও থাকিবেন নিশ্চয়। ইতিমধ্যে লক্ষণীয়, হরেক দেশে রাজতন্ত্রের পর্ব অন্তে প্রজাতন্ত্রের হাওয়া বহিতেছে। ইংলণ্ডের রাজবংশই যে খুব স্বস্তিতে আছেন, এমন কথা বলিবারই বা উপায় কী! সত্য বটে, রানীর দর্শনলাভের জন্য বাকিংহাম প্রাসাদের দুয়ারে এখনও ভক্ত প্রজাদের ভিড় জমে, কিন্তু অন্য দিকে আবার জন গ্রীগ প্রমুখ সমালোচকদের তূণীর হইতে রাজপ্রাসাদের দিকে যে-সব ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার জ্বলুনি নেহাত কম নয়। তা ছাড়া, রানীমার সংসারে নাকি টাকারও বড় টানাটানি, বরাদ্দ টাকায় ব্যয়ভার ঠিকমতো নির্বাহ হয় না, ঠাট বজায় রাখা শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই হিসাবে বরং ভারতীয় রাজন্যবর্গের বুদ্ধির তারিফ করিতে হয়। রাজতন্ত্রেই রাজকীয় মহিমা যখন প্রায় অস্তগত, প্রজাতন্ত্রে তখন যে আর নিছক রাজা হইয়া লাভ নাই, চটপট এই কথাটা তাঁহারা বুঝিয়া গিয়াছেন। নহিলে আর রাজপ্রাসাদ হইতে তাঁহারা রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইবেন কেন?

যৎকিঞ্চিৎ

কমিটী, কমিশন ইত্যাদি সম্পর্কে আজ আর কাহারও বিশেষ উৎসাহ আছে বলিয়া মনে হয় না। দেখিয়া দেখিয়া এবং ঠকিয়া ঠকিয়া অনেকেই নিরুৎসাহী। তবু এই সপ্তাহে কলিকাতা পৌরসভার উদ্যোগে নগরের মশককুলকে নির্মূল করিবার জন্য যখন নয় জনকে লইয়া একটি বিশেষ কমিটী গঠিত হয়—তখন আশাবাদীরা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, হয়তো এবার একটা কিছু হইবে। কারণ যে বৈঠকে কমিটী গঠিত হয়, সেটি পৌরসভার মামুলী পারিবারিক বৈঠক নহে, তাহাতে সেচ, বন্দর, রেল, জলপথ, স্বাস্থ্য—ইত্যাদি নানা বিভাগের বহিরাগতরাও হাজির ছিলেন। এমনকী সৈন্য-বিভাগের কাছেও নাকি আমন্ত্রণ গিয়াছিল। সুতরাং প্রত্যাশা ছিল চক্ষু-লজ্জার খাতিরেও পৌরসভা নিশ্চয় এবার কোমর বাঁধিয়া মশা মারিতে নামিবেন। কিন্তু এখন মনে হইতেছে, সেটা বুঝি শেষ পর্যন্ত মামুলী অভিযানেই পরিণত হয়! কারণ, লক্ষণ শুভ নয়।

মশার ভবিষ্যৎ

বৃহস্পতিবার এই উদ্দেশ্যে পৌরসভার স্ট্যাণ্ডিং হেলথ কমিটীর এক জরুরী সভা ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু সভায় হাজির ছিলেন মাত্র দুইজন। তাঁহারা পাকা দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যে যাঁহার ঘরে চলিয়া গিয়াছেন, কারণ—অধিকাংশ সদস্য অনুপস্থিত, "কোরাম" নাই। অথচ ওই বিশেষ কমিটী মশানিরোধের জন্য যে সব পরিকল্পনা রচনা করিবেন, তাহা কার্যকর করার দায়িত্ব নাকি এই হেলথ কমিটীরই উপর! সুতরাং, মাননীয় মেয়র মহোদয় প্রতিশ্রুতি দিলেও পরিয়া লওয়া যায় নগরে মশার উৎপাত আপাতত তেমনই চলিবে। কারণ, যত সাধু এবং তেজীই হোক না কেন, কেবল বাক্যে মশা মরে না, একথা সকলেরই জানা। স্ট্যাণ্ডিং হেলথ কমিটীর মান্য সদস্যদের দোষ দিব না, সন্দেহ কী, মশা মারা অতিশয় নিরস কাজ, তাহার চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশী আকর্ষণীয়—নির্বাচন কিংবা বিপ্লব! অথবা—নিদ্রা।

পশ্চিম বাংলার বাঙালী, কাছাড়ের বাঙালী, আন্দামানের, দণ্ডকের বাঙালী সবিস্ময়ে আজ স্মরণ করছে ....

"বঙ্গদেশ" আবিষ্কারের সেই দিন, সেই ২১ ফেব্রুয়ারি

পূর্ব-বাংলায় ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা শহীদ দিবসটি একটি জাতীয় উৎসব হিসাবে পালিত হচ্ছে। দিন দিন তার জৌলুষ ও সমারোহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্গোৎসব যতটা সমারোহে পাড়ায় পাড়ায় এ দেশে ঘটে, এ প্রায় তেমনি। এই উপলক্ষে সাময়িক পত্র-পত্রিকার ধুম পড়ে যায়। আবৃত্তির প্রতিযোগিতা, গল্প-কবিতা গানের প্রতিযোগিতায় গোটা দেশটার ছেলে-মেয়েরা মেতে ওঠে। ঘটনাটির সূত্রপাত হয় চারজন শহীদের মৃত্যু নিয়ে—বাংলা ভাষার জন্য। কিন্তু ঐ চারজনের মৃত্যু পূর্ববঙ্গের গোটা বাঙালী জাতিকে এমন নাড়া দিয়েছিল যে তার ক্রমবর্ধমান উত্তাল ঢেউয়ে ঢেউয়ে সামরিক শাসনের কঠিন প্রাচীরে-ঘেরা পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থের রাজত্ব পূর্ব-বাংলায় ভেসে চলে যেতে বসেছে। কেমন করে একটি ঘটনা দুরন্তবেগে চারিদিকে ও জাতীয়-চরিত্রের গভীর অন্তর্দেশে ক্রমবর্ধমান বেগ ও আবেগ সৃষ্টি করতে পারে, সম্প্রতিকালের ইতিহাসে এজাতীয় ঘটনার বড় বেশি তুলনা মেলে না। বরকৎদের আত্মদান সত্যি সার্থক হয়েছে, তারা একটা নতুন জাতি ও নতুন দেশের ভিত্তিস্থাপন করে গেছেন বলা যায়। যে-জাতীয়তার নাম বাঙালী জাতীয়তা, যে দেশের নতুন নাম আজ 'বঙ্গদেশ'।

শহীদ আমাদের এই পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতিকালেও কম হয়নি, হচ্ছে না। কিন্তু এখানকার শহীদেরা আপাতত কোন সামাজিক ভূকম্পন সৃষ্টি করতে পারেনি—তারা আজ এতো যে, তাদের নামধামও কোথাও লেখা হয় কি না সন্দেহ, হয়তো পুলিশ-ডায়েরীতেও সব লেখা হচ্ছে না। যে যে দলের তারা শহীদ, তাদের খাতাতেও শহীদদের নামধাম লেখা থাকবে কি না সন্দেহ। কী উদ্দেশ্য বা কোন্ আদর্শের জন্য প্রাণ দেওয়া হলো, তারই উপর শহীদের মূল্যায়ন ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য হয়ে থাকে। লক্ষ্যটা যদি মহৎ-সম্ভবা না হয়, শহীদেরা অখ্যাত অগীতই থেকে যায়।

বাংলা ভাষা নিয়ে যদি লড়া যেত, তবে কি ভারতীয় বাঙালীদের প্রাণে পূর্ব-বাংলার মত জন-জাগরণ দেখা দিতো? তা নয়, কেননা, কাছাড়ে এগারটি ছেলে ও মেয়ে বাংলা ভাষার জন্য দুর্দান্ত নির্ভীকতার সঙ্গে প্রাণ দিয়েছিলেন। কিছুদিন সেখানে তাই নিয়ে তোলপাড় হলো বটে, পশ্চিম বাংলায় তার কোন অনুরণনই হলো না. কিছুদিনের মধ্যে কাছাড়ের বাঙালীরাও তাদের ভুলে গেছে! মনে হবে ওটা যেন আকস্মিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। কাজে কজেই তুলনা, অনুকরণ, কৌশল বা কায়দা জাতীয় কার্যকলাপ জনজাগরণের সোনার কাঠি নয়।

দেশবিভাগের পরেই বাঙালীরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো, তার পূর্বে তারা এক ছিল, এ কথাও ঠিক নয়। এক-প্রাণ-একতা যদি থাকতো তবে তো ভাগ হতোই না। সাম্প্রদায়িকতাই দেশভাগের কারণ। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন গোজামিল হয় না। এগুলি জানা কথা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ডাকে যে পাকিস্তানের জন্ম হলো, সেই পাকিস্তানের পূর্বাংশে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলে একটা নতুন জিনিসের জন্ম হলো কি করে? আজ আমরা শুনি, ওখানকার লোকেরা আর তাদের দেশকে পূর্ব-পাকিস্তান বলে না, এমন কি পূর্ব বাংলা বলাতেও সন্তুষ্ট নয়, তারা নাম দিয়েছে 'বঙ্গদেশ'। ইসলাম তার ভিত্তি নয়, ঐস্লামিক জাতীয়তাবাদও নয়, একেবারে আধুনিক জাতীয়তাবাদ—যার মধ্যে গণতন্ত্র, সেকুলারিজম ও সোস্যালিজম প্রভৃতি শক্তিসমূহের অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। আর মনোজগতে সেকুলারিজমের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটা, সেটা এ সঙ্গেই খেয়াল করে যাওয়া উচিত। সেকুলারিজম মানে সর্বধর্মসমন্বয় নয়, সবধর্মকেই স্বীকার করা নয়, এ একেবারে সব-কিছুর বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভরতা। সর্বপ্রকার অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যে শক্তি কাজ করে, সেটাই সেকুলার। যদি পূর্ববঙ্গে আজ সত্যিই সেকুলার বাঙালী জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়ে থাকে—ঐ ঘোর সাম্প্রদায়িক জন্মসূত্র থেকে, তবে তাকে একটা বড় দরের মানসিক বিপ্লব বলতে হবে—যা কেবল বুদ্ধি বিচার ও তর্কের ক্ষেত্রে সংঘাত ঘটায়নি, চরিত্রের উপরেও প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে।

মানে, কেবল পলিটিক্যাল চাল কৌশলের ব্যাপার এই নব-জাগরণটি নয়, জীবন, সমাজ ও চরিত্রের ভিতরে বিস্ফোরণ। একাজ কেবল পলিটিকস দিয়ে সম্ভব নয়। চীন দেশ থেকে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' বলে যে একটা নতুন কথা উঠেছে, কথাটা খুব নতুন শোনালেও, আসলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সর্বদেশেই মাঝে মধ্যে হতেই হয়। এত মতবাদের এত দল নিখুঁত তাত্ত্বিকতা নিয়ে এত রকমের রাজনীতি করছে আমাদের দেশে, তবু আমাদের চরিত্র বদলাচ্ছে না বলে সত্যিকার আমরা আদর্শবাদী হচ্ছি না, কর্মে ও কথায় মিল থাকছে না বলে অভিযোগ করছেন অনেকেই। এবং এও বলছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের চরিত্রে—জাতীয় চরিত্রের গভীর তলদেশে প্রচণ্ড কোন বিস্ফোরণ না হয়, ততদিন আমাদের কিছুতেই কিছু হবে না—আর সে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়তো সাংস্কৃতিক বিপ্লব—যাতে মূল

পান্নালাল দাশগুপ্ত

মূল্যবোধটাই পাল্টে যায় অথবা স্থির হয়। সে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সশস্ত্র হবে কি নিরস্ত্র হবে, সে প্রশ্ন আলাদা, কিন্তু চরিত্র পাল্টাতে হবে, দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে হবে, মূল্যবোধের নতুন স্থিরতা আনতে হবে। রাজনীতি কখনো কখনো তাতে সাহায্য করে, আবার প্রায়ই তা ভাবের ঘরে চুরি করতেও শেখায়। যে রাজনীতির ভিতরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরও যোগ-সাধন হয়, সে রাজনীতিই একটা দেশকে বড় করে দেয়।

*

২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের জন্ম ভাষা নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে। বাঙালি মুসলমানেরা যখন দেখলো যে, তাদের একমাত্র পরিচয় মুসলমানই নয়, বরং "ইসলাম বিপন্ন" ধ্বনি শেষ পর্যন্ত তাদের মৌলিক অধিকার থেকেই বঞ্চিত করার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, ইসলামী হয়েও তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের হীনমন্যতা ভোগ করতে হচ্ছে, তখন তাদের নতুন করে অনুসন্ধান করতে হলো তবে তারা কি? এই জাতিগত ব্যক্তিত্ব ও সত্তার সন্ধান তাদেরকে ভিতর থেকে অস্থির করে তুললো, একে একে তাদের উপরে চাপানো বহু রকমের বোঝা ফেলে দিতে হলো। ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের সেই আত্ম-প্রত্যয়ের সুনিশ্চিত মাটি তাদের পায়ের তলায় এনে উপস্থিত করলো। তাদের বাঙালি জাতি হিসাবেই আত্ম-পরিচয় দিতে হবে, বঙ্গসংস্কৃতি ও বঙ্গভাষাকেই আশ্রয় করতে হবে। আর সে ভাষা—সে বাংলা ভাষার উপাদান সব দেশের সব বাঙালির দান থেকে সঞ্চয় করতে হবে, কেবল মাত্র পূর্ব বাংলায় যে ভাষা, যে সাহিত্য আছে তাতেই তাদের এ যুগান্তরের ক্ষুধা মিটবে না। ভারতীয় বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে তাদের চাই-ই চাই—এখানে কোন ধর্ম ও দেশের গণ্ডী মানলে চলবে না।

ইয়োরোপে খৃষ্টেণ্ডম্-এর পরে যে রাঁনেসাঁর যুগ এলো, পূর্ব পাকিস্তানে সেই ধরনের এক রাঁনেসাঁ দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। খৃষ্টধর্মই একমাত্র সত্য নয়, অথচ সাক্ষাৎভাবে খৃষ্টধর্মকে অস্বীকার না করেও খৃষ্টপূর্ব অতীত ইতিহাস এমন কি গ্রীক সভ্যতার, রোম সভ্যতার ও স্থানীয় দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য থেকে নিজেদেরকে জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন করে আবিষ্কার করতে লাগলো—তারপর দেখা দিলো ইয়োরোপে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদ, এক একটি জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে। রাঁনেসাঁর সাংস্কৃতিক-বিপ্লব এক দিকে যেমন ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা বস্তু করে ছাড়লো, অপর দিকে দেশে দেশে জাতীয়তাবাদের ভিত তৈরি করে দিলো। একদা পাকিস্তান—নিখিল পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ে খৃষ্টেণ্ডমের মতোই ইসলাণ্ডম স্থাপনে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই ইসলাণ্ডম শেষ পর্যন্ত তদধীনস্থ জাতিসমূহে একই ভাব-মূর্তি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারছে না। পূর্ব পাকিস্তানেই প্রথম এই রাঁনেসাঁর বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানীরা আজ বাঙালি এবং "বঙ্গদেশ" রচনায় উদ্বুদ্ধ।

পূর্ব পাকিস্তানে ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২ সালের) সেই ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটা মহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ ছোট্ট ঘটনা, যা আজ নানা ডালপালা বিস্তার করে একটা বিরাট মহীরূহের মতো তাদের বঙ্গদেশে দ্রুত বিস্তারলাভ করছে।

পশ্চিম বাংলার বাঙালি, কাছাড়ের বাঙালি, আন্দামানের বাঙালি, দণ্ডকারণ্যের বাঙালি অপূর্ব বিস্ময়ে আজ পূর্ব দিকের এই ঘটনার দিকে তাকিয়ে আছে। একি কোন নতুন সূর্যোদয়—পূব দিক থেকেই না এ কোন নতুন ভয়ের সূত্র? আমাদের—পশ্চিমের বাঙালিদের এতে সাড়া দিতে প্রাণ চায়। সাড়াটা কি? দুই বাংলাকে এক করার ডাক তো এ নয়, এ ডাক পুনর্জাগরণের ডাক। ওদের ডাকের সত্যিকার অর্থ যদি আমরা বুঝি, তবে স্বীকার করতে হবে যে, এ ভূগোল সংশোধনের ডাক নয়, চরিত্র—নতুন চরিত্র সৃষ্টির ডাক যাতে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে আছে আত্মনিয়ন্ত্রণের ডাক, আহ্বান অমোঘ কোনও নিয়তির। নতুন জীবনের জন্য সংগ্রামের ডাক—যার মধ্যে ক্ষুদ্রতা নেই, সাম্প্রদায়িকতা নেই, ভেদবুদ্ধি নেই। কিন্তু আজ আমাদের তেমন সাড়া দেবার শক্তি কোথায়? আজ পশ্চিম বাংলায় যে বীভৎস খুনোখুনি ও ত্রাসের রাজ্য চলেছে, তাতে পূর্ব বাংলার লোকেরা আমাদের কি সাংস্কৃতিক বিনিময় করবে? তারা হয়তো পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আজ ২১ ফেব্রুয়ারিতে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এখানকার বাঙালিদের।

ভোট, কোন্ পটভূমিতে?

একজন নব কংগ্রেস প্রার্থী খুন; একজন বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী অপহৃত; বিভিন্ন দলের ১১ জন কর্মী নিহত; বোমার আক্রমণে শ্রীভূপেশ গুপ্ত ও তিনজন সি পি আই প্রার্থী জখম; কতকগুলি নির্বাচনী অফিস ভস্মীভূত, কর্মীরা আহত। এই হল পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী অভিযানের গত সপ্তাহের খতিয়ান। ওই রাজ্যে এখন যাকে "স্বাভাবিক" হত্যাকাণ্ড বলা হচ্ছে, এ হিসাবে তা ধরা হয়নি। ওই ধরনের অন্তত ২৫টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এ সময়ে। নিহতদের মধ্যে চারজন পুলিশ।

আলোচ্য সপ্তাহে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল শহরে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বেড়ে চলায় বৃহত্তর কলকাতার পাঁচটি কেন্দ্র থেকে তাঁদের প্রার্থী তুলে নিয়েছেন। এ-মাসের গোড়ার দিকে তাঁদের দুজন আঞ্চলিক নেতা খুন হন। যে অল্প কটি দল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পালটা গুণ্ডা-বাহিনী ভাড়া করেনি, পি এস পি তার অন্যতম।

এক একটা পল্লীতে 'মস্তানদের' সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, গত সপ্তাহে তারও একটা খবর ছিল। অঞ্চল বিশেষে এই মস্তানরা 'যে যার' দলকে ক্যাডার বা কর্মীর জোগান দেয়, মায় নেতৃত্বও। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দলে দলে ঝগড়া, বিরোধ হিংস্র রূপ নিচ্ছে।

এই রকম যখন পরিবেশ, 'ভোটদানের স্বাধীনতা', 'গণতান্ত্রিক বিধান'—এ-সব কথা বলার অর্থ বাস্তব অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া। মূল যে ভোট গ্রহণ ব্যবস্থা, তাই বিপর্যস্ত হওয়ার মুখে। এক একটা পাড়ায় এক একটা মস্তান দলের আধিপত্য। তারা যে রাজনৈতিক দলের দলে, সেখানে জনসাধারণের সেই দলের প্রতিপক্ষ কাউকে ভোট দেওয়ার সুযোগ কম। কেবল যে ভোটাররা নিগৃহীত হতে পারে না নয়, নির্বাচনী কর্মীদের ভাগ্যেও তা জুটতে পারে। স্থানীয় 'মস্তানরা' যে সব ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে হাজির করবে, তাদের পরিচয় চ্যালেঞ্জ করার জন্য ভোট কেন্দ্রের অফিসারের খুব বড় বুকের পাটা চাই।

এই যখন অবস্থা, নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে নতুন করে একবার ভাবা যেতে পারে। এক হয়, লোকসভায় নির্বাচন চালিয়ে যাওয়া, আর বিধানসভার নির্বাচন মুলতুবি রাখা। একটা যুক্তি তোলা হয়েছে যে, কোন একটি নির্বাচন যদি ভালভাবে চালানো যায়, তাহলে অন্যটি কেন যাবে না? এটা বোঝানো শক্ত। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, সেটা ভুললে চলবে কেন?

সবচেয়ে বড় পার্থক্যই হল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিয়ে। লোকসভার নির্বাচন হল সংসদে রাজ্যের প্রতিনিধি মনোনয়ন করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা—ক্ষমতার জন্য নয়। কাজেই যে সব দল প্রশাসনযন্ত্র করায়ত্ত করতে লালায়িত, লোকসভার নির্বাচনে তাদের হারাবার তেমন কিছু নেই।

তছাড়া, জনসংখ্যার বিচারে লোকসভা কেন্দ্রগুলি বিধানসভা কেন্দ্রের চেয়ে মোটামুটি সাতগুণ বড়। বিধানসভার কেন্দ্রে একটা এলাকায় ভোট নিয়ে দুর্নীতি হলে তা গোটা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলা-ফলকেই উলটে দিতে পারে; কিন্তু লোক-সভা কেন্দ্রে সামগ্রিক ফলাফলের উপর ততটা প্রভাব পড়ে না।

কাজেই বিধানসভার নির্বাচনের চেয়ে লোকসভার নির্বাচন অধিকতর অবাধ ও স্বাধীন হওয়ার খুব সম্ভাবনা। সে যাই হোক, এটা কিন্তু ঠিক যে, স্থানীয় গুণ্ডামি, দলাদলি বিধানসভার নির্বাচনকে যতটা বিষিয়ে তুলতে পারে, লোকসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার অর্ধেকও দাপট থাকে না।

তবে কোনও কারণে যদি কেন্দ্রীয় সরকার বিধানসভার নির্বাচন মুলতুবি রাখা সম্ভব নয় বলে মনে করেন, তাহলে অন্তত যে সব কেন্দ্রে কতকগুলি হত্যা-কাণ্ড ঘটে গেছে, সেখানে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যে সব কেন্দ্রে রাজ-নৈতিক সন্ত্রাসের প্রাবল্য, সে কেন্দ্রগুলি কয়েকটি এলাকায় সীমিত। এই বাছাই করায় কোন অসুবিধা নেই।*

* বোম্বাইয়ের দি টাইমস অব ইন্ডিয়ায় ওই পত্রিকার আবাসিক সম্পাদক শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য লিখিত 'পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপ' শীর্ষক নিবন্ধের অংশ-বিশেষ।

আইন কলেজ এ মাসের জন্য বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ (কলেজ স্ট্রিট ও হাজরা রোড) আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে আর ওই কলেজে ক্লাস ও অফিসের কোন কাজকর্ম হবে না। আদালতের ইনজাংশনের ফলে—সোমবার থেকে যে আইন পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল তাও পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনডিকেটের এক সভায় এই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ ছাড়া সোম ও মঙ্গলবার কলেজ স্ট্রিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের দারভাঙ্গা ও শতবার্ষিকী ভবনের অফিস-সমূহ এবং কেন্দ্রীয় পাঠাগার বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে স্নাতকোত্তর ক্লাসগুলি যথারীতি হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীঅরুণ রায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

এদিকে এক শ্রেণীর আইন পরাক্ষার্থীর ভীতি প্রদর্শনের ফলে আইন কলেজের জনৈক সুপারিনটেন-ডেনট পদত্যাগ করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রবীর-কুমার ব্যানারজি এক বিবৃতিতে স্থগিত আইন পরীক্ষা আবার করে নেওয়া হবে ২১ দিন আগে তার তারিখ ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ কলেজে পরীক্ষা নেওয়ারও দাবি করেছেন। ছাত্র পরিষদের (চৌরঙ্গী) সহ-সভাপতি শ্রীশৈলেন পর্বত এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন কলেজ খোলার দাবি জানান। ছাত্র পরিষদের (মহাজাতি সদন) পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে আইন পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরি-চালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র সংসদের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কয়েকটি ভোট কেন্দ্র সরানোর দাবি

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (আদি) বেলগাছিয়া, দমদম, কামারহাটি, যাদবপুর এবং বেহালায় কিছু ভোটকেন্দ্র সরিয়ে নেওয়ার দাবি করেছেন।

এ সম্পর্কে বুধবার ওই দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল সমাজ বিরোধীদের সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার নানা অঞ্চলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে না দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। সরকারের তরফে নির্বাচনের প্রাথমিক যোগাযোগ করতে গিয়েছিলেন, এমন কিছু কর্মীর কাছ থেকে কাগজপত্র ছিনিয়ে নেওয়ায় খবরও আছে। দমদম, বেলগাছিয়া কামারহাটি, যাদবপুর ও বেহালার কিছু ভোট কেন্দ্র সরু গলি, অস্থায়ী কাটামো এবং নিরাপদ নয় এমন বাড়িতে করা হচ্ছে, একথা সরকার জানেন। অবিলম্বে সরকারের এইসব ভোট কেন্দ্র সরিয়ে বড় রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

পৌর সদস্যের আবেদন

দক্ষিণ দমদম পৌর সভার সদস্য ও ফরওয়ারড ব্লকের দমদম কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতিলাল মৈত্র একটি বিবৃতিতে জানান, গত ১৭ জানুয়ারি গোপাল দাসের হত্যার পর দমদম অঞ্চলের পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটে গেছে। এক পাড়ার লোকদের অন্য পাড়ায় এমনকি দমদমের বাইরে বহু অঞ্চলে যাতায়াত বন্ধ। এর ফলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের রুজিরোজগার একেবারে বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে দমদম কেন্দ্রে নির্বাচন হওয়াও আদৌ সম্ভব নয়। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হাত থেকে দমদমের নাগরিক জীবনকে রক্ষা করার জন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট আবেদন জানাই।

ভারতীয় চিন্তাধারায় মানুষ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি বক্তৃতা মালার উদ্বোধন হয় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটের বিবেকানন্দ হলে, বক্তা ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, সভাপতিত্ব করেন—কালিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বক্তা বলেন, এ আলোচনা হবে দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে পাশ্চত্য জীব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। মানুষ বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি জড়-চৈতন্য ঐক্য-জড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে চৈতন্যের ধারায় যদি মানুষের স্বরূপের সন্ধান মেলে তবে জড়ের ধারায় মানুষের ব্যাখ্যা সম্ভব নয় কেন? এই প্রশ্ন বক্তা তোলেন এবং নানা যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন মানুষ জড়-পিণ্ড মাত্র নয়—দেহে মধ্যে আছে প্রাণ যা তাকে প্রাণহীন জড় থেকে আলাদা করেছে। মানুষের মধ্যে আছে মন-চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা—তাই মানুষ মনুষ্যে-তর প্রাণী থেকে ভিন্ন। কেবলমাত্র পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের উপর এই মানুষ সম্পর্কে পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

কলকাতার গাইড

কলকাতার কড়চায় গাইডদের সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করায় অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। দুঃখের কথা আমরা এঁদের সম্বন্ধে এতদিন কিছুই জানতাম না। সম্প্রতি এঁদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার আলাপ হল। জানলাম আমাদের বহু দেখা ও পড়া এই কলকাতা ও গ্রাম বাংলায় এখনও কত না দেখা জিনিস আছে। নামমাত্র পারিশ্রমিকে এই উচ্চশিক্ষিত যুবকরা যেভাবে সবকিছু দেখান ও বোঝান তা শুধু অভিনন্দনযোগ্য নয়, এই অবক্ষয়ের যুগে সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলার এক গর্বের বস্তু। ধর্ম রাজ-নীতি সমাজনীতি শিল্প দর্শন অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়ে এঁদের নিরপেক্ষ স্ব চ্ছ দৃ ষ্টি-ভঙ্গী যা দেখেছি তা আজকের যুব সমাজে বোধ করি বিরল। ভারত সরকারের বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত এই গাইডরা আচার, আলাপনে যে মার্জিত-রুচি ও আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দেন তা আজকের দিনে অকল্পনীয়। ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে গাইডরা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকে কাজ করলেও, দেখেছি প্রয়োজনবোধে এঁরা বিনা পারিশ্রমিকেও দেশী ও বিদেশী গরীব ছাত্র ও টুরিস্টদের সাহায্য করছেন নানাভাবে। দুঃখের কথা এঁরা সরকারের কোন বাঁধা মাহিনা পান না এবং নানা বেতন কমিশনের রিপোরট প্রকাশিত হলেও এঁদের মান্ধাতা আমলের পারিশ্রমিকের হারেরও কোন পরিবর্তন আজও হয়নি। —সতী মোদক, মঞ্জু মোদক, দূর্বাশ্রী মোদক, কলকাতা-৫।

॥ ২ ॥

কলকাতায় আমাদের যে টুরিসট গাইড সোসাইটি আছে তার পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আপনার পত্রিকায় যে 'শিক্ষিত গাইড'এর কথা লেখা হয়েছে, তার অর্থ একটু বিস্তৃত। আমাদের গাইড সোসাইটি কেবলমাত্র ভারত সরকারের টুরিসট বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষানুযায়ী অনু-মোদিত গাইডদের সভ্য বলে গণ্য করেন। এই গাইডদের ভারত সরকার কর্তৃক একটি পরিচয়পত্র দেওয়া আছে। ভারত সরকারের বিচারে এই সুদক্ষ গাইডগণই পর্যটকদের ভ্রমণকালীন বিস্তৃত ব্যাখ্যাদি পরিবেশনে যথার্থ অধিকারী।

কিন্তু এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট অ্যাকট বা বিধিবন্ধ আইন না থাকায়, কখনো হোটেলগুলি, কখনো ভ্রমণ-সংস্থাগুলি আবার কখনো বা বিমান প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁদের মরজি মাফিক গাইড-শিক্ষণ বর্জিত ব্যক্তিগণকে পর্যটকদের জন্য নিয়োগ করেন, তাঁরা অবশ্য কিছু প্রকার ইংরাজি ভাষণ দিলেও ভারতীয় কৃষ্টি ধর্ম ইতিহাস অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঔদাসীন্য অবলম্বনে বাধ্য হন।

আমাদের প্রতিষ্ঠান 'টুরিসট গাইড সোসাইটি কলকাতা'র পক্ষ থেকে আপনার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য জানাই যে, ভারত সরকারের অনু-মোদিত কোনও গাইড পর্যটকের ক্যামেরা চুরির দায়ে কখনও অভিযুক্ত হননি।

উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে আপনারা আরো বিস্তৃত অনুসন্ধান করলে বাধিত হব। —প্রভাস দাস, জয়েনট সেকরেটারি, টুরিসট গাইড সোসাইটি, কলকাতা-১।

কার সুর?

গত ৬ ফেব্রুয়ারি আকাশবাণী 'বিবিধ ভারতী'-তে বাংলা গানের অনুষ্ঠানে রাত ৮টা ২৫ মিনিটে ঘোষিকা 'ছুটি' কথাচিত্রের 'আমার জীবন নদীর ওপারে' গানটির সুরকার হিসাবে অরুন্ধতী দেবীর নাম করায় বিস্মিত হলাম। জানি না, 'ছুটি'-র সংগীত প রি চা লি কা অরুন্ধতী দেবীকেই বোঝানো হয়েছে কিনা। 'ছুটিতে' যদিও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গানটি গেয়েছেন, এবং সেটি বেশ জন-প্রিয়ই হয়েছে, আসলে গানটি বহু পুরাতন—অন্তত ৪০ বছর আগেকার। মায়ের মুখে শুনেছি, গানটি সে-যুগেও বেশ জনপ্রিয় ছিল। হিজ মাসটারস ভয়েসের রেকরড। গায়িকা আঙুরবালা। একদিকে 'আমার জীবন নদীর ওপারে' (19-13104), অপর দিকে 'যদি চিরসুন্দর নাহি হবে গো' (19-13105)। আঙুরবালার রেকরডটি আমার কাছে আছে, প্রতিমা বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গানটিও বহুবার শুনেছি। —রঞ্জিতকুমার ঘোষ, হুগলি।

বেকার ইনজিনিয়ার

আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ১৩ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

'ঠিকাদার নিয়োগে বেকার ইনজি-নিয়ারদের অগ্রাধিকার' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার ঠিকাদার নিয়োগে বেকার ইনজিনিয়ার-দের অগ্রাধিকার দিতে মনস্থ করেছেন এবং এজন্য ইনজিনিয়ারদের 'কো-অপারেটিভ সোসাইটির' মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর এক মাসের ওপর কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত স্থানীয় 'কো-অপারেটিভ রেজিসট্রেশন অফিসে' রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনও সারকুলার বা নির্দেশনামা আসেনি।

এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, সরকার যেন অনতিবিলম্বে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ জারি করে বেকার ইনজি-নিয়ারদের কর্মসংস্থানের সুযোগকে ত্বরান্বিত করেন। —রামশংকর পাল, তারাপদ বেরা ও স্বপন লালা, কাঁথি, মেদিনীপুর।

শুক্রবার শেষ দিনেও কয়েকটি অঞ্চলে লোকগণনা বাকি

নিজস্ব প্রতিনিধি

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গে লোকগণনার শেষদিন থাকলেও কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলে গণনার কাজ এখনও বাকি।

শহরের আদমসুমারি বিভাগের জনৈক মুখপাত্র জানান, কর্মীর অভাবে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে গণনা শেষ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া কাশীপুর, কুমারটুলি, আহিরীটোলা, বেলেঘাটা ও ট্যাংরার কিছু বাড়িতে গোলমালের জন্য কর্মীরা যেতে পারেন নি। তৃতীয়ত কোথাও কোথাও নাগরিকদের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতাও পাওয়া যায়নি। তবে কর্মীরা আবার ওইসব বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করবেন।

কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র লোকগণনা শুরু হয় গত ১ ফেব্রুয়ারি। শেষদিন ছিল শুক্রবার। রাজ্য আদমসুমারির বিস্তারিত খবর শুক্রবার বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতার কেন্দ্রীয় দফতরে পৌঁছায়নি বলে জনৈক মুখপাত্র জানান।

হাওড়ায় লোকগণনাকারীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ

নামের তালিকা প্রণয়নকারী কর্মীদের মারধোর এবং ভীতি-প্রদর্শনের ফলে হাওড়ার ব্যাঁটরা, শিবপুর, গোলাবাড়ি, বালি প্রভৃতি এলাকার কয়েকটি পকেটে লোকগণনার কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হয় বলে অভিযোগ।

এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে জেলার আদমসুমারি সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীজে এন রায় বলেন, কোথাও বা কর্মীদের পুলিশের চর আবার কোথাও বা নকশাল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাই কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। ফলে কাজও ব্যাহত হয়।

পৌরকক্ষে অন্ধকার

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

এদিকে সভা শেষ হওয়ার আগেই বিদ্যুৎ বিভ্রাট কেটে যায়, আলো জ্বলে। আর এস পির শ্রীপ্রণব মুখারজির অভিযোগ, যুক্ত ফ্রন্ট সচিবের বিরুদ্ধে। তিনি মনে করেন, আলো জ্বলার জন্য সভা কয়েক মিনিট মুলতুবি রাখা যেত; কিন্তু জনস্বার্থ সংক্রান্ত জরুরি প্রসঙ্গ আলোচনা হওয়া উচিত ছিল।

এদিকে কমিশনার বিরত বিসিশন মোশনে পাশ হওয়া আইটেমগুলি আটকে যাওয়ায়। এতে কয়েকটি জরুরি কাজ বিলম্বিত হবে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন।

গণতন্ত্র বিপন্ন বলেই আমরা একতাবদ্ধ

মহাজোট নেতাদের যুক্ত ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি—কাল চার দলের ফ্রন্ট জনসাধারণকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দেশের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সরকার উপহার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, এস এস পি ও স্বতন্ত্র দলের সভাপতিরা একটি যুক্ত ঘোষণায় বলেছেন, তাঁরা প্রধানত এই কারণেই একত্রিত হয়েছেন যে, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন দেশের গণতন্ত্র আজ প্রকৃতই বিপদাপন্ন।

বলা হয়েছে, শরিক দলগুলির মধ্যে প্রার্থীপদের সম্পর্কে যতটা সম্ভব সর্বোচ্চ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঘোষণায় ফ্রন্টের প্রার্থীদেরই ভোট দেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

কয়েকটি মহল থেকে বলা হচ্ছিল, ফ্রন্টের দলগুলি ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটানোর মত নেতিবাচক উদ্দেশ্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা নিজেরা বিকল্প সরকার গঠনে অক্ষম। এই সমালোচনার উত্তরেই আজকের এই যুক্ত-ঘোষণা।

ঘোষণায় অবশ্য কোন ন্যূনতম অর্থনৈতিক কর্মসূচীর উল্লেখ নেই।

বিবৃতিটি গত তিনদিন সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া যায়নি। কারণ, আদি কংগ্রেস সভাপতি বিবৃতিটিতে এস এস পির সম্মতি আদায় করতে পারেননি।

এস এস পি চেয়ারম্যান শ্রীকর্পূরী ঠাকুরকে ধরতে না পেরে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এস এস পি সংসদীয় বোরডের চেয়ারম্যান শ্রীরামসেবক যাদব ও শ্রীরাজনারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা দুজনেই বিবৃতির বক্তব্য সমর্থন করেন।

—ইউ এন আই

বিলি করার মত টাকা আমাদের নেই

—ইন্দিরাজী

আমেদাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি—বনসকণ্ঠে ২ জন বিশিষ্ট আদি কংগ্রেস কর্মীর মন্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ বিস্ময় প্রকাশ করেন। উক্ত ২জন আদি কংগ্রেসকর্মী বলেছেন যে, নবকংগ্রেসে যোগ দিলে তাঁদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে বলা হয়েছিল।

আজ সকালে আমেদাবাদ বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিলি করার জন্য আমরা কোথা থেকে এত টাকা পাব? গুজরাট সফর শেষ করে শ্রীমতী গান্ধী মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনী সফরে যাত্রা করেন।

—পি টি আই

তির্যক

ছেলেধরা

ধর্মঘট ও কর্মবিরতি নিষিদ্ধ করে উঃ প্রদেশ সরকারের আদেশ জারি

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি—উত্তর প্রদেশ সরকার জরুরী কৃষক আইন অনুসারে তিন মাসের জন্য ধর্মঘট এবং রাজ্য সরকারের অফিসগুলিতে অননুমোদিত কর্মবিরতি নিষিদ্ধ করে আজ আদেশ জারি করেন এবং তা অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

রাজ্য সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ধর্মঘম ও অননুমোদিত কর্মবিরতিকে অবৈধ ও পুলিশ গ্রাহ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেন।

—পি টি আই

এন জি ই-র বেশিরভাগের গণ ছুটি

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি—রাজ্য কর্মচারী যুক্ত কাউনসিলের দু দিনের গণ-ক্যাজুয়াল ছুটি কর্মসূচীর অংশ হিসাবে উত্তর প্রদেশ নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীদের (এন জি ই) বেশিরভাগ আজ লখনউয়ে কাজে যোগ দেননি। অন্যান্য জেলার নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীরাও কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। এই ধর্মঘটের ফলে উত্তর প্রদেশ সরকারের কাজকর্ম এবং সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা বস্তুত আজ বিপর্যস্ত হয়। আগামীকালও গণ ছুটি কার্যসূচী পালিত হবে।

—ইউ এন আই

জ্যোতিবাবু আজ রাঘবনকে চিঠি দেবেন

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি ওই কথা জানান।

তার আগে এদিন বিকালে মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রীরাঘবন মহাকরণে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, তিনি তখন পর্যন্ত শ্রীবসুর কাছ থেকে কোন উত্তর বা বিবৃতি পাননি।

দমদম নলতার মাঠে গত রবিবার শ্রীবসু যে বক্তৃতা করেন বলে সংবাদপত্রে রিপোরট বের হয় তা 'আপত্তিকর' মনে করে মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রীরাঘবন শ্রীবসুকে ওই রিপোরট ঠিক কিনা সে সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে অনুরোধ জানান।

মালদহে শ্রীবসুর বক্তৃতার খবর সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, তা দেখেছেন কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরাঘবন বলেন, শ্রীবসুর উত্তরের অপেক্ষা করাই তাঁর উচিত বলে তিনি মনে করেন।

শ্রীজ্যোতি বসু রাত্রে জানান :

মালদহ থেকে ফিরে এসে এদিন রাত্রে তিনি শ্রীরাঘবনের চিঠি পেয়েছেন। তিনি শনিবার দারজিলিং যাচ্ছেন। তার আগে ওই দিনই শ্রীরাঘবনের চিঠির উত্তর দিয়ে যাবেন। তবে আপাতত তিনি এইটুকু বলতে পারেন, দমদম নলতার মাঠে তাঁর বক্তৃতার রিপোরট ঠিক নয়।

প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীআতিকর রহমান আত্মহত্যা করেছিলেন

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি—উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী নব কংগ্রেসের শ্রীআতিকর রহমানের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করে রোহিলাখণ্ড ডিভিশনের কমিশনার শ্রী কে কে শর্মা আজ তাঁর রিপোরট রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করেছেন। ওই রিপোরটে শ্রী শর্মা বলেছেন যে, শ্রীরহমান আত্মহত্যা করেছিলেন।

—ইউ এন আই

ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায়

কৃষ্ণনগর-কলকাতা বাস চলাচল শুরু

কৃষ্ণনগর, ১৯ ফেব্রুয়ারি—গত সোমবার থেকে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ-লালগোলা সেকশনে ট্রেন চলাচল বার বার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় জনসাধারণের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য কৃষ্ণনগর এবং কলকাতার মধ্যে আজ পাঁচটি প্রাইভেট বাস চলাচল করতে শুরু করে।

জালালখালিতে নতুন স্টেশনের দাবিতে গ্রামবাসীদের একাংশ রেল লাইনে বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়।

নদীয়া জেলা বাস মালিক সমিতি এই বাস চালানোর উদ্যোক্তা। তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়, সকালবেলা এক ঘণ্টা অন্তর বাসগুলি কৃষ্ণনগর থেকে ছাড়বে এবং বিকালে ঠিক ওই ব্যবস্থা অনুসারে বাসগুলি এখানে ফিরে আসবে। —পি টি আই

জজদের প্রতিবাদ মিছিল

প্যারিস, ১৯ ফেব্রুয়ারি—উগ্রপন্থী ছাত্রদের ব্যাপারে ফ্রানসের জজরা ভীরুতার পরিচয় দিয়েছেন বলে দ্য গলপন্থী একজন শীর্ষ রাজনীতিক যে অভিযোগ করেছেন তারই বিরুদ্ধে গতকাল জজদের এক অভূতপূর্ব প্রতিবাদ মিছিল বেরোয়। প্রায় ৫০০ জজ এতে যোগ দেন। সারা প্যারিসেই আদালতকক্ষগুলি বন্ধ থাকে। জজরা কালো পোষাকে এখানে প্যালেস দ্য জাস্টিস-এর মধ্যেই গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এঁদের সঙ্গে শত শত আইনজীবী ও কোরটক্লারকও ছিলেন।

—রয়টার

চরণ সিং-এর নির্বাচনী সভা পণ্ড

বেরিলী, ১৯ ফেব্রুয়ারি—বিক্ষোভকারীদের মঞ্চে চপ্পল, প্রস্তর প্রভৃতি নিক্ষেপের ফলে গতকাল রাত্রে এক নির্বাচনী সভা পণ্ড হয়ে যায়। বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশই ছিলেন ছাত্র ও শিক্ষক। সভায় বি-কে-ডি নেতা শ্রীচরণ সিং-এর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল।

প্রায় দশ হাজার বিক্ষোভকারী বি-কে-ডির পতাকা ও পোসটারসমূহ টেনে নামিয়ে ফেলে, আলো নিভিয়ে ফেলে এবং লাউড স্পীকারের সংযোগ কেটে দেয়।

বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর শ্রীচরণ সিংকে পুলিশের সাহায্যে বাইরে নিয়ে যেতে হয়।

কিছু লোক লাঠি নিয়ে জনতাকে আক্রমণ করলে ছয়জন আহত হয়। একজনের আঘাত গুরুতর।

—পি টি আই

রাইফেল বণ্টন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন-এর কাছে জানতে চেয়েছেন যে, তাঁরা কীভাবে রাইফেল বণ্টন করেন। রাইফেলগুলি বে-ঠিক লোকেদের' হাতে গিয়ে পড়ছে এই মর্মে একটি খবর প্রকাশের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ওই কথা জানতে চেয়েছেন।

—পি টি আই

জম্মু সীমান্তে বিপুল পাক সৈন্য সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

জম্মু, ১৯ ফেব্রুয়ারি—জম্মুর বিভিন্ন এলাকা থেকে আজ এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং জম্মুতে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর বিপুল পাক সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছে। আরও জানা গিয়েছে, গত তিন দিন ধরে সীমান্ত অঞ্চলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

হাজার হাজার পাকিস্তানী সেনা ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে সীমান্তের ঘাঁটি জোরদার করে তুলছে।

ভারত-পাক সীমান্তের গ্রামে অসামরিক ব্যক্তিদের আর দেখা যাচ্ছে না। যুদ্ধপ্রস্তুতি জোরদার করার জন্য পাকিস্তান সরকার ঐসব গ্রাম থেকে অসামরিক ব্যক্তিদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেছেন। সীমান্ত বরাবর বহুসংখ্যক পাক বিমানকে উড়তে দেখা যাচ্ছে।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা, দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে অন্য বিষয়ে পাকিস্তানী জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য পাক সরকার এখানে একটা গোলমাল সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর।

সারা দেশের দৃষ্টি বরানগরে

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

মোতায়েন রাখা হয়। সেনাবাহিনীর একটি দলও উপস্থিত থাকে। চারদিকে একটা থমথমে ভাব। কী হয়, কী হয় এমন ভয়ও ছিল সারাক্ষণ। কিন্তু কিছুই হয়নি। অজয়বাবু সওয়া এক ঘণ্টা ধরে তাঁর ভাষণ দেন। জনতা বারবার সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

অজয়বাবুও এই অভিনন্দনে অভিভূত। তিনি বলেন, বরানগরবাসী যদি তাঁকে এই কেন্দ্রের সেবা করার জন্য দায়িত্ব দেন তবে তিনি বরানগর কেন্দ্রেই থাকবেন। তমলুক কেন্দ্রটি অন্যের হাতে তুলে দেবেন। কারণ বরানগরের নির্বাচনের বেশি গুরুত্ব বলে তিনি মনে করেন।

যুক্তফ্রন্ট শাসনকালে যেভাবে জ্যোতিবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু কাজ করেছিলেন তার সমালোচনা করে অজয়বাবু বলেন, তাঁদের জন্য দেশের অনেক সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতি খুনোখুনির রাজনীতিতে নেমে গিয়েছে। তিনি বলেন, যে দল লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েও তার কালি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই পুরো অস্বীকার করে, যে দল শুধু হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটায় তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখাই ভাল।

তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মারকসবাদী কমিউনিসট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু সম্পর্কে তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর দলের সমর্থকরা নরহত্যা, খুনোখুনি, অশ্লীল কাজ করেও তাঁর নির্দেশে ছাড়া পেয়েছিল। একথা বাংলা দেশের মানুষ ভোলেনি। তাদেরই ভ্রান্তনীতির দরুন নকশালপন্থীদের সৃষ্টি। তাই সেই নকশালপন্থীরা আজ তাদের উপরই বেশি হামলা করতে এগিয়ে এসেছে।

তিনি বলেন : আমি আপনাদের পুরোনো চাকর। আপনারা আমার মনিব। তাই আপনাদের সব রকমের অশুভ পরিণতির কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য, আপনাদের সজাগ রাখার জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি।

পরিশেষে তিনি বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সি-পি-আই প্রার্থী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীকে জয়যুক্ত করার জন্য আবেদন জানান।

স্থানীয় নবকংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রীবিকাশ মজুমদার, আদি কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা শ্রীজনার্দন ভট্টাচার্য, বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ থেকে প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী শ্রীতুলসী ঘোষ, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র ও স্থানীয় যুব ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ অজয়বাবুকে জয়যুক্ত করার জন্য আবেদন জানিয়ে বক্তৃতা দেন। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার।

বিমান ধ্বংস সম্পর্কে আরও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে

—প্রধানমন্ত্রী

ইনদোর, ১৯ ফেব্রুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে বলেন যে, সরকার লাহোরে ভারতীয় বিমান ধ্বংস এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর উপর লক্ষ্য রাখছেন। দরকার হলে এর মোকাবিলায় আরও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন যে, ভারতীয় বিমান ছিনতাই এবং ধ্বংস সম্পর্কে সারা জাতি একমত। এটা কোন বিশেষ দলের ব্যাপার নয়। —পি টি আই

মেদিনীপুরে বাস দুর্ঘটনায় ৩০ জন আহত

মেদিনীপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি—লালগড় থেকে মেদিনীপুর আসার সময় একটি যাত্রী বোঝাই বাস বুধ-পথিপার্শ্বস্থ একটি গাছে ধাক্কা মারে। এর ফলে ছয়জন মহিলাসহ ৩০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। চারজনের অবস্থা সাংঘাতিক।

এই রাজ্যে নির্বাচন নির্দিষ্ট দিনেই

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

দেওয়ার ব্যাপারে তিনি কোনও উৎসাহ দেন নি। শিক্ষা দফতরের কর্মীদের রেহাই দেওয়া অনুমোদন করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন।

এদিন আই জি-শ্রীপ্রসাদ বসু বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে নির্বাচনের কাজে কোন জেলায় কত পুলিশ মোতায়েন করা হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বিক্ষোভে উলুবেড়িয়ায় নির্বাচন অফিসার ট্রেনিং হয়নি

শিক্ষার্থী প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের বিক্ষোভের ফলে বৃহস্পতি ও শুক্রবার উলুবেড়িয়ায় এই সব অফিসারদের নির্বাচন সংক্রান্ত ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।

বৃহস্পতিবার থেকে উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসকের পরিচালনায় এই মহকুমার বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রের প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের নির্বাচন ট্রেনিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্লাস শুরু হওয়ার প্রারম্ভে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা দাবি করেন যে, ওঁদের প্রত্যেককে ৫০ টাকা করে অগ্রিম এবং ভোটের দিনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এই নিয়েই সোরগোল শুরু হয় এবং কর্মীরা মাইক দখল করে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। ফলে মহকুমা শাসক ট্রেনিং-এর কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। শুক্রবারও অনুরূপ ঘটনা ঘটবে বলে জানা যায়।

দঃ পূঃ রেলের কর্মীদের বিক্ষোভ

অনিচ্ছুক রেল কর্মীদের নির্বাচনের কাজে নিয়োগ করার প্রতিবাদে দক্ষিণ পূর্ব রেলের কর্মীরা এদিন এই রেলের জেনারেল ম্যানেজার এবং বিভাগীয় প্রধানদের দফতরের সামনে বিক্ষোভ জানান।

এই বিক্ষোভ প্রকারান্তরে 'ঘেরাও'-এ পরিণত হয়। এর ফলে এই রেলের মিটিং রুমে সমবেত অফিসাররা প্রায় তিন ঘণ্টাকাল আটক থাকেন বলে রেলের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

নিরাপত্তার অভাব বোধই নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করার ব্যাপারে অনিচ্ছার কারণ বলে কর্মীদের এক মুখপাত্র জানান।

ভোট কেন্দ্র উড়িয়ে দেওয়ার আশঙ্কার খবর অস্বীকার

নকশালপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি এলাকায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্র উড়িয়ে দিতে পারে বলে কলকাতার একটি সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছে শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য সরকার তা অস্বীকার করেন। খবরে বলা হয়েছিল, আসানসোল পুলিশ ওই মর্মে রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজ্য সরকার এ রকম কোন সংবাদ পাননি। তাঁদের বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, ওই সংবাদ ঠিক নয়।

এদিন রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র জানান, ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের রাইফেল নকশালদের হাতে চলে যাচ্ছে এমন কোন সংবাদও সরকারের জানা নেই। এ সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে বলা হয়েছে।

নির্বাচন বন্ধ করার জন্য ডঃ ভূপাল বসুর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি

ডঃ ভূপাল বসু অনির্দিকালের জন্য নির্বাচন বন্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত সরকারের সর্বস্তরের প্রশাসন সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণের দাবি জানিয়েছেন।

শুক্রবার কলকাতায় বাংলা বাঁচাও সম্মেলনের সাংবাদিক বৈঠকে ডঃ বসু কমিউনিসট পারটি নিষিদ্ধ করাও দাবি জানান। তিনি বলেন, আদর্শগতভাবে তারা (কমিউনিসটরা) গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার তাদের নেই।

নির্বাচন স্থগিত রাখা সম্পর্কে ডঃ বসু বলেন, বর্তমানের হিংসা ও সন্ত্রাসের মধ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন হতে পারে না। এখন নির্বাচন প্রার্থী বা নির্বাচকমণ্ডলী কারও নিরাপত্তা নেই। তিনি বীরভূম ও উখড়ায় নির্বাচন প্রার্থী হত্যারও নিন্দা করেছেন।

সি পি এম কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ

মারকসবাদী কমিউনিসট পারটির কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন, আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে মারকসবাদী কমিউনিসট পারটির প্রার্থীদের অনুকূলে ক্রমবর্ধমান জনসমর্থনে আতঙ্কিত হয়ে তাঁদের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কলকাতা শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মারকসবাদী কমিউনিসট কর্মী ও অফিসগুলির উপর সুপরিকল্পিত হামলা চালাচ্ছে।

শ্রী ঘোষ, জানান, কাশীপুরে জোড়াবাগান, বেলেঘাটা ও শহরের অনুরূপ আরও কয়েকটি এলাকায় যেমন, তেমনি শিয়ালদহ নির্বাচনী কেন্দ্রেও মারকসবাদী কমিউনিসট কর্মীদের ওপর সুপরিকল্পিত হামলা শুরু করা হয়েছে।

বিবৃতিতে শ্রীঘোষ অভিযোগ করেন ওই সব হামলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশ নিষ্ক্রিয়। তিনি জনগণকে এই চক্রান্তের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর রায়গঞ্জ সফরে ব্যয় নিয়ে নিশীথ কুণ্ডুর অভিযোগ

প্রজা সোস্যালিসট পারটির পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু এক বিবৃতিতে বলেছেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি নির্বাচনী সফরে রায়গঞ্জ সফর করলেও ওই সময়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্য সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। তিনি সামরিক বাহিনীর হেলিকপটার ব্যবহার করেন, 'মিলিটারি পুলিশ' সহ শত শত পুলিশকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করা হয়। তাঁর হেলিকপটার নামার জন্য তাড়াতাড়ি 'হেলিপ্যাড' তৈরি এবং ভাষণের জায়গায় প্যানডেল নির্মাণের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

শ্রীকুণ্ডু আরও বলেছেন, সর্বসমেত শ্রীমতী গান্ধী রায়গঞ্জে ছিলেন ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট, তার ব্যবস্থাদির জন্য খরচ হয় মোট অন্তত দুই লক্ষ টাকা। অথচ জনসাধারণের এর দ্বারা কোন উপকার হয়নি। শ্রীমতী গান্ধী এক মিনিটের জন্যও কোন একজনকে ডেকে কথাবার্তা বলেননি।

সহকারী নির্বাচন কমিশনারের অভিমত

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি—সহকারী নির্বাচন কমিশনার শ্রী পি রায় আজ এখানে বলেন, পঃ বঙ্গে নির্বাচন স্থগিত রাখার কোনও চেষ্টার কথা তিনি জানেন না।

সাংবাদিকদের কাছে শ্রী রায় বলেন, পঃ বঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। সম্প্রতি তিনি পঃ বঙ্গে ঘুরে গিয়েছেন।

—পি টি আই

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্মীদের কর্মবিরতি

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্মচারীরা শুক্রবার সারাদিন কর্মবিরতি পালন করেন। বেতনহার সংশোধন, গ্রাচুইয়িটি এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মত অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধার দাবিতেই ওই ধর্মঘট।

কর্মচারীরা বেশ কিছুদিন ধরে অফিসে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ প্রতীক কর্মবিরতি পালন করে আসছেন।

শিয়ালদহে ট্রেন চলেনি

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

কাঁকিনাড়া। স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভের ফলে বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ বিভাগের তিনটি সেকশনেই রেল চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। বিকালে অবশ্য আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়। কিন্তু সন্ধ্যায় শিয়ালদহ থেকে বারাকপুরে যে লোক্যালটি যায়, ওখানকার যাত্রীরা ট্রেনটিকে আর শিয়ালদহে ফিরতে না দেওয়ায় আবার মেইন লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়।

বৃহস্পতিবার রাত্রে শিয়ালদহ থেকে টিটাগড়ে যে স্পেশ্যাল ট্রেনটি যায় শুক্রবার সকালে কেবল ওই একটি মাত্র ট্রেন শিয়ালদহে ফিরে আসে। মেন লাইনে এদিন আর কোনও ট্রেন চলাচল করেনি।

তবে শিয়ালদহ-বনগাঁ, শিয়ালদহ-ডানকুনি এবং দক্ষিণ সেকশনে অবশ্য স্বাভাবিকভাবে ট্রেন চলাচল করে।

অবস্থান প্রত্যাহার

বনগাঁ সেকশনের বনগাঁ ও চাঁদপাড়ার মধ্যে একটি নতুন স্টেশন স্থাপনের দাবিতে গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ওই দুই স্টেশনের মাঝামাঝি এক জায়গায় যে অবরোধ চলছিল শুক্রবার তা প্রত্যাহৃত হয়। তবে ওই একই দাবিতে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে জাল্লাখালিতে যে অবরোধ শুরু হয়েছে তা এখনও চলছে।

মহাকরণে আলোচনা

পূর্ব রেলওয়ের সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং অন্যান্য অফিসারগণ শুক্রবার মহাকরণে ওই রেলের শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখা এবং রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর শাখায় নতুন স্টেশন বসানোর দাবিতে যে অবস্থান-আন্দোলন চলছে সে সম্পর্কে মহাকরণে স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী বি আর গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা করেন।

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শ্রী গুপ্তকে জানান যে, ওই সব স্থানে ফ্ল্যাগ স্টেশন বসানোর সুপারিশ করে তাঁরা রেলওয়ে বোরডকে জানিয়েছেন। তাঁরা এখন রেলওয়ে বোরডের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছেন।

শ্রী গুপ্ত রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিয়ালদহ মেন শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

জলপথ বন্ধের জন্য ভারতও ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে

শিলং, ১৯ ফেব্রুয়ারি—ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল নিষিদ্ধ হওয়ায় পাকিস্তান যদি ভারতের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে তাহলে পাঁচ বছর ধরে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের জলপথ বন্ধ রাখার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের নিকট কোটি কোটি টাকা দাবি করতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে ১৯৬৫ সন থেকে পাকিস্তান যেরূপে একতরফাভাবে এই জলপথ বন্ধ করেছে তার ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এখানে রাজনৈতিক মহল ভারতের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি হিসাব করে ওই মন্তব্য করেন।

তাঁরা বলেন, এছাড়া লস্কর ও মাল্লাদের দেশব্যাপী ধর্মঘটের ষড়যন্ত্র করে ভারতের ৩০টি মালবাহী স্টীমার হস্তগত করে। সেই ক্ষতির হিসাব বর্তমান হিসাবে ধরা হয়নি।

এই জাহাজগুলির মধ্যে ২০টি ছিল ব্রটেনের আর এস এন সি কোমপানির জাহাজ। ভারত এই জাহাজগুলির জন্য স্টারলিং-এর হিসাবে পূর্বোক্ত কোমপানিকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।

—ইউ এন আই

ধৃত ব্যক্তি শ্রীনিকেতনের ছাত্র. গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন, ১৯ ফেব্রুয়ারি—গতকাল বোলপুর পুলিশ যাঁকে গ্রেফতার করে, সে শ্রীনিকেতনের পল্লীশিক্ষা সদনের ছাত্র। আজ সকালে পল্লী শিক্ষা সদনের ছাত্রগণ শান্তিনিকেতনের একদল ছাত্রসহ উপাচার্যের কাছে এসে ধৃত ছাত্রটির মুক্তির দাবি জানায়। উপাচার্য ছাত্রদের বলেন, ধৃত ব্যক্তির জামিন দেওয়ার ব্যাপারে যা করণীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা করবেন।

এইদিন গ্রেফতারের প্রতিবাদে শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ উচ্চতর বিভাগে কোন ক্লাস হয়নি এবং শ্রীনিকেতনেও অফিস ও ক্লাস বন্ধ থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শান্তিনিকেতনের নয়, শ্রীনিকেতনের ডাকঘর আগের একটি ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বোলপুরের ঘটনা

গতকাল সন্ধ্যায় সি পি এমের একদল কর্মী যখন নির্বাচনী প্রচারের কাজ সেরে ফিরছিলেন, তখন বাঁধগোড়ার রাস্তায় ওই দলের উপর বোমা ফেলা হয়। তিনজন আহত হন। সি পি এম দলের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

গতকাল বোলপুর মহকুমা সড়ক দফতরের অফিসে আগুন লাগে।

দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

কল্পে কী ভাবা হচ্ছে তা জানানো হয়।

কেন্দ্র রাজ্যকে সবরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। সি আর পি ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আরও ইউনিট দেওয়া হবে। এত কিছু করা সত্ত্বেও যে উপযুক্ত সুফল এখনও লক্ষিত হচ্ছে না—এতেই কর্তৃপক্ষ চিন্তিত।

দুর্গাপুরে আবার ধর্মঘট

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

ইউনিটগুলিতে। ধর্মঘটীদের দাবি : গত বছর মারচ মাসে অর্থাৎ প্রায় এক বছর আগে বরখাস্ত করা একজন কর্মীকে আবার চাকরিতে বহাল করতে হবে।

মণিলাল সেনের হত্যা সম্পর্কে সাত জন গ্রেফতার

গতরাত্রে দুর্গাপুর প্রকল্প কলোনি থেকে পুলিশ শ্রীমণিলাল সেনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। এরা সকলেই সি পি এম সমর্থক।

আনন্দগোপাল মুখারজির বিবৃতি। দুর্গাপুর থেকে বিধানসভা নির্বাচনে আদি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীআনন্দগোপাল মুখারজি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, গত কয়েকদিনে খুন-জখম বেড়ে গিয়েছে এমন কি, নির্বাচন-প্রার্থীরাও রেহাই পাচ্ছেন না।

শ্রীমুখারজির অভিযোগ : শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ সি পি এম নেতারা উসকানিমূলক বক্তৃতা দিয়ে তাঁদের দলের লোকেদের উত্তেজিত করে তুলেছেন। তাঁরা নাকি এমন কথাও বলেছেন যে, তাঁরা ক্ষমতা পেলে প্রতিটি গ্রামে এবং প্রতিটি শহরে 'সাঁই বাড়ি' বানানো হবে।

শ্রীমুখারজি আরও বলেছেন যে, যেসব দল এই ধরনের নৃশংস কাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত তাদের সঠিকভাবে মোকাবিলায় এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধানে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। অসংখ্য জীবন নষ্ট হয়েছে এবং এ ধরনের ব্যাপার অবিলম্বে বন্ধ না হলে জনগণকে আরও নিগ্রহ ভোগ করতে হবে। নির্বাচনের আগেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য যুবকদের এগিয়ে আসা উচিত।

HINDUSTHAN STANDARD

What happened today

at Washington	at Saigon	at Belfast	and at Uttarpara ?

All newspapers carry news—some of it stale. And stale news is no news. Only Hindusthan Standard gives you the news while it's still news—both Indian and foreign. Because Hindusthan Standard has a special correspondent in every major world capital. And a network of reporters covering India thoroughly. Get the news while it's still news—thousands do every day

Only Hindusthan Standard gives you the news while it's still news.

HINDUSTHAN STANDARD is where the news is

অন্যান্য চিত্রগৃহে

শ্যামলী ৩৭-২৩৫৩ ৯, ৪, ৭টায় ওয়ারিশ

রমা বরাট ১২৮ ৩৮ ৮৮ নবরাগ (৩য় সপ্তাহ)

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১॥ ৪॥, ৭॥ এখানে পিঞ্জর (৫ম সপ্তাহ)

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাত্তায়নত ১, ৪, ৭টায় নয়ারাস্তা

রূপম ফোন: ৩৪-৪৩৯৭ ১, ৪, ৭টায় কলঙ্কিত নায়ক

বিনোদিনী রাগুইআটি ১, ৪, ৭টা দক্ষযজ্ঞ

পূর্বাশা ৪৬-২০০২ ১ ৪॥ ৭॥ রুঠা না করো

রাধাশ্রী বাত্তায়ত দমদম ৫৭-৩৩০৩ ১॥, ৪॥, ৭॥টা গাইড

উজ্জ্বলা প্রত্যহ বেলা ১২টা SEAN CONNERY IN THUNDER BALL (Color & Scope)

জম প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায় আশা পারেখ, মনোজকুমার, প্রাণ দো বদন (২য় সপ্তাহ)

অশোকা ১২॥ ৩॥ ৬॥ নবরাগ (৩য় সপ্তাহ)

অলকা ৬৭-২০২২ রবিবার সকালে OTHELLO (রঙ্গীন)

নারায়ণী তাপানিয়: ৫৬ ৩৩০৮ ১॥ ৪॥ ৭॥টা রুঠা না করো

পার্বতী আজ ১২ ৩, ৬টা অগ্নিপরীক্ষা

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৮ ১২, ৩, ৬ মরণের পরে

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫ ১২ ৩ ৬ নবরাগ (৩য় সপ্তাহ)

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ ২, ৫ ৮টা চাওয়া পাওয়া

বীণা প্রত্যহ: ২, ৫ ও ৮টা অজন্তা আর্টের চমকপ্রদ সামাজিক কাহিনী মুঝে জীনে দো সুনীল দত্ত • ওয়াহিদা রহমান মুমতাজ • রাজেন্দ্রনাথ

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অতি আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত চিত্রগৃহে নবীনা ফোন: ৪৬-৮০৯১ প্রিন্স আনওয়ার শা রোড, টালীগঞ্জ প্রত্যহ ২ ৫, ৮ আশা পারেখ • জিতেন্দ্র অভিনীত নয়া রাস্তা বিঃ দ্রঃ—ট্রাম-বাস-এর সুবিধা আছে

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ১৩শ সপ্তাহ! জনতার রায়ে এ বছরের সেরা ছবি— রামানন্দ সাগরের গীত ইস্টম্যানকালার
হিন্দ (২) ৫॥ সুরশ্রী (বাউড়িয়া, ৪র্থ) ৮৭টা) ছায়াবাণী (রাজপুর, ৫ম) গোপীনাথ (শিয়ালদহ ৫ম) গণেশ (জঙ্গীপুর, ৪র্থ) মোহন (হরিপাল ৩য়) মুকুল (পান্ডুয়া, ৩য়) চলন্তিকা বালীচক (মেদনক, ২য়), রাধা (করিমগঞ্জ ২য়) অনন্ত টকীজ (তেজপুর) অম্বর টকীজ (রায়গঞ্জ)

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯ আজ (শনি): ৬টায় কাল (রবি): ২॥টা ও ৬টায় মনোজ মিত্রের বাবাবদল শ্রেঃ জহর রায়, হরিধন, অজিত, মৃণাল, অমরনাথ, মিন্টু, তুষার, মানস, বাসু, বৃন্দা, মমতা, ইন্দিরা, সাধনা ও সরযূ দেবী

স্টার থিয়েটার [শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা] স্থাপিত: ১৮৮৩ * ফোন: ৫৫-১১৩৯ ন-তু-ন না-ট-ক! সীমা আজ: ৪টায় * কাল: ২॥ ও ৬টায় : রচনা ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত দৃশ্য ও আলো : অনিল বসু সুর: কালীপদ সেন * গান: পুলক বন্দ্যোঃ ॥ রূপায়ণে ॥ অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, বাসন্তী চট্টো, সুখেন দাস, পঞ্চানন ভট্টা, দীপিকা দাস, শিবেন বন্দ্যো, কালিদাস গাঙ্গুলী, মেনকা দাস, শৈলেন মুখো, সুশীল চক্র, প্রিয়া চট্টো, তাপস চট্টো, কুমারী রিংকু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা

বিশ্বরূপা —ফোন— ৫৫-৩২৬২ আজ এবং কাল ২॥টা ও ৬টায় শেষ অভিনয় আসন্ন বেগম মেরী বিশ্বাস কাহিনী: বিমল মিত্র নাট্যরূপ ও নির্দেশনা: রাসবিহারী সরকার শ্রেষ্ঠাংশে: জয়শ্রী, সাবিত্রী, সতী কাপকা তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অন্যান্য

মুক্ত অঙ্গন শৌভনিক ৪৬-৫২৭৭ আজ ও আগামী শনিবার ৬/৩০টায় পুরোন নাটক—তবু নতুন মনে হয় পাতা ঝরে যায় ছোট নাটক—বড় আলোচনার বস্তু এরা কারা কাল ও ২৮শে—'মলাটের রঙ হলুদ'

৭ম সপ্তাহ! সারা ভারতে অভূতপূর্ব যে বক্স অফিস রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তা সহজে ভাঙবে না। দেব আনন্দ • হেমামালিনী • প্রান অভিনীত জনী মেরা নাম ইস্টম্যানকালার
জ্যোতি — মুনলাইট — বসুশ্রী ২, ৫॥, ৮॥ ২, ৫॥ ৮॥ ২, ৫॥ ৮॥ পূর্ণশ্রী — পার্কশো — প্যারামাউন্ট ২, ৫॥, ৮॥ ২॥, ৫॥, ৯ ২॥, ৫॥, ৮॥ অলকা ২ ৪॥, ৭॥ — শ্রীকৃষ্ণ (বালী) ১ ৪, ৭ পিপলস — নিশাত — বর্ধমান সিনেমা শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল) - নিউ সিনেমা (আসানসোল) এলফিনস্টোন (পাটনা) — গ্রান্ড (কটক) উর্বশী (গৌহাটি) — রজাক (রৌরকেলা) জয়হিন্দ (ডিহরি-অন-সোন) রবিবার বেলা ১০॥টায় জ্যোতি ও মুনলাইট-এ অতিরিক্ত শো।

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলছে GREATEST WILD-LIFE ADVENTURE THE DRUMS OF DESTINY EASTMANCOLOR প্রাচী প্রত্যহ ২-৫-৮ তৎসহ নরেন হার্ডি, লেনিন স্মৃতি

২১শ ও শেষ সপ্তাহ! রূপসী রাধা (২॥, ৫॥, ৮॥) পূর্ণ (৩, ৬, ৯) কল্পনা (৩য়) ॥ গোধূলি (২য়) ॥ আমতলা টকীজ (২য়) ॥ ছায়াগীতি (২য়) ॥ চিত্রবাণী (২য়) ॥ রূপছায়া (২য়) ॥ রূপনারায়ণ (২য়) ॥ শ্যামা (২য়) ॥ শ্রীলক্ষ্মী ॥ নিউ সিনেমা ॥ ডায়মন্ড টকীজ ॥ রূপছবি ॥ কালিয়াগঞ্জ ॥ রবি সকালে পূর্ণতে— THE LOVES OF ISADORA

একটি উচ্চ প্রশংসিত ছবি! দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পটভূমিকায় একটি যুগোপযোগী চিত্রসৃষ্টি........

কলামন্দিরের এখানে পিঞ্জর উত্তম অপর্ণা পরিচালনা যাত্রিক
প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টায় রূপবাণী • ভারতী • অরুণা সুচিত্রা (৫ম) যোগমায়া (৫ম) লেক্স (৫ম) নৈহাটি সিনেমা (৫ম) শ্রীরামপুর টকীজ (৫ম) শ্রীমা (৪র্থ) ছায়াবাণী (৩য়) স্বপ্না ... কমলা (পুরুলিয়া)

মিনার্ভা থিয়েটারে ৫৫-৪৪৮৯ অঙ্গার আজ ৬॥টায় কাল ৩ ও ৬॥টায় বৃহস্পতি ৬॥টায়

* শেষ ৫ দিন * রঙ্গমঞ্চ কাকাবিরা নিবেদিত উৎপলদত্তের শঙ্কর স্কোপ অ্যাকাদেমী অফ ফাইন আর্টস আজ একটানা শো সকাল ১১টায় (ছাত্রছাত্রীদের জন্য) ॥ ২৩শে, ও ২৪শে আগাম টিকিট আজ সকাল ১০টা থেকে এবং ২৫শে সকালের শোর আগাম টিকিট আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে পাওয়া যাবে

শিবরাত্রি সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ চিত্র

হরপার্বতী
উত্তরা পূরবী উজ্জ্বলা ১২, ৩, ৬৪ ৩, ৬, ৮৪ ৩, ৬৪, ৮৪ নবরূপম — ইন্দিরা (১, ৪, ৭) বিচিত্রা — মুক্তাঙ্গন ইনস্টিটিউট উত্তরায় রাত্রি ৯॥ ও FRANKENSTEIN

২য় সপ্তাহ অনুভূতির গভীরতায় হৃদয়গ্রাহী নাটকীয় ওয়াহিদা রেহমান-রাজেশ খান্না

খামোশী আসিত সেন সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত কুমার
কাহিনী: আশুতোষ মুখার্জি অতিথি শিল্পী: ধর্মেন্দ্র রক্সি : প্রিয়া : মিত্রা ৩, ৬, ৯ ২॥, ৫॥, ৮॥ ৩, ৫॥, ৮॥ স্বর্ণা (হাওড়া) ॥ লক্ষ্মী (টিটাগড়) ও জবাব নিউ সিনেমা ২॥, ৫॥, ৮॥

গভীর নাটক অসাধারণ অভিনয় উত্তম-সুচিত্রার নবরাগ গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত পরিচালনা—বিজয় বসু
প্রত্যহ • ১২টা - ৩টা - ৬টা - ৮-৪৫ মিনার • বিজলী • ছবিঘর পদ্মশ্রী - অশোকা - শ্যামাশ্রী - খান্না মায়াপুরী - জয়শ্রী - বীণা - গৌরী উদয়ন - রূপালী - কল্যাণী - রমা অনুরাধা - বসুশ্রী - প্রভাত - আরতি

৮ম সপ্তাহ রাজকাপুরের মেরা নাম জোকার (টেকনিকালার) লোটাস প্রত্যহ: ২টা ও ৫-৩০টা (শেষ প্রদর্শনী শেষ হয় রাত্রি ৯-৩০টায়) দর্পণা মেনকা ১-৩০টা ও ৬টা ১-৩০টা ও ৬টা

দর্শক-চিত্ত আলোড়িত দুঃসাহসী এক প্রণয়-কাহিনীতে! আশা পারেখ • জীতেন্দ্র • বলরাজ সাহানী অভিনীত

নয়া রাস্তা
(পূর্বে নাম 'ভারতী') ওরিয়েন্ট ॥ কৃষ্ণা ॥ শ্রী (উভয়ত্র ২॥, ৫৪, ৯) (১২, ৩, ৬, ৯) ইন্দিরা ॥ নবীনা ॥ জেম (৩, ৬, ৯) (২, ৫, ৮) (২৪, ৫৪, ৮৪) (৬টি সিনেমাই এয়ার কন্ডিশন্ড) গণেশ ॥ ছায়া (৩, ৫৪, ৮৪) (২, ৫, ৮) রূপা ॥ নাগিনা ॥ পুষ্পশ্রী ॥ অন্নপূর্ণা শান্তি ॥ কল্পনা ॥ শিবাজী ॥ বাণী সন্ধ্যা ॥ বিভা ॥ আনন্দম ॥ রজনী শ্রীলক্ষ্মী ॥ দীপক ॥ শ্রীদুর্গা ॥ রামকৃষ্ণ চিত্রায়ন এবং ম্যাজেস্টিক প্রত্যহ বেলা ১১টায় রেক্স সকাল ১১টায় দো বদন

আই এফ এ-র সিদ্ধান্ত

লীগে ওঠানামা বন্ধ, সুপার লীগও বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার

এ বছর ফুটবল লীগে সব ডিভিসনে ওঠা নামা বন্ধ থাকবে এবং সুপার লীগও হবে না। শুক্রবার আই এফ এ পরিচালক মণ্ডলীর সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে গতবার সুপার লীগে যে পাঁচটি দল উঠেছিল সেই পাঁচটি ক্লাবের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে। অর্থাৎ মোহনবাগান, ইসটবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, বি এন আর এবং রাজস্থানের কোন প্রতিনিধি শুক্রবারের সভায় উপস্থিত ছিলেন না। অবশ্য আই এফ এ-র পরিচালক সমিতিতে রাজস্থানের আসন নেই।

সভায় ঠিক হয়েছে, এ বছর সব ডিভিসনের ফুটবল লীগে প্রতি দলের সংগে প্রতি দলের একটি করে খেলার পরই চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারিত হবে। গত দুই বছর প্রথম ডিভিসনে সুপার লীগ খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। এ বছর আর তা হবে না।

আই এফ এ-র নিয়ম কানুন বদলের সুপারিশ করে পরিচালকমণ্ডলীর সভায় পেশ করার কথা ছিল। বিভিন্ন ক্লাবের মতামত জানার জন্য বৃহস্পতিবার আই এফ এ এক ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। উক্ত সভায় বিভিন্ন ক্লাব মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে টীম গঠন করা মোটেই সম্ভব নয় এবং সেই কারণেই বিভিন্ন লীগে ওঠা নামা বন্ধ রাখা হোক।

বিভিন্ন ক্লাবের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এরেন ও বেংগল সকার লীগে ওঠা নামা চালু রাখা হোক বলে শ্রীকনক চ্যাটার্জি প্রস্তাব করেন এবং শ্রী এম দত্ত রায় তা সমর্থন করেন। উক্ত প্রস্তাবটিও ১৭—২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

বাংলার জুনিয়ার টীমের বি সি রায় ট্রফি জয়, শৈলেন মান্নার পদ্মশ্রী লাভ এবং আই এফ এ-র সভাপতি বিচারক শ্রী এন সি তালুকদার নবগঠিত স্পোর্টস কাউনসিলের চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ায় তাঁদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে বলে স্থির হয়। কোথায় এবং কবে হবে আই এফ এ-র সম্পাদকের উপর তার ভার দেওয়া হয়েছে।

মহমেডানের দ্বিতীয় পয়েনট নষ্ট

স্টাফ রিপোর্টার

মহমেডান স্পোর্টিং ১ : পোরট কমিশনারস ১

শুক্রবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১—১ গোলে পোরট কমিশনারস-এর সংগে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে হকি লীগের পঞ্চম খেলায় দ্বিতীয় পয়েনট নষ্ট করেছে। আগের খেলাটিতে রাজস্থানের কাছে মহমেডান দলকে প্রথম পয়েনট নষ্ট করতে হয়।

পোরট কমিশনারস-এর খেলোয়াড়দের দৃঢ়তাপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও মহমেডান দল প্রথম দিকে আধিপত্য বজায় রেখে আক্রমণ চালাতে থাকে এবং ১৪ মিনিটের সময় একটি গোল করে এগিয়ে যায়। সরট করনার থেকে সেনটার-হাফ সুলেমান গোল করেন ১—০। বিরতির ২ মিনিট আগে পোরট দলের রাইট আউট আসলাম গোলটি শোধ করে দেন। একটি সরট করনারের পর প্রতিপক্ষের দুজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে দুরূহ কোণ থেকে স্কুপ করে আসলাম দর্শনীয়ভাবে গোল করেন।

গৌতম বসুর ৬৫ রান

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার কালীঘাট মাঠে জুনিয়র নক আউটের সেমিফাইনালে ক্রিকেট ক্লাব অব ভবানীপুরের ২০৪ রানের উত্তরে বারাকপুর ক্রিকেট ক্লাব ২ উইকেটে ৪২ রান করে। ক্রিকেট ক্লাব অব ভবানীপুরের গৌতম বসু দলের সবচেয়ে বেশী রান (৬৫) করেন। স্কোর:—

সি সি অব ভবানীপুর: ২০৪ (গৌতম বসু ৬৫, জি বসু ২৯, ডি মজুমদার ৩২ নট আউট; কে ভট্টাচার্য ৫৫ রানে ৪ উইঃ, কে রায় ৩১ রানে ২ উইঃ)।

বারাকপুর সি সি: ২ উইঃ ৪২ (কে রায় ১৮ নট আউট)। খেলাটি চলবে।

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম আজ : নূতন সূচী হিন্দি : বেলা ১২-৩০টা, বিকাল ৫টা ও রাত্রি ৮টা বাংলা : বেলা ২টা ইংরেজি : বেলা ৩-৩০টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন! সর্বজন উপভোগ্য — সর্বকালের সর্বযুগের অসামান্য প্রেমকাব্য— নন্দা ॥ শশী কাপুর ॥ রাজেন্দ্রনাথ অভিনীত রুঠা না করো ইস্টম্যানকালার ॥ নির্মল পিকচার্স নিবেদিত ও পরিবেশিত ॥ প্রত্যহ : প্যারাডাইস ও প্রভাত—৩, ৬, ৯টা, খান্না ও ভবানী : ২, ৫, ৮টা, রূপালী ও পরী : ২॥, ৫॥, ৮॥টা, মৃণালিনী—১, ৪, ৭টা প্যারাডাইস : প্রভাত : খান্না রূপালী : ভবানী : পূর্বাশা মৃণালিনী ॥ নবভারত ॥ অশোক ॥ পরী অজন্তা ॥ নারায়ণী ॥ রুক্মিণী ॥ জয়ন্তী রাজকৃষ্ণ ॥ বিধান (বারাসত) তটিনী (ভদ্রেশ্বর) অন্নপূর্ণা (ব্যান্ডেল) লক্ষ্মীঘর (মালদহ) ॥ অতিরিক্ত আকর্ষণ : প্যারাডাইস, প্রভাত ও খান্না-তে ২-রীলের স্টার প্রিমিয়ার নাইট' ॥

দ্বিতীয় সপ্তাহ! নৃত্য ও সংগীতের মাধুর্যমা সমৃদ্ধ দারুণ উত্তেজনাপ্রদ প্রমোদচিত্র এহশান শিব কুমার আর ডি বর্মন ম্যাজেস্টিক — নিউ রয়াল প্রত্যহ ৩, ৬, ৯টা জওহর — চিত্রপুরী — ওয়েলিংটন (আন্দুল) কুইন (বজবজ) — আনন্দম (মেমারি) ছায়াবাণী - জগদীশ - সুরম (রঘুনাথগঞ্জ) (সুন্দরচক) (কটক)

সুন্দর, অনবদ্য, চমৎকার ১৩শ সপ্তাহ রিগ্যাল (জামশেদপুর) মহাবীর (ঝরিয়া) ১২শ সপ্তাহ রতন (রাঁচি) শাওন ভাদোঁ (ইস্টম্যানকলার) সোসাইটি (২-৩০, ৫-৪৫, ৮-৪৫) প্রেস (১-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০) লিবার্টি (১২, ৩, ৬) - ইন্টালী (২, ৫, ৮) কালিকা - তসবীরমহল (২-১৫ ৫-৩০, ৮-৩০) - শৈলশ্রী - পারিজাত - পিয়ালী রূপশ্রী - মানসী - রূপমহল চিত্রবাণী (বেগুসরাই) প্রত্যহ দুপুরের শো সোসাইটি 'আকাশ দীপ'

দ্বিতীয়ার্ধে জয়সূচক গোল

স্টাফ রিপোর্টার

ই আর এস সি —১ : পুলিশ—০ (এ সেন গুপ্ত)

দ্বিতীয়ার্ধের ১৮ মিনিটে এ সেনগুপ্তের একমাত্র গোলে ইসটারন রেল এস সি পুলিশকে হারিয়ে ষষ্ঠ খেলায় দ্বিতীয় জয়লাভ করে। প্রথম ম্যাচে জয়লাভের পর পুলিস পর পর ৭টি খেলায় হার স্বীকার করল।

প্রথমার্ধে পুলিশ দল কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে রেল দলকে গোল করতে দেয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে তাদের রক্ষণভাগের ব্যর্থতার জন্য রেল দল গোল করে।

বাটার জয়লাভের সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার ইডেনে দ্বিতীয় ডিভিসন ক্রিকেট লীগের 'প্লে অফ' খেলায় জিমখানার ১৪৫ রানের উত্তরে বাটা দিনের-শেষে ১ উইকেটে ৬৩ রান করে। বাটার জয়লাভের সম্ভাবনা বেশী।

এক সময়ে জিমখানার ৭ উইকেটে ২৮ রান হয়েছিল। কিন্তু অষ্টম উইকেটে ৮৪ রান যোগ করে তারা চরম বিপর্যয় রোধ করে। স্কোর:—

জিমখানা ১৪৫ (এ ঘোষ ৪৫, টি সোম ৫৪; এ চন্দ্র ৩৪ রানে ৪ উইঃ, এস মুখার্জি ৪৬ রানে ৩ উইঃ); বাটা: ১ উইকেটে ৬৩ (ডি ব্যানার্জি ৩২); খেলা চলবে।

শিশু ক্রীড়া উৎসব

বালক সংঘের উদ্যোগে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি—সকালে শিশুদের এক ক্রীড়া উৎসব দক্ষিণ কলকাতার নরদারন পারকে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ বছরের নিচে প্রায় ৪০০ ছাত্র-ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

মাসিক ৭৫০, টাকা বা উত্তম কমিশন। শাল, শাড়ী, স্যুট লেংথ, রেডিমেড পোষাক, সোয়েটার ইত্যাদির অর্ডার বুক করুন। অনভিজ্ঞ ও বেকারদের শেষ সুবর্ণ সুযোগ। বিনামূল্যে শর্তাবলী ও নমুনার জন্য লিখুন।

BANGALORE AGENCIES
(16) Shakti Nagar, Delhi-7

শেষ ৫ মিনিটে ২টি গোল

ই আর এ এ একটানা ৮টি খেলায় জয়ী

স্টাফ রিপোর্টার

ই আর এ এ—২ (রোটাস, ইক্রামুর) আলেকজানডার রেমনড—০

শেষ পাঁচ মিনিটে দুটি গোল করে ই আর এ এ আলেকজানডার রেমনডকে পরাজিত করে হকি লীগে পর পর ৮টি খেলায় জয়লাভ করে। শুক্রবার ইসটবেংগল মাঠে প্রথম ম্যাচ হিসাবে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। আলেকজানডার রেমনডের এটি অষ্টম খেলায় দ্বিতীয় পরাজয়।

রেল ২—০ গোলে জয়লাভ করলেও তাদের এই জয় খুবই কষ্টার্জিত। আলেকজানডার রেমনড সব শক্তি নিয়োগ করে ৫৪ মিনিট পর্যন্ত রেল দলকে রুখে রাখে। রেমনডের গোলরক্ষক বি শা কয়েকটি নিশ্চিত গোল বাঁচান। শেষ ৬ মিনিটে রেমনডের ক্লান্ত রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের কিছুটা দুর্বলতার জন্য গোল হয়।

৫৫ মিনিটের সময় ইক্রামুরের হিট গোলরক্ষক বি শার প্যাডের মধ্য দিয়ে চলে যায়। বলটি রোটাস সিং-এর কাছে গেলে তিনি গোল করতে ভুলচুক করেন না ১—০। তিন মিনিট পরেই রোটাসের পাস থেকে বল পেয়ে ইক্রামুর দ্বিতীয় গোল করেন ২—০।

ই আর এ এ—জে কে দেব; অশোক কুমার ও এস কে দে; সুদর্শন কুমার ও আর চ্যাটার্জি; ও পি থাপা, ডি ঘোষ, ইক্রামুর, রোটাস ও এম রায়চৌধুরী।

আলেকজানডার রেমনড—বি শা; এল মালকানি ও এইচ রডরিগস; বি সকি, আর শা ও ডি অ্যালভারেজ; এফ পেরেরা, সি অ্যালভারেজ, এ ব্রিটো, ডি শা ও এম এনড্রুজ।

আমপায়ারস—এস ব্যানার্জি ও এ দত্ত।

বি এন আর-এর প্রথম পয়েনট নষ্ট

স্টাফ রিপোর্টার

বি এন আর —০ : গ্রীয়ার—০

পর পর সাতটি খেলায় জয়লাভের পর বি এন আর গ্রীয়ারের সংগে গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ করে হকি লীগের অষ্টম খেলায় প্রথম পয়েনট নষ্ট করেছে। শক্তিশালী রেল দলের কাছ থেকে এক পয়েনট ছিনিয়ে নিয়ে গ্রীয়ার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

রক্ষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা সারাক্ষণ প্রতিযোগিতা চালায়। রেলের পুরোভাগের খেলোয়াড়রা গ্রীয়ার রক্ষণভাগকে পরাজিত করতে পারে না। বি এন আর পুরোভাগে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় যোগীন্দর না থাকায় আক্রমণের তীব্রতা দেখা যায়নি।

গ্রীয়ার ৫ম খেলায় তৃতীয় পয়েনট পায়। প্রথম খেলায় জয়ের পর তারা পর পর তিনটি খেলায় পুরো পয়েনট হারিয়েছিল।

বি এন আর—রোজারিও; কুশলকুমার ও সেলিম বেগ; কুলদীপ, রভি ও সঈদ; এইচ কুমার, কে সি পি রাও, মুস্তাক, হামিদ ও আখতার।

গ্রীয়ার: ডি সেন; পি দত্ত ও আর জানা; বি হালদার, এস ব্যানারজি ও বি দফাদার; এস মিত্র, এন বিশ্বাস, মিনজ, আর মুখারজি ও এস চৌধুরী।

আমপায়ারস: তারক সেন ও চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত।

গোলশূন্য খেলা

স্টাফ রিপোর্টার

খালসা ব্লুজ ০ : ডবলিউ বি পুলিস ০

শুক্রবার মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে প্রথম ডিভিসন হকি লীগে খালসা ব্লুজ ও ডবলিউ বি পুলিশের খেলায় কোন গোল হয়নি। লীগের ৯টি খেলা থেকে খালসা ব্লুজ ৮ পয়েনট এবং ডবলিউ বি পুলিশ ৭টি খেলায় ৪ পয়েনট পেয়েছে।

শনিবারের হকি খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ: পোরট কমিশনারস : রাজস্থান (মহঃ স্পোর্টিং—৩টা); ইসটারন রেল এস সি : ই আর এ এ (ইসটবেংগল—৩টা); এনটালি এ সি : উয়াড়ি (মহঃ স্পোর্টিং); বি এন আর : মহঃ স্পোর্টিং (মোহনবাগান—৩টা); মোহনবাগান : পুলিশ (মোহনবাগান—৪টা); ইসটবেঙ্গল : আলেকজানডার রেমনড (ইসটবেঙ্গল—৪টা)।

ভারত-ওয়েসট ইনডিজ টেসট

দ্বিতীয় দিনে খেলা শুরু

কিংসটন, ১৯ ফেব্রুয়ারি—আবহাওয়া পরিষ্কার থাকায় দ্বিতীয় দিনে ভারত ও ওয়েসট ইনডিজের প্রথম টেসট ক্রিকেট ম্যাচের খেলা শুরু হয়। ওয়েসট ইনডিজ দলের অধিনায়ক গ্যারি সোবারস টসে জয়ী হয়ে ভারতীয় দলকে ব্যাট করতে পাঠান।

প্রথম দিনে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আগের দিন রাত্রি থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে। সকালেই বৃষ্টি বন্ধ হয় না। বেলা ১২টার পর ভীষণবেগে বৃষ্টি পড়ে স্যাবিনা পারকের মাঠের অধিকাংশ জায়গা জল জমে। পিচও পিচ্ছিল হয়। আমপায়াররা মাঠের শোচনীয় অবস্থা দেখে খেলা

মধ্যাহ্নভোজের সময় ভারতের ৩ উইঃ ৫৬ রান

কিংসটন জামাইকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি—আজ এখানকার সাবিনা পারকে ভারত ও ওয়েসট ইনডিজ দলের প্রথম টেসট ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল প্রথমে ব্যাট করে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময় ৩ উইকেটে ৫৬ রান করে।

আরম্ভ হতে পারে না বলে অভিমত প্রকাশ করেন। উভয় দলের খেলোয়াড়রা সারাদিন মাঠে অপেক্ষা করেন। শেষে আমপায়ারদ্বয় ডগলাস স্যাংসুট ও র‍্যালফ গোসেন যখন ঘোষণা করেন যে, খেলা হতে পারে না, তখন তাঁরা হোটেলে ফিরে যান। কিন্তু সন্ধ্যার পরেও আকাশ পরিষ্কার হয় না। জামাইকার গবরনার জেনারেল স্যার ক্লিফোরড ক্যামবেল মাঠে এসে উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করেন।

ফসটারকে দলভুক্ত না করায় প্রতিবাদ

খেলার আগের দিন কতকগুলি তরুণ "নো ফসটার নো টেসট।" এই সব প্ল্যাকারড নিয়ে মাঠের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। এমনকি তারা টেলিফোনে ক্রিকেট পরিচালকদের জানান যে, ফসটারকে দলভুক্ত না করলে তারা মাঠের পিচ পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলবেন।"

কিন্তু সুখের বিষয় যে, খেলা আরম্ভের আগে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরিচালকরা দল পরিবর্তনের কথা চিন্তাই করেননি। প্রতিবাদেরও তাঁরা গুরুত্ব দেননি। ফসটারকে দিয়ে যাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তাঁদের আচরণের তীব্র নিন্দা করে বিবৃতিও প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রথম দিনে ৬ হাজার দর্শক সমবেত হয়েছিলেন। পরিচালকরা বলেন, ১০ হাজার টিকিট বিক্রিও হয়েছিল। সন্ধ্যার দিকেও প্রবল বারিপাত হয়েছে। —রয়টার

এন সেনগুপ্ত মোহনবাগানে, ইসটবেঙ্গলে মহম্মদ নাজির

স্টাফ রিপোর্টার

বি এন রেল দলের হাফ ব্যাক এন সেনগুপ্ত এবং ইসটারন রেল দলের হাফ ব্যাক কাজল ঢালি মোহনবাগান ক্লাবে খেলবার জন্য শুক্রবার আই এফ এ-র ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এদিন খিদিরপুরের লেফট আউট মহম্মদ নাজির ছাড়পত্রে সই করেছেন ইসটবেঙ্গলে খেলবার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে। মহম্মদ নাজির সদ্য সমাপ্ত জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

মোট ১৭ জন খেলোয়াড় এদিন ছাড়পত্রে সই করেন। তার মধ্যে ৬ জন নিজ নিজ ক্লাবে ফিরে আসেন। অর্থাৎ আইনের ফাঁকে এই ৬ জনের হাতপা বেঁধে রাখা হল যাতে তাঁরা অন্য ক্লাবে যেতে না পারেন।

কলকাতায় এশিয়ান টেনিস নাও হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার

বিশ্বখ্যাত পেশাদার খেলোয়াড়রা আসতে পারবেন না বলে 'মুক্ত' আসরের বদলে অ্যামেচার খেলোয়াড়দের নিয়ে এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ কলকাতায় ১ থেকে ৭ মারচ অনুষ্ঠিত হবে বলে নিখিল ভারত লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু জানা গিয়েছে, এই অবস্থায় বেঙ্গল লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন কলকাতায় এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজনে মোটেই আগ্রহী নয়। সুতরাং কলকাতায় এশিয়ান টেনিসের আসর নাও বসতে পারে। সম্ভবত শনিবার বি এল টি এ এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

কলকাতা রেসের অশ্বঘোষণা

অশ্বঘোষ

আজকে শনিবারের রেসে বিপর্যয় হওয়ার আশংকা আছে। সুতরাং অশ্বঘোষের নিবেদন : একটু সতর্ক হয়ে খেলবেন।

১ম বাজী ॥ ক্যাসিনো রয়েল, সম্রাট।
২য় বাজী ॥ ভলানটারি, ডাবল বার্নার। (ফ্লুক : রিগ্যাল কমিশন)
৩য় বাজী ॥ অমৃতা, সোলার চাইম।
৪র্থ বাজী ॥ বীচ ক্র্যাফট, বুকিট তারা। (ফ্লুক : নেচারস গীফট)
৫ম বাজী ॥ এভারেসট, মেরে হুজুর। (ফ্লুক : মচ্ছরী)
৬ষ্ঠ বাজী ॥ টাবোজেট, ইসটারন বয়। (ফ্লুক : পট অফ গোল্ড)
৭ম বাজী ॥ নামচা, রক হেভেন।
৮ম বাজী ॥ ওকিনোয়া, হ্যালো মিঃ। (ফ্লুক : গ্রীন গ্লাস)

আজকের পক্ষীরাজ
এভারেসট
জ্যাকপটের অশ্বসমন্বয়
৩ | ২ | ১ ৪, ১০ | ১, ২ | ৪, ১, ২
রেস আরম্ভ বেলা ১-৩০টায়।

স্বাস্থ্যবান হউন এবং সুখী জীবন উপভোগ করুন

নবযৌবন তেজস্বিতা স্নায়ুপীড়া, অকালবার্ধক্য, শক্তিহীনতা, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং এরূপ অন্যান্য রোগের জন্য অভিজ্ঞ জীবনীশক্তি বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাঃ জেড. এম সাহেব, জি সি এস এফ এইচ এম এন্ড আর বি আই এস এম বি-এর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করুন। বিশেষত্ব—আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা। বিশেষ ঔষধ এবং ইনজেকশন ছাড়া, আধুনিকতম যন্ত্রগুলি দ্বারাও দুর্বলতা ও স্নায়বিক বৈকল্যের চিকিৎসা করা হয়। ওরিয়েন্টাল ডিসপেনসারী রেজিঃ, ১০৩ হ্যারিসন রোড। (গ্রেস সিনেমার প্রায় অর্ধ ফার্লং পশ্চিমে)। ৩৪-১১৫৮ সময়—৯—১২টা বিকাল ৫—৮টা। রবিবার বৈকালে বন্ধ। প্রথমে ডাক্তার সাহেবের সংগে দেখা করা একান্ত দরকার।

নতুন চুল আবার মাথা ভরে উঠবে

গোপন ফরাসি পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, মাথার ত্বকের নীচে গ্রান্থগুলিতে যে অ্যামিনো অ্যাসিড আছে তাকে সুস্থিত ও সক্রিয় করলে মাথায় চুল গজাবে এবং স্বাভাবিক অবস্থাতেই তা থাকবে।

গোপন একটি ফরাসি পদ্ধতির ফলশ্রুতি হল "ভাইটেক্স" যার সাহায্যে চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং ত্বক সজীব করে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। এই ভাইটেক্স চুলের মূলে পৌঁছে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হানিকর পদার্থ থেকে মুক্ত করে নতুন চুল ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। চুল পড়ে যাবার তিন মাসের মধ্যে নতুন চুল ওঠে; অতএব ফল পেতে হলে অন্তত তিন মাস ভাইটেক্স ব্যবহার করতে হবে।

ভাইটেক্স-এর বৈশিষ্ট্য হল যে, দুষ্প্রাপ্য শিকড়, বাকল ও ভেষজের সারবস্তু নিয়ে নিজস্ব একটি পদ্ধতিতে এটি তৈরি করা হয় এবং তারপর সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্যে বিশেষভাবে রূপান্তরিত করে একে শিশিতে ভর্তি করা হয়। এর সক্রিয় অংশটি নিষ্কাশিত করতে প্রচুর ব্যয় হয় কিন্তু সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয়তা অর্জন করার ফলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভাইটেক্স তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

চুলের গোড়ার পুষ্টিসাধনে, পাতলা বা উঠে-যাওয়া চুলের পরিবর্তে নতুন ও সতেজ কেশোদ্গমে ও টাকপড়া নিবারণে ভাইটেক্স অপরিহার্য।

ভিটামিনযুক্ত ভাইটেক্স ভারতবর্ষে কেশতৈল এবং পমেড (নন-গ্রিজি, ঘনীভূত) আকারে পাওয়া যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন নতুন চুল কিছুতেই উঠতে চায় না বা চুল পড়তেই থাকে সেই সময় পমেড অপরিহার্য।

সজীব ও উজ্জ্বল মাথাভর্তি চুলের জন্য ভাইটেক্স ব্যবহার করুন। বড় বড় দোকান বা ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। পারলিন-প্যারি'এর আর একটি জনপ্রিয় সামগ্রী শিল্কো-শ্যাম্পু, মাথার চুল পরিষ্কার করতে অদ্বিতীয়। চুলের সঠিক যত্নের জন্যে ভাইটেক্স আর শিল্কো একই সঙ্গে কিনুন।

বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী

এপ্রিল—জুন ১৯৭১

ভারতীয় প্রদর্শনী
জেড্ডা (সৌদি আরব)
—মে ১৯৭১

৫ম বৃটিশ কলম্বিয়া ইন্টারন্যাশানাল ট্রেড ফেয়ার ভ্যাংকুভার (কানাডা)
—জুন ২—১২, ১৯৭১

সোয়েডিশ ইন্টারন্যাশানাল ট্রেড ফেয়ার
গোটেনবার্গ (সুইডেন)
—মে ৭—১৬, ১৯৭১

টোকিয়ো ইন্টারন্যাশানাল ট্রেড ফেয়ার
টোকিয়ো (জাপান)
—এপ্রিল ১৬ থেকে মে ৫, ১৯৭১

বুডাপেস্ট ইন্টারন্যাশানাল ফেয়ার
বুডাপেসট (হাঙ্গারি)
—মে ২১ থেকে মে ৩১, ১৯৭১

ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারিগণ বিবরণীর জন্য (প্রতি প্রদর্শনীর জন্য পৃথক পৃথকভাবে) লিখুন :

ডিরেক্টর অফ এক্সিবিশনস,
মিনিস্ট্রি অফ ফরেন ট্রেড,
ভারত সরকার
উদ্যোগ ভবন মৌলানা আজাদ রোড
নয়াদিল্লি—১১

ডিএভিপি ৭০/৭০১

অপহৃত কর্মীকে উদ্ধারের জন্য বেষ্টনী

নিজস্ব সংবাদদাতা

শুক্রবার বারাসতের শরপল্লীতে একজন সরকারী কর্মীকে 'উদ্ধারের' জন্য সেনা বাহিনী দিয়ে চক্রব্যূহ রচনা করা হয়। তারপর ওই এলাকার অলিগলিতে তন্ন তন্ন করে তল্লাসি চালানো হয়। কয়েক ঘণ্টা পর অপহৃত কর্মীর সন্ধান পাওয়া যায় বলে পুলিশ মহলের খবর।

অভিযোগ, এদিন বেলা বারোটা নাগাদ বারসত কৃষি বিপণন বিভাগের কর্মী শ্রীবংশী চক্রবর্তী অপহৃত হন বলে খবর পাওয়া যায়। কিছু যুবক তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়। তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। ওই যুবকেরা নাকি এই কথা জানিয়ে দেয় যে তাদের কিছু লোক হারিয়ে গিয়েছে, সেই হারানোদের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত সরকারী কর্মীকে জিম্মা হিসাবে রাখা হবে। এটা তাঁদের লোকদের অপহরণের 'বদলা।' পুলিশ মহলে এই খবর পৌঁছোনো মাত্র সাজ সাজ রব পড়ে যায়। সেনাবাহিনী তলব করা হয়। তাঁরা সারা এলাকা ঘিরে ফেলেন। জওয়ানরা পাহারা ও টহল দিতে থাকেন প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পথ-ঘাট, অলিগলি ও মোড়। সেনাবাহিনীর বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে পুলিশ বাহিনী তল্লাসি শুরু করেন। এই অভিযানে উত্তর ২৪ পরগণার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীরবি রক্ষিত, এস ডি পি ও শ্রী এস এন রায়, সি আই ও টি প্রমুখ অফিসার যোগ দেন। উত্তর ২৪ পরগণার অতিরিক্ত জেলা শাসক ও বারাসতের মহকুমা শাসকও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পুলিশ মহলের খবর: কয়েক ঘণ্টা পর অপহৃত সরকারী কর্মীর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি নাকি নিজেই মহকুমা শাসকের অফিসে হাজির হন। তল্লাসির সময় অপহরণকারীরা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাঁর গায়ে নাকি আঁচড় লাগেনি। এ সম্পর্কে পুলিশ মহলের আরও খবর, তাঁরা যখন অপহৃত কর্মীর জবানবন্দী আনতে যান তখন নাকি তিনি বলেন, পরে ছাড়া তাঁর পক্ষে জবানবন্দী দেওয়া সম্ভব নয়। পুলিশ অতঃপর ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য জানাতে পারেননি।

ব্লাড ব্যাংকে রক্তের খুবই অভাব দেখা দিয়েছে

জনসাধারণ যদি আর্তের জীবন রক্ষায় রক্তদান করতে এগিয়ে না আসেন; রোগীর আত্মীয়স্বজন যাঁরা রক্তদানে সক্ষম তাঁরা রোগীর অনুকূলে রক্তদান করতে দ্বিধাবোধ করেন তবে ব্লাড ব্যাঙ্কের পক্ষে সর্বক্ষেত্রে রক্ত সরবরাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জীবন রক্ষার জন্য রক্ত সরবরাহ করতে হচ্ছে। সমবেতভাবে এদের প্রাণ রক্ষার জন্য রক্তদান না করলে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। সেইহেতু ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের অভাব দূর করার জন্য রক্তদান করুন। "রক্তদান প্রতিটি সক্ষম মানুষের সামাজিক কর্তব্য।"

যাঁদের ব্লাড ব্যাঙ্কে আসতে অসুবিধা আছে তাঁদের অন্ততঃ ১০ জন ইচ্ছুক ব্যক্তি আমাদের জানালে কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্কের "ভ্রাম্যমান রক্ত সংগ্রাহক দল" সেখানে গিয়ে রক্ত নেবার ব্যবস্থা করবেন।

ডাঃ মন্মথনাথ রায়, ডাইরেক্টর,

কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাংক

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২০৪২

কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্কের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত

"স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির আবির্ভাব শতবার্ষিকী উৎসব"

স্থান: শ্রীগুরু ভোলানন্দ আশ্রম

মণিরামপুর, ব্যারাকপুর।

বিশেষ কারণবশতঃ ২১শে ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সোমবার হইতে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকবে। ১৪-৩-৭১ ইং অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় উদ্বোধনী সভা, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশন ও ধর্মীয় নাট্যানুষ্ঠান।

স্থান : কলামন্দির, ৪৮, সেক্সপীয়র সরণি, কলিকাতা-১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী:—	নিবেদক:—
স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি, সাংগঠনিক সম্পাদক।	শ্রীরাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি।

যুগ্ম-সম্পাদক:—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনকুলেশ্বর দাস।

আসামের বিখ্যাত লটারী এজেন্ট বি, কে, ঘোষ-এর সৌজন্যে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

টেণ্ডার নোটিস

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, দামোদর ইরিগেশন সার্কেল, ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ডিরেকটরেট, নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য, অভিজ্ঞ ও আর্থিক দিক দিয়া সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারগণের নিকট হইতে মুদ্রিত ফরম নং ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন :

১। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার হরিণমারী খাল ইরিগেশন স্কীম (রাইট-ব্যাঙ্ক ইরিগেঃ ডিভিঃ, পোঃঅঃ সোনামুখী, জেলা বাঁকুড়া) সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্ট্রাকচারগুলি নির্মাণ সহ এল বি এস সি-এর ডিস্ট্রি ১ জোরদার করার জন্য হরিণমারী খালের পুরাতন চ্যানেল বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং ডিস্ট্রিবিউটারিসমূহ ও ওয়াটার কোর্স সহ ক্যানালসমূহ খনন।

২। পুরুলিয়া জেলার ঝালদা থানার রুপাই ইরিগেশন স্কীম (পুরুলিয়া ইরিগেঃ ডিভিঃ, পোঃ অঃ পুরুলিয়া) সংক্রান্ত ওয়্যার, অ্যাবাটমেন্ট ও ডাইক নির্মাণ।

৩। পুরুলিয়া জেলার খাসীপুর থানার মজারা ইরিগেশন স্কীম (পুরুলিয়া ইরিগেঃ ডিভিঃ, পোঃ অঃ পুরুলিয়া) সংক্রান্ত ওয়্যার, অ্যাবাটমেন্ট, ডাইক ও হেড রেগুলেটর নির্মাণ।

অনুমিত ব্যয়	বায়নার পরিমাণ	কাজ শেষ করার সময়
১। ৪,৯৩,৫৭৪, টাকা	৯,৮৭১, টাকা	যোল মাস
২। ১৩,৮৮,৭০৮, „	২০,০০০, „	—ঐ—
৩। ৪,২৬,৫৭৮, „	৮,৫৩২, „	—ঐ—

ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ডিপার্ট-এর তালিকাভুক্ত যথোপযুক্ত শ্রেণীর ঠিকাদারগণ প্রত্যেকটি কাজের জন্য প্রতি প্রস্থ বাবদ নগদ ১০, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিয়া ক্যানাইনাটিশাল, বর্ধমান-স্থিত বর্ধমান ইরিগেশন ডিভিশনের একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিস হইতে ২ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র পাইবেন। যে সব ঠিকাদার (ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ডিপার্ট-এর) তালিকাভুক্ত নহেন, তাঁহাদিগকে টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয়ের পূর্বে তাঁহাদের পরিচয়পত্র এবং আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের প্রংসাপত্র এই ডিভিসনের সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার অথবা একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারকে (যাঁহাদের অধীনে কাজটি সম্পাদন করিতে হইবে) দেখাইতে হইবে এবং উপরোক্ত অফিসারদ্বয়ের লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস এবং অন্যান্য সমস্ত কাগজপত্র ও বিবরণ উপরোক্ত অফিস দুইটিতে দেখা যাইবে। সাইটের বিশদ বিবরণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কাজের ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের সহিত যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

টেণ্ডার ৩ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

—ডবলিউ বি (আই অ্যান্ড পি আর) অ্যাডভাঃ নং ৭০৭(৩)/আই পি আর—

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেণ্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আরেকজন নিহত ব্যক্তির নাম রামবল্লভ পাল, বয়স ২২ বছর।

বিল থেকে ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার

হাওড়ায় বাঁটরা পুলিশ শুক্রবার ওই থানা এলাকার বেলিলিয়াস পারকের বিল থেকে শ্রীঅমিত সিংহ (২০) নামে এক ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করে। তাঁর হাত দুটো পিছ-মোড়া করে বাঁধা ছিল। এবং দেহে ছিল ক্ষতচিহ্ন।

শ্রীসিংহ হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের ছাত্র। বাড়ি হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানার বাকসাড়া গ্রামে। গত মঙ্গলবার বাড়ি থেকে কলেজে আসার পর তিনি নিখোঁজ হন। এ সম্পর্কে থানায়ও অভিযোগ করা হয়।

বেলেঘাটার চাউলপট্টি রোডে এদিন আন্দাজ ২৫ বছরের এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশ জানায়, তার দেহে ডান্ডা দিয়ে মারের মত আঘাত চিহ্ন ছিল।

ডাক্তার আক্রান্ত

এদিন সকালে বজবজে একজন স্থানীয় সি পি আই ডাক্তার নেতা সি পি এম সমর্থক বলে বর্ণিত একদল লোকের দ্বারা আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। পুলিশ ওই ঘটনা সম্পর্কে কয়েকজন লোককে গ্রেফতার করেছে।

ওই গ্রেফতারের প্রতিবাদে এদিন ওই অঞ্চলের দোকানপাট বন্ধ থাকে। যান চলাচলও বন্ধ থাকে। একটি পুলিশ-বাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়।

ট্যাক্সি দুর্ঘটনা

এদিন দক্ষিণ কলকাতায় টালিগঞ্জ গলফ ক্লাবের কাছে একখানি ট্যাক্সি জোরে চালাতে গিয়ে উলটে যায়। ওই সময় ট্যাক্সির আরোহীদের সঙ্গে স্থানীয় এক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। বোমা ফাটে। এর দরুন চালকসহ চারজন আহত হয়। পুলিশ অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনে।

ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে, শুক্রবার সকালে যাদবপুর থানার অন্তর্গত গলফ ক্লাবের পাশে তিনজন কংগ্রেসকর্মী ট্যাক্সি করে যাবার সময় কয়েকজন দুর্বৃত্তের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে ট্যাক্সি চালক সহ মোট চারজন আহত হন। আক্রমণকারীরা সি পি এম-এর সমর্থক বলে ওই বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়।

উত্তর কলকাতায় 'লড়াই'

শুক্রবার বিকালে উত্তর কলকাতায় কারবালা ট্যাংক লেনে সি পি এম এবং সি পি আই (এম এল) সমর্থক দুদলের মধ্যে লড়াই হয়। পরে স্কটিশ চারচ কলেজে তল্লাসি চালিয়ে ছয়জন যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে দুইজন একটি হোসটেলের। পুলিশ কিছু পরিমাণ বোমা তৈরির মশলাও উদ্ধার করে।

আহত কনসটেবলের মৃত্যু

বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীপঞ্চানন দেয়াশি (৩০) নামে একজন কনসটেবল হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। ওই দিন ভোরে শিবপুর থানার আন্দুল রোড থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাওড়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল।

শ্রীদেয়াশি শিবপুর থানার অধীন বকুলতলা ফাঁড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর দেহে ক্ষতের চিহ্ন ছিল। ঠিক কী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় তা জানা যায়নি।

বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটা নাগাদ কলকাতার ১৩, গোমেস লেনের একটি বাড়ি থেকে বাবলু বসু (২৩) নামে একটি যুবককে কে বা কারা বাড়ির ভিতরেই ছুরিকাহত করে পালিয়ে যায়। শ্রীবসু পরে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

নীলরতনে লেকচার হলে আগুন

শুক্রবার ভোরে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লেকচার থিয়েটার হলে কিছু লোক ঢুকে ওই হলের একটি স্ক্রিনে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্ক্রিনটি পুড়ে যায়। কয়েকখানি বেঞ্চ-এরও ক্ষতি হয়। ওই কলেজে কয়েক দিন আগে বেশ কিছু পরিমাণ ওষুধপত্রও চুরি যায়।

নীলরতনে লেকচার হলে আগুন পাইপগান উদ্ধার

বালি পুলিশ শুক্রবার এই থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাসি চালিয়ে একটি পাইপগান ও কিছু কারতুজ উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে দশজনকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র কিছুদিন আগেও পুলিশ এই থানা এলাকা থেকে আর একটি পাইপগান উদ্ধার করে।

নব কংগ্রেস সমর্থক উদ্ধার

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ নবকংগ্রেস সমর্থক অভিহিত সর্বশ্রী জয়দেব দাস, পলটু নস্কর এবং দিলীপ সরকারকে নৈহাটি স্টেশনে সি পি এম সমর্থক অভিহিত ১৪।১৫ জন লোক ট্রেন থেকে টেনে নামায় বলে রাজ্য পুলিশ দফতরে অভিযোগ পাওয়া যায়।

শ্রী সরকার পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু আর দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে।

আদি কংগ্রেসকর্মী জখম

তিনজন কংগ্রেসকর্মী (আদি), অলকনারায়ণ রায়, মুরারীমোহন সিংহ এবং শিবশঙ্কর পানডে—বৃহস্পতিবার রাত্রে হিন্দ মোটর শ্রমিক কলোনীতে তাঁদের দলের লোকসভা ও বিধানসভা

পারকে বৃদ্ধ খুন

নির্বাচন প্রার্থীদের সমর্থনে পোস্টার লাগাবার সময় আক্রান্ত হন। অভিযোগ: বিপক্ষ একটি দল লোহার রড ও লাঠি নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের ভীষণভাবে জখম করে এবং হত্যার হুমকি দেখায়। আহতরা হাসপাতালে।

মাখলা বন্ধ পালন

নকশাল বলে বর্ণিত এক যুবক অভিমন্যু সেনগুপ্তের খুনের প্রতিবাদে শুক্রবার উত্তরপাড়া থানা এলাকার মাখলায় স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধ পালিত হয়। নিহত যুবক (১৯) কলকাতার একটি কলেজের ছাত্র ছিলেন। এদিন সকাল থেকেই বাজারহাট বন্ধ ছিল। উত্তরপাড়া ও চণ্ডীতলার মধ্যে বাস চলাচল করেনি।

ওই খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের রসায়নাগারে আগুন

একদল উগ্রপন্থী যুবক বৃহস্পতিবার রাত্রে মসাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রসায়নাগারে আগুন লাগিয়ে দিলে ওটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর এস পি-র নির্বাচনী অফিসে আগুন

গত বুধবার মাঝরাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবার আমতলিতে আর এস পি-র নির্বাচনী অফিসে দুষ্কৃতকারীরা আগুন লাগায়। ফলে অফিসঘরটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায় বলে আর এস পি থেকে জানানো হয়েছে।

কাশীপুরে ব্যাপক তল্লাসি, ফৌজী করডন

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

শুক্রবার ভোরে কাশীপুর থানা এলাকায় বিভিন্ন বাড়ি তল্লাসি করে ২টি পাইপগান, ৭টি তাজা বোমা ও একখানি ছোরা উদ্ধার করে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী দিয়ে করডন করে এই তল্লাসি চালানো হয়। এ সম্পর্কে ১১ জনকে গ্রেফতার করা হলেও শতাধিক ব্যক্তিকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

দমদমে পাইপগান আটক

এছাড়া দমদম থানার ও সি শ্রী জে সান্যালের নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনী জপুর পূর্বাসীথি এলাকায় হানা দিয়ে আরও দুটি পাইপগান ৪ রাউনড বুলেট, ৭টি বোমা উদ্ধার করে। এ সম্পর্কে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

বরানগরে বোমাবাজি

এদিন রাত ৯টা নাগাদ আলমবাজারে জোর বোমাবাজি শুরু হয় বলে জানা যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ করেন, থানায় জানানো সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনাস্থলে অনেক দেরিতে আসে।

বুলেটের ছররা বিঁধে ১ জনের মৃত্যু

এদিন সোনারপুরের দরগাতলা গ্রামে বুলেটের ছররা বিদ্ধ হয়ে দুজন যুবক গুরুতর আহত হন। এদের মধ্যে একজন হাসপাতালে মারা যান।

নিহতের নাম শ্রীসন্তোষকুমার বোধক। আহতের নাম শ্রীদীন বোধক। তারা দুজনে ভাই। মাঠে পরিত্যক্ত একটি বুলেট নিয়ে এসে আগুনে দিলে হঠাৎ সেটি ফেটে যায়, এর ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

সুদের কারবারী ছুরিকাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, রাণাঘাটে বৃহস্পতিবার একজন সুদের কারবারী ও তাঁর আত্মীয় ছুরিকাহত হন। গুরুতর অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়। অভিযোগ, প্রচুর টাকা দাবি করায় তা দিতে অস্বীকার করলে এই আক্রমণ ঘটে।

নাকাশিপাড়ায় ৩০ জন গ্রেফতার

বৃহস্পতিবার নাকাশিপাড়া থানার শিবপুর এলাকায় পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ৩০ জনকে গ্রেফতার করে। এর মধ্যে উগ্রপন্থী ও সমাজবিরোধী বলে অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিরাও আছেন। শুক্রবার কৃষ্ণনগরে বোমার আঘাতে একজন মহিলা আহত হন বলে খবর পাওয়া যায়।

অশোকনগরে কংগ্রেস ভবনে আগুন

শুক্রবার হাবড়ার অশোকনগরে কংগ্রেস ভবনে আগুন দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। আগুনে ভবনের কাগজপত্র, আসবাব প্রভৃতির ক্ষতি হয় বলে খবর পাওয়া যায়। আগেরদিন অশোকনগরে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একজন ইনসপেকটর গুলিবিদ্ধ হওয়ায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আই জি ও উত্তর ২৪ পরগণার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে তদন্তে যান।

ফাঁসিদেওয়ার গ্রামে জোতদার খুন

শিলিগুড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ফাঁসী দেওয়ার অন্তর্গত পাথর হিরহিরিয়া গ্রামের বড় জোতদার শ্রীনাড়ু সিংহ (পি টি আই-র খবরে মৃত জোতদারের নাম লোধু ওরাওঁ।) বৃহস্পতিবার রাত্রে খুন হন, আক্রমণকারীরা নকশালপন্থী বলে প্রকাশ। জোতদারকে খুন করার পর হামলাকারীরা ঘরে প্রবেশ করে তাঁর বন্দুকটির খোঁজ করতে থাকে। কিন্তু জোতদারের স্ত্রী আগেই বন্দুকটি সরিয়ে ফেলে। তারা এর পর ৪ রাউনড গুলি ছুঁড়ে সরে পড়ে। পুলিশ পরে ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যবহৃত বুলেট খুঁজে বার করে। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে এ থানায় এ বছরে নকশালদের হাতে মোট চার ব্যক্তি নিহত হয়।

রেলওয়ে কর্মী খুন

নিউ জলপাইগুড়িতে গত বুধবার জনৈক রেলকর্মী তার কোয়ার্টারেই ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তাঁকে খুন করে দুষ্কৃতকারীরা তাঁর টাকা পয়সা ও অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।

দুটি স্কুলে আগুন

শুক্রবার বিকালে নকশালপন্থী বলে অভিহিত কিছু যুবক হাকিমপাড়া অঞ্চলে আরও একটি স্কুলে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্কুলটি পুড়ে যায়, এছাড়া আশ্রমপাড়া অঞ্চলেও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন লাগানো হয়। এটাও নকশালদের কাজ বলে প্রকাশ। একটি স্কুলের বাসেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

দমদমে আট ঘণ্টা তল্লাসি, গ্রেফতার

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

বৃহস্পতিবার ভোর চারটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত প্রায় আট ঘণ্টা তল্লাসি চালিয়ে দমদম পুলিশ জপুরে, গোরাবাগান এলাকা থেকে ৩০টি শক্তিশালী বোমা, ৬টি গ্রেনেড, দুটি বড় ভোজালি ও প্রচুর বোমার মশলা উদ্ধার করে। এ সম্পর্কে ৫০জনেরও বেশি ব্যক্তিকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকটি অভিযোগের ভিত্তিতে ১৭জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অপহরণের অভিযোগ

এদিন কলকাতায় নব কংগ্রেসের দফতর থেকে অভিযোগ করা হয় যে, নৈহাটিতে নব কংগ্রেসের একটি ছেলে ট্রেনে করে যাচ্ছিল। তাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে খুব মারধর করা হয়। আরও অভিযোগ, ওই ছেলেটি মারা গিয়েছে মনে করে কে বা কারা তাকে মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে যায়। পরে কয়েকজন লোক তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তার অবস্থা আশংকাজনক।

নব কংগ্রেস দফতর থেকে আরও অভিযোগ করা হয় এদিন বেলেঘাটার শ্রীশঙ্কুলাল বিশ্বাসের বাড়ি এক দল লোক আক্রমণ করে। ওই সময় বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

এছাড়া এদিন বর্ধমানে সাঁইবাড়ির বিজয় সাঁইকেও প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয় বলে নব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়।

পুলিশ ইনসপেকটর গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বৃহস্পতিবার হাবড়ার অশোকনগরে একজন পুলিশ ইনসপেকটর গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর নাম অনুপম গোস্বামী (৩০)। তিনি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্মী। ব্যারাকপুরে কর্মরত ছিলেন। অভিযোগ, এদিন বাসে করে অশোকনগরে গেলে তাঁকে গুলি করা হয় এবং বাস থেকে নামিয়ে ছুরিকাহত করা হয়। ব্যাগের ভিতর তাঁর যে পিস্তল ছিল সেটিও ছিনতাই করে নেওয়া হয়। প্রকাশ তিনি তাঁর নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র বিলি করতে যান। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর বিয়ের তারিখ। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে শুকলাল কারনানি হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

সি পি আই অফিসে আগুন

অশোকনগর সি পি আই অফিসে আগুন দেওয়া হয়। আগুনে অফিসের কাগজপত্র, মূল্যবান আসবাব ও অন্যান্য জিনিস পুড়ে যায় বলে পুলিশী সূত্রে জানা গিয়েছে।

মধ্যমগ্রামে বন্ধ

বারাসত থানার উদয় রাজপুর আগেরদিন একজন যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হওয়ার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার মধ্যমগ্রামে বন্ধ পালন করা হয়। বলে পুলিশী সূত্রে জানা গিয়েছে। নিহত যুবকের নাম অসীম মুখারজি (২৫)। এছাড়া শ্রীশ্যামল গুহ (২৫) নামে আর একজন যুবক আহত হন।

কংগ্রেস অফিসে আগুন, ৬জন কংগ্রেস কর্মী আহত

রাণাঘাট থানার পায়রাডাঙ্গা কংগ্রেস অফিসে একদল লোক পাইপগান, বোমা নিয়ে হানা দেয়। অফিসে আগুন লাগে এবং ৬জন কংগ্রেস কর্মী আহত হন। গত রাত্রে পুলিশ কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপে ১৩জনকে গ্রেফতার করেছে।

ট্রেনের ধাক্কায় মা ও ছেলের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ১৯ ফেব্রুয়ারি—এক মা শ্রীমতী গৌরী তাঁর ২ বছরের ছেলের হাত ধরে চন্দননগর স্টেশনের কাছে সুভাষ পল্লীর আমলে আজ বিকালে রেল লাইন পার হওয়ার সময় একখানি ডাউন চলন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেন চাপা পড়ে দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।

ভুয়া ভোটার করা হচ্ছে: নির্বাচন কমিশনের কাছে শ্রী নাহারের তার

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয় সিংহ নাহার নির্বাচন কমিশনের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বহুবাজার ও চৌরঙ্গী কেন্দ্রে ব্যাপক হারে ভোটদাতাদের ভুয়া নাম লিপিবদ্ধ করার অভিযোগ করেন।

তাঁর আরও অভিযোগ, কোন একটি রাজনৈতিক দল প্রভাবিত নানা ইউনিয়নের চেষ্টায় হাজার হাজার ভুয়া ভোটারের নাম ঢোকানো হয়েছে। তার আগে সেগুলি প্রকাশ এবং সে সম্বন্ধে কোন রকম আপত্তি আছে কি না, তা জানতে চাওয়া হয়নি। গুটিকয়েক বাড়ির ঠিকানায় ব্যাপকহারে ওই ভোটারদের নাম দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে শ্রী নাহার অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন। ১৯৬৯ সালে ভবানীপুর কেন্দ্রে এরকম ঘটনা ঘটেছিল বলেও তিনি টেলিগ্রামে অভিযোগ করেন।

সংবাদপত্রের কাজ দেখতে ছোট ছেলেমেয়েরা

শুক্রবার 'পূর্ব রেল কর্মী ভ্রমণ সংস্থা'র উদ্যোগে একদল ছোট ছেলে-মেয়েকে আনন্দবাজার পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখানো হয়। ১৯৬৭ সালে সংস্থার প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছর শিশুদের শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবার এর আগে শিশুদের দলবদ্ধভাবে চিড়িয়াখানা দেখাবার ব্যবস্থা হয়।

৯ মারচ হাওড়ায় মঙ্গলাহাট বসানোর উপর নিষেধাজ্ঞা

নির্বাচনের পূর্ব দিন ৯ মারচ (মঙ্গলবার) হাওড়ায় মঙ্গলা হাট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে হাওড়া সদরের মহকুমা ম্যাজিসট্রেট ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে এক আদেশ জারি করেছেন।

বাড়ীতে কম খরচে আধুনিক রুচির পোষাক তৈরী করুন।

উষা সেলাই স্কুলে সেলাই ও এমব্রয়ডারী শিখুন

বিশদ বিবরণের জন্য আপনার নিকটস্থ উষা সেলাই স্কুলে অথবা ফোন : ২৩-৮২২৬ নম্বরে যোগাযোগ করুন

এ ছাড়া চৌরঙ্গীতে (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) সেলাই স্কুলে বিশেষ সান্ধ্য ক্লাসেরও ব্যবস্থা আছে

UM/75 BEN

(১৪১৫ এ)

আমরাই টাকা দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব

নিজের চেষ্টায় যাঁরা উন্নতি করতে চান সেই সব স্বনির্ভর লোকদের সাহায্য করতে আমরা হাত বাড়িয়ে আছি। আপনি হয়তো যন্ত্রপাতির কাজে কিংবা কারিগরীতে পাকা… আপনি যদি নিজে কাজ-কারবার শুরু করতে চান কিংবা চালু কাজ আরো ভালো ও বড়ো ক'রে তুলতে চান তো আর্থিক সহায়তার জন্য আমাদের ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারেন। এছাড়া, কৃষিজীবী, পরিবহন-পরিচালক, ছোটখাটো শিল্পের মালিকদের ঋণ দিয়ে সহায়তার নানারকম লোন স্কীম আমাদের আছে। এই লোন স্কীমের সুযোগ নিয়ে আপনার কারবার বা পসার আরো বাড়িয়ে তুলুন।

আপনার কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের শাখায় বিস্তারিত বিবরণ পাবেন।

হেড অফিস : কলিকাতা

ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইনডিয়ার ভূমিকা

ডিরেক্টর মণ্ডলীর ১৯৬৯ সালের কার্য বিবরণী

আমরা ১৯৬৯ সালের প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করিতেছি।

(২) এই বছর দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং বিশেষত এই ব্যাংকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ১৯৬৯ সালে জুন মাসে শেষ শুক্রবার যে সব ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা বা তাহার বেশি সেই ১৪টি ...

উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৫১ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৬৮-৬৯ সালে হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। অবশ্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লবের' প্রসারের প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং ইহা সন্তোষজনক ...

শহর এলাকায়। আরও উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালের শেষে ৪৮·৪ শতাংশ আমানত আসে বৃহত্তর কলিকাতার শাখাগুলি হইতে, ১৭·২ শতাংশ শহরাঞ্চলের এবং ৩১·৩ শতাংশ আধা-শহর অঞ্চলের শাখাসমূহ হইতে। পল্লী অঞ্চলের শাখাগুলির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩·১ শতাংশ। আধা-শহর ও পল্লী অঞ্চলে ...

ব্যাংকের জন্য নিম্নলিখিত চৌদ্দটি জেলা নির্দিষ্ট হইয়াছে :—

পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া, মালদহ, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর ও ২৪ পরগণা; আসামে কাছাড়, নওগাঁ, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর ...

বেতার বার্তা

শনিবার—২০ ফেবরুয়ারী

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ বিলু সরকার—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ রেশ-বন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত : বেহালা—ভি জি যোগ; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ আরাধনা বন্দ্যোঃ—রাগপ্রধান ও ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ ধীরা মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা সুবোধ গঙ্গোঃ—লোকগীতি; ৮-১৫ অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৩০ অসিতকুমার দত্ত—সেতার; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ কৃষ্ণা মিত্র—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা রথীন চট্টোঃ—খেয়াল; ১০-৩০ পরিমল সেনগুপ্ত—সরোদ; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা জিয়া মহিউদ্দীন খাঁ ডাগর—বীণা; ১-৩০ সুগম সংগীত—কমলা মদনানী, কুমার গন্ধর্ব ও সমবেত কণ্ঠ; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ বিলু সরকার—গীটার; ২টা গীতিকা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং) ...

... নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়—ভক্তিমূলক গান; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা রীতা সান্যাল—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্য-বার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ নারায়ণ কুণ্ডু—গীত ও ভজন; ৭-৪৫ সমীর সান্যাল—শ্যামাসংগীত; ৮টা সমাপ্তি।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দ বাজার পত্রিকা

[মঙ্গলবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০ ইং ২০—২—৩৪]

মহাত্মা গান্ধীর তার

শীঘ্র বাঙ্গলায় আসা অসম্ভব

গান্ধী টুর কমিটির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বি সি রায় মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে নিম্নোক্ত তার পাইয়াছেন :—'আপনার তার পাইয়াছি। জনসাধারণকে জানাইবেন যে, বিহারের পূর্বে বাঙ্গলায় আসা অসম্ভব। কার্যতালিকা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রহিল।' —গান্ধী।

*

দিনপঞ্জিকা

আজ দশমী

মুকুলিপ পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ৭ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (১ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক), ২০ ফেবরুয়ারি, ১৯৭১, ২৩ জেলহজ্জ। দশমী শেষ রাত্রি ঘঃ ৫।৫ মিঃ পর্যন্ত। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ঘঃ ২।২৯ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।৯।২২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩১।৪২ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগাদিদোষ। মধ্যোচন্দ্র মাঘ গৌণ ফাল্গুন (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ৭ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (১ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক), ২০ ফেবরুয়ারি, ১৯৭১, ২৩ জেলহজ্জ। দশমী রাত্রি ঘঃ ১২।২৬।২৬ সেঃ পর্যন্ত। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ...

প্রাক্তন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে রুল

ন্যাশনাল কোং লিঃ ও অপর একজনের একতরফা আবেদনক্রমে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী পি সি বড়ুয়া প্রাক্তন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী এস সি তালুকদার এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের অফিসার শ্রী আর ডি পাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি রুল জারি করে ১৯৭০ সালে ৭ অকটোবর তারিখের একটি ইনজাংশন লঙ্ঘনের জন্য আদালত অবমাননার দায়ে কেন তাঁরা অভিযুক্ত হবেন না তার কারণ দর্শাবার আদেশ দিয়েছেন।

প্রকাশ, চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেটের আদালতে মুলতুবি একটি মামলার বিচার স্থগিত রাখার জন্য ওই ইনজাংশন জারি করা হয়। ছ সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে হবে।

আই এম এর উপর থেকে ইনজাংশন প্রত্যাহার

ইনডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখার বার্ষিক সভা অনুষ্ঠান এবং কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা সম্পর্কে গত ১১।১২।৭০ তারিখে যে অন্তবর্তী ইনজাংশন জারি করা হয় ...

... সংক্রান্ত অভিযোগে মুচিপাড়া পুলিশ শ্যামাপ্রসাদ গুহ এবং আরও চারজনকে গ্রেফতার করে। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী এস সি দত্ত আসামীদের ২৬ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

পদার্থ বিদ্যা (১ম ভাগ)

ডঃ অলক চক্রবর্তী, এম এস-সি (টেক্), পি, এইচ, ডি

নূতন, সংশোধিত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পুনর্লিখিত

অষ্টম সংস্করণ : : ১৯৭০

সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে, নানাবিধ কঠিন ও জটিল প্রশ্নের উত্তর ও বিভিন্ন পর্যায়ের অঙ্কের সমাধানসহ। উচ্চ-মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য। বিজ্ঞান শাখার সকল ছাত্রছাত্রীদের একমাত্র নির্ভরশীল ও অপরিহার্য পুস্তক। মূল্য : আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

ভারতী বুক স্টল

৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

(১৬২৮)

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

১৯-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০, টাকা, টিকিট নং A-170730

প্রত্যেকটি ৫০, টাকার কুড়িটি পুরস্কার

1. B-134008	2. F-228938	3. A-407441	4. C-248854
5. A-392561	6. B-472517	7. F-289778	8. B-168407
9. F-016397	10. E-057319	11. E-081841	12. F-628756
13. F-451460	14. D-313808	15. C-380065	16. A-059535
17. D-019484	18. B-329539	19. B-048293	20. D-499180

আজই আপনার টিকিট কিনুন। যে টিকিট আপনি কিনবেন তাহাতে দৈনিক খেলায় পুরস্কার এবং ৭-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠেয় প্রধান খেলার ১১,০০,০০০, টাকার প্রথম পুরস্কার এবং ৩,০০,০০০, টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার এবং শত শত অন্যান্য পুরস্কার পাইতে পারেন।

দ্রষ্টব্য : নম্বরের কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

ডিরেক্টর অব্ পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ : চণ্ডীগড়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

টেণ্ডার নোটিস

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, মেদিনীপুর স্পেশাল রোডস ডিভিসন, পোঃ অঃ মেদিনীপুর—মেদিনীপুর জেলার নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন, অভিজ্ঞ বাহিরের ঠিকাদার এবং বলবৎ নিয়মানুযায়ী পি ডব্লিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারগণের নিকট হইতে বি এফ নং ২৯১১(২)তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

কাজের নাম	অনুমিত বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ	কাজ শেষ করার মেয়াদ
১। এন এইচ ৪১-এর ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম মাইলে পেভমেন্ট নির্মাণ (স্টোন মেটালিং প্রি-মিক্সড কার্পেটিং) (গ্রুপ এ)।	১,০৩,২২৪, টাকা	২,০৬৫, টাকা	আট মাস
২। এন এইচ ৪১-এর ১৯শ, ২০শ ও ২১শ মাইলে —ঐ— (গ্রুপ বি)।	১,৪৪,৩৩৪, টাকা	২,৮৮৭, টাকা	—ঐ—
৩। এন এইচ ৪১-এর ২৪তম, ২৫তম, ২৬তম, ২৭তম, ২৮তম ও ২৯তম মাইলে —ঐ— (গ্রুপ সি)।	২,১৪,৩১৭, টাকা	৪,২৮৮, টাকা	—ঐ—
৪। এন এইচ ৪১-এর ২০তম মাইলে পেভমেন্ট নির্মাণ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]

... অংশগ্রহণকারী টেণ্ডারদাতাগণ প্রত্যেক গ্রুপ অধীন কাজগুলির জন্য পৃথক পৃথক টেণ্ডার পেশ করিবেন এবং প্রত্যেক গ্রুপের জন্য আবশ্যক বায়নার টাকা পৃথক পৃথকভাবে জমা দিবেন।

টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ (বেলা ৩টা পর্যন্ত)।

ডব্লিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) আর্ড নং ৭০৮(৩)/৭১

দি টিনপ্লেট কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পাবলিক টেণ্ডার নং পার। স্ক্র্যাপ। ২। ৭১

টিনপ্লেট কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের বিভিন্ন শ্রেণীর স্ক্র্যাপ বিক্রয়

১। টিনপ্লেট কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের হিসাবে নিম্নোক্ত শ্রেণীর স্ক্র্যাপ ক্রয়ের জন্য কলিকাতার ৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটস্থিত শ' ওয়ালেস অ্যাণ্ড কোং লিঃ কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডারের শর্তাবলী ১১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহের যে কোন কাজের দিন বেলা ১০টা এবং বিকাল ৪টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১০টা ও বেলা ১২টার মধ্যে ৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটস্থিত শ' ওয়ালেস অ্যাণ্ড কোং লিঃ-এর অফিসে দেখা যাইবে।

২। বিক্রয় যেখানে যেরূপ আছে ভিত্তিতে হইবে এবং নিম্নে প্রত্যেক শ্রেণীর পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ ৩১ জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখের স্টক, তদুপরি ৩০ জুন, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত যে মাল জমিয়া উঠিবে, তাহার অনুমিত পরিমাণের একাংশের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইয়াছে। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে সমস্ত ওয়ারেণ্টি বা শর্ত এতদ্দ্বারা বাদ দেওয়া হইল।

৩। যে সকল ব্যক্তি টেণ্ডার দিতে আগ্রহী, তাহারা বিক্রয়ে উপস্থাপিত নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণিতমতো স্ক্র্যাপের নমুনাগুলি কলিকাতার ৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটস্থিত টিনপ্লেট কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড হইতে লিখিতভাবে আবশ্যক অনুমতি ...

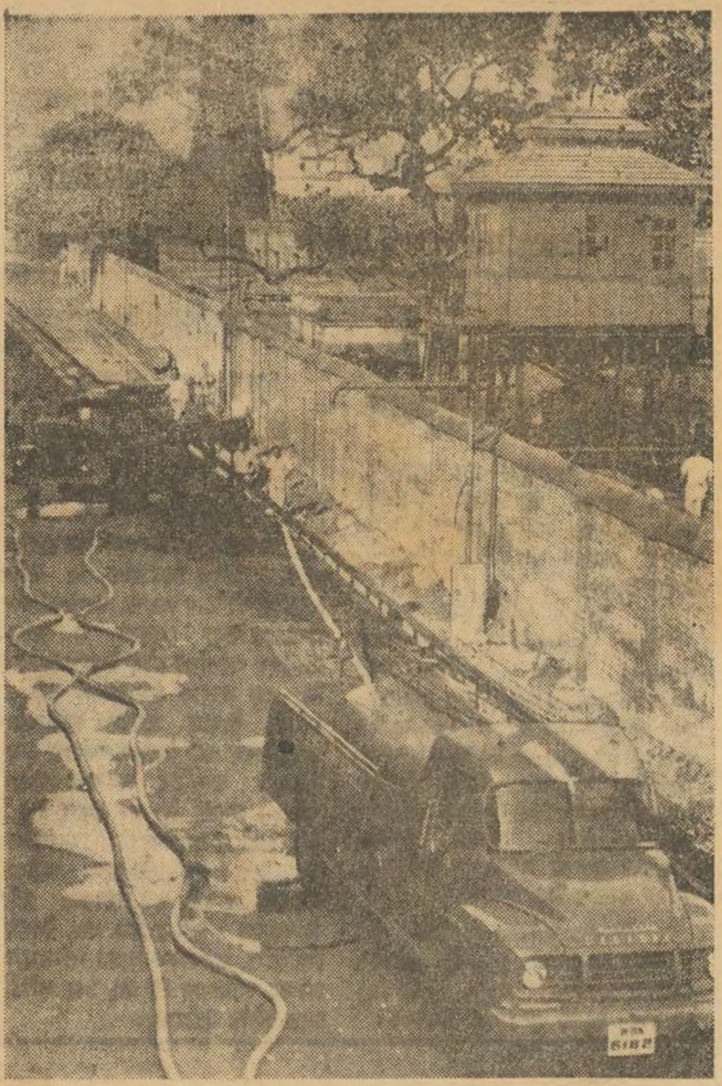

শুক্রবার টালা পাম্পিং স্টেশনে মেরামতি কাজের সময় বাড়তি জল সরাতে ব্যস্ত দমকল। —নিজস্ব চিত্র

নিয়ন্ত্রিত মূল্যের বস্ত্র ঠিক দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি—নিয়ন্ত্রিত মূল্যের বস্ত্র যাতে ছাপ দেওয়া দরে বিক্রি হয় তা দেখার জন্য সকল রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বৈদেশিক বাণিজ্য দফতর জরুরি বার্তা পাঠিয়ে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার এই রিপোরট পেয়েছেন যে, বিভিন্ন রাজ্যের কিছু পাইকারী ব্যবসায়ী ধুতি, শাড়ি ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যের বস্ত্রের ছাপ দেওয়া দামের চেয়ে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বেশি দর চাইছেন।

মন্ত্রণালয় অপরাধীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও রাজ্য সরকারগুলিকে বলেছেন। বলা হয়েছে—নিয়ন্ত্রণের আদেশ যাতে বলবৎ হয় তার জন্য রাজ্য সরকারগুলি যেন ব্যবস্থা নেয়।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছেন যে, খুচরা ব্যবসায়ীরা যা করছেন, ১৯৫৫ সালের অত্যাবশ্যক পণ্য আইন অনুসারে তা একটি প্রচন্ড অপরাধ।

রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে তাঁদের অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সাপ্তাহান্তিক রিপোরটও চাওয়া হয়েছে। —পি টি আই

মেডিকেল ও নীলরতনে হাউস স্টাফরা আজ কাজ করবেন না

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হাউস স্টাফরা কর্মবিরতি করছেন।

এর মধ্যে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাউস স্টাফরা অনির্দিষ্টকালের জন্য এই কর্মবিরতি শুরু করছেন বলে জানান।

দাবি নিয়ে স্বাস্থ্যসচিবের কাছে দেখা করতে গিয়ে তাঁরা স্বাস্থ্যসচিবের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে অভিযোগ, এবং সেইজন্যই নাকি এই কর্মবিরতি করছেন। নীলরতন সরকার হাসপাতালে হচ্ছে এজন্য সহানুভূতিসূচক একদিনের কর্মবিরতি।

কোটটায়ামে নৌকাডুবিতে পাঁচজন জলমগ্ন

কোটটায়াম, ১৯ ফেব্রুয়ারি—আজ সকালে কোটটায়ামের নিকটে আমমুত্তামে কোড়ুর নদীতে একটি নৌকা পারাপারকালে ডুবে যাওয়ার ফলে পাঁচজন জলমগ্ন হয়। ওই নৌকাতে কুড়িজনের মত কৃষিকর্মী ছিলেন।

জলমগ্নেদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক (৩৫), তাঁর কন্যা (১৫), অপর দুজন বালিকা এবং একজন বালক ছিল।

একটি বালিকার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।

নৌকার অপর আরোহীরা হয় সাঁতার কেটে তীরে ওঠেন অথবা তাঁদের উদ্ধার করা হয়।

জেলা কালেকটর ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। —পি টি আই

প্রযুক্তি বিদ্যাকে কাজে লাগাবার জন্য সেল গঠন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি—শিল্পোন্নয়ন ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মন্ত্রক প্রযুক্তিবিদ্যাবিদদের নিয়ে একটি সেল তৈরি করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ'দের কাজ হবে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রযুক্তিবিদ্যার আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন তা নির্ণয় করা।

আজ এখানে একটি আন্তঃ বিভাগীয় বৈঠকে প্রস্তাব করা হয় যে, ওই সংগঠন ১৯৭১-৭২ সালে চর্ম, মৃৎশিল্প ও খাদ্য তৈরির সম্পর্কে অনুশীলন করবে। এ'দের সাহায্য করার জন্য তিনটি পৃথক সমীক্ষা দল থাকবে।

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

নোটিস

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, ইন্টারিম রিলিফ মঞ্জুরের পর আমাদের অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের ফেডারেশন সাম্প্রতিক 'নিয়মমাফিক কাজ করা'-এর আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন এবং বেতন ও চাকরির শর্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলাপ-আলোচনা চালান হইবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সার্ভিসের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। আমাদের গ্রাহকবর্গ এবং জনসাধারণ উক্ত সময়ে যে দারুণ অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ব্যাঙ্কের ব্যাপারে তাঁহারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

(১৮৩১)

কোন কেন্দ্রে নিজস্ব প্রার্থী না থাকলে

আর এস পি বামপন্থী প্রার্থীকে সমর্থন করবে

স্টাফ রিপোরটার

যেসব কেন্দ্রে দলের প্রার্থী নেই, সেইসব জায়গায় আর এস পি কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী প্রার্থীকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে ওই দলের রাজ্য সম্পাদক শ্রীমাখন পাল এই খবর জানিয়ে বলেন, দুই কংগ্রেসকে পরাজিত করতে পারেন এবং কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ লড়াইয়ের রেকরড আছে, এমন প্রার্থীকেই তাঁরা সমর্থন করবেন।

এই নির্বাচনের যে দল কয়টি একক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তাদের মধ্যে আর এস পি অন্যতম।

কোতুলপুরে নব কংগ্রেস প্রার্থী

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে শ্রীশশাঙ্কশেখর মিত্র নব কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভুলক্রমে তাঁর নামের জায়গায় শ্রীরামশংকর ব্যানার্জি ছাপা হয়েছিল।

মিহির উপাধ্যায়ের বিবৃতি

বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমিহির উপাধ্যায় শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন,—বর্তমান হিংসার রাজনীতিতে অন্যান্য নাগরিকের মত নির্বাচন প্রার্থীদেরও জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। ইতিমধ্যে তিনজন প্রার্থী বা প্রস্তাবিত প্রার্থীর মৃত্যুতে এই নিরাপত্তাহীনতায় প্রমাণ মিলেছে। তবুও আমি পুলিশের সাহায্য না নিয়ে নিরাপত্তাহীন ভোটদাতাদের মতই থাকতে চাই।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী নেই

ভারতের আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী মহম্মদ আলি এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্যের বর্তমান অবস্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় বিবেচনা করে তাঁরা কোন প্রার্থী দেন নি। তাঁরা কোন রাজনৈতিক দল কিংবা ব্যক্তিকে সমর্থনও করবেন না। প্রসঙ্গত তিনি জানান, তাঁদের দলের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সিয়াজুল হককে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ওই পদে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। দলের তরফে তাঁর কোনরকম বিবৃতি দেওয়ার অধিকার মুলতুবি রাখা হয়েছে।

হায়দরাবাদে সেতু দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ

হায়দরাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি—গতকাল এখানে যে সেতু দুর্ঘটনা ঘটেছে—অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার আজ সে সম্পর্কে ম্যাজিসট্রেট ও বিভাগীয় পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ওই দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়। আহত হয় ৫০ জন। —পি টি আই

পশ্চিমবঙ্গ জমি দখল আইন বৈধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি—সুপ্রিম কোরট আজ ১৯৪৮ সনের পশ্চিমবঙ্গ জমি দখল আইন এবং তদনুযায়ী যে নোটিস জারি করা হয়েছে সংবিধান মতে তা বৈধ বলে ঘোষণা করেন।

হুগলীর কালেকটর ১৯৬০ সনের ৯ অকটোবর চন্দনগরের শ্রীশচীন্দ্রমোহন নন্দীর জমি দখলের আদেশ দেওয়ায় তার বিরুদ্ধে শ্রীনন্দী সুপ্রিম কোরটে আবেদন করেছিলেন। আদালত জমি দখল আইনের বৈধতা স্বীকার করে শ্রীনন্দীর আবেদন বাতিল করেন।

ভারত লাওসকে সমর্থন করুক

তিন দেশের আবেদন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি—ইনদোনেশিয়া, জাপান ও মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূতেরা আজ এখানে বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের পূর্ব এলাকার সচিব শ্রী এস কে ব্যানারজির সঙ্গে দেখা করেন। ওই তিন দেশের সরকার লাওসকে সমর্থন করার জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি ভারতের কাছে আবেদন করেছেন। সেই আবেদন শ্রী ব্যানারজির সঙ্গে দেখা করে জানানো হয়।

লাওসে পরিস্থিতির অবনতির জন্য ভারত সরকারের উদ্বেগের কথা শ্রী ব্যানারজি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভারত সরকারের মনোভাব ইতিপূর্বেই সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। ভারত মনে করে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী সবারই সংযত হয়ে চলা উচিত। রাজনৈতিক মনেই বর্তমান পরিস্থিতির নিষ্পত্তি হতে পারে এবং সেইদিকেই চেষ্টা চালানো উচিত।

সালেমে দেবদেবীর অসম্মানে নিজলিঙ্গাপ্পার তীব্র নিন্দা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি—তামিলনাড়ুর সালেম জেলায় সম্প্রতি হিন্দু দেবদেবীর অসম্মানসূচক যে শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা আজ তার তীব্র নিন্দা করেন।

সাংবাদিকদের কাছে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, যে রামচন্দ্রকে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পূজা করেন তাঁকে অসম্মান করা যে কোন দলের পক্ষে অত্যন্ত অগৌরবের।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ডি এম কে সরকারের সমালোচনা করে বলেন, রাজ্য সরকার প্রায় ২০ দিনের মধ্যেও ও ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেননি।

শুক্রবার ষোল ঘণ্টা জল বন্ধ

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার দুপুর থেকে রাত্রি পর্যন্ত কলকাতায় টালা পাম্পিং স্টেশন থেকে কোন পানীয় জল আসেনি। তবে আজ, শনিবার সকালেই জলের যোগান স্বাভাবিক হবে বলে পৌর চীফ ইনজিনিয়ার আশা প্রকাশ করেন।

টালার যান্ত্রিক মেরামতির কাজেই ষোল ঘণ্টার জন্য জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। তবে বিকল্প ব্যবস্থা কিছু না থাকায় নাগরিকদের এদিন যথেষ্ট দুর্ভোগ হয়। আগেভাগে জল সংগ্রহ করার পরামর্শ দিয়েও পৌর কর্তৃপক্ষ আগের দিন বাড়তি জল দেননি। ফলে দিনের প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়তি জল সংগ্রহও সম্ভব হয়নি অনেকের পক্ষে।

গত জানুয়ারি থেকে টালায় যান্ত্রিক মেরামতির নামে এই তৃতীয় দফায় জল বন্ধ রাখা হল। একদিকে অতিরিক্ত জল ধরে রাখবার ব্যবস্থা অনেকেরই নেই, তার উপর দিনের প্রয়োজনই যেখানে মেটে না সেখানে পরের দিনের জন্য জল মজুত রাখা সম্ভব হয়নি অনেকের কাছে।

এদিকে পৌর চীফ ইনজিনিয়ার শ্রীসুধাংশু মিত্র রাত্রে জানান, টালায় একটি বড় পাইপের চাবি সারাতেই এই দিন জল বন্ধ রাখা হয়েছে। এতে শহরে মোট তিন কোটি গ্যালন জল সরবরাহ বন্ধ ছিল এদিন।

ভারত মহাসাগরে নৌঘাঁটির কথা রুশ দূতের অস্বীকার

টোকিও, ১৯ ফেব্রুয়ারি—এখানকার সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত শ্রীওলেখ ট্রয়ানভস্কি আজ ভারত মহাসাগরে সোভিয়েট নৌঘাঁটির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ভারত মহাসাগরে সোভিয়েট নৌঘাঁটি থাকলে ভারতেরই সবচেয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। এমন কোন ঘাঁটি আছে বলে ভারতও বিশ্বাস করে না। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন, ভারত মহাসাগরে কোন সোভিয়েট নৌঘাঁটি নেই। তাঁর এই কথার সমর্থনে তিনি এ-ব্যাপারে ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রীর অস্বীকৃতির কথাও উল্লেখ করেন। —পি টি আই

রাজ্যের যোজনা বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি

বঙ্গীয় জাতীয় বণিকসভার সভাপতি ডাঃ বি এন ঘোষ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এক পত্রে পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ যোজনার ব্যয়বরাদ্দ ৩২২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় ধার্য করার অনুরোধ জানিয়েছেন। এবং এই প্রসঙ্গে ১৯৭১—৭২ সালের যোজনার ব্যয়বরাদ্দও ৫৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা থেকে অন্তত ৬৫ কোটি ১৩ লক্ষে বৃদ্ধির প্রস্তাব রেখেছেন।

ভারত নেপালের জবাবের জন্য বসে আছে

কাঠমানডু, ১৯ ফেব্রুয়ারি—দু' দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা নিয়ে বর্তমান অচল অবস্থার অবসানের জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব করে ভারত এ মাসের গোড়ার দিকে নেপালকে একখানি চিঠি দিয়েছিল। ভারত সেই চিঠির জবাবের জন্য অপেক্ষা করছে।

দু' দেশের মধ্যে যতদিন না নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে—ততদিনের জন্য ভারতীয় পণ্যের বাণিজ্য ব্যাপারে কোনরকম সাময়িক ব্যবস্থা করার প্রয়োজনের উপর ভারতীয় চিঠিতে জোর দেওয়া হয়েছিল। —পি টি আই

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে]

তত্ত্বমন্দির (বেলুড় মঠ)—৫টায় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দের 'শিবানন্দ বাণী' পাঠ ও ব্যাখ্যা। **অনঙ্গমোহন হরিসভা**—১৮, ডব্লু সি ব্যানারজি স্ট্রীটে ৭॥টায় আসন্ন ৩৬তম বার্ষিক সম্মেলনসূচি ও কর্মপরিষদ গঠন নিয়ে আলোচনা। সভাপতি—অধ্যক্ষ রবীন মিত্র। **হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**—৫॥টায় ৪নং নস্করপাড়া লেনস্থ আশ্রম ভবনে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা। **অল ইনডিয়া ইনসটিটিউট অব হাইজিন অ্যানড পাবলিক হেলথ**—(১১০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ) সকাল ১০॥টায় প্রতিষ্ঠা দিবস ও মিলনানুষ্ঠান। **নিঃ ভাঃ ক্ষুদ্রাকার সংবাদপত্র সমিতি**—৩টায় গ্রেট ইসটারন হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে 'কলকাতা এবং তার ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে সি এম ডি এ'র সচিব শ্রী কে সি শিবরাম কৃষ্ণনের বক্তৃতা। **গুজরাটি সাহিত্য মণ্ডল**—৪টায় একাডেমি অব ফাইন আরটসের নতুন গ্যালারিতে গুজরাটি সাহিত্যিক শ্রীশিবকুমার যোশীর ফটোগ্রাফ প্রদর্শনীর উদ্বোধন। উদ্বোধক—শ্রীঅশোক সরকার। **বাঙ্গুর এভিনিউ ইউনাইটেড ক্লাব**—স্কাউটিং এর জনক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের জন্মদিন উপলক্ষে ৫টায় স্থানীয় স্কাউটদের শিবির শুরু। **ইনডিয়ান অ্যাপ্রেনটিস ইনজিনিয়ারস**—আজ ও কাল বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব। **সেনট জোসেফ অ্যানড মেরিস প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিউ আলিপুর**—৫টায় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **বানীবন সর্বার্থ সাধক বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া**—আজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আগামীকাল সকাল ৯টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুরস্কার বিতরণ। **রত্নাকর মণিমেলা**—গোয়াবাগান সি আই টি পারকে ক্রীড়ানুষ্ঠান ও শিশু শোভাযাত্রা। **বলরাম মন্দির**—৬টায় স্বামী নিরাময়ানন্দজীর 'শ্রীশ্রীগীতা' ব্যাখ্যা। **একাডেমি অব ফাইন আরটস**—শিল্পী শ্রী ওয়াই সি মহান্তির চিত্র-প্রদর্শনীর মেয়াদ ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। **বিনয় সরকার ইনসটিটিউট**—৫টায় ২, মারকুইস স্ট্রীটে 'কলকাতা ও কলকাতাবাসীর সমস্যা' সম্পর্কে আলোচনা চক্র। **নিউ মডারন টেলারিং স্কুল**—৪টায় ১৪৬, তারক প্রামাণিক রোডস্থ প্যারিচরণ বালিকা বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন। **ভারতীয় সংগ্রহশালা**—৫টায় ২৭, জওহরলাল নেহেরু রোডে ডঃ এ পারপোলার বক্তৃতা। **গোল পারক রামকৃষ্ণ মিশন**—সাড়ে ৬টায় বিবেকানন্দ হলে 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পুনঃ সংগঠন' সম্পর্কে ইংরাজীতে বক্তৃতা।

রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ—প্রব্রাজিকা প্রজ্ঞামাতা সঙ্ঘের অছি পরিষদ এবং পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদিকা নিযুক্ত হয়েছেন।

নির্বাচনী সভা—৪টায় বড়বাজার সত্যনারায়ণ পারকে জনসভা। প্রধান বক্তা—অধ্যাপক হরিপদ ভারতী।

পুনর্মিলন উৎসব

ইনসটিটিউট অব জুট টেকনোলজির ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব রবিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) ৩৫, বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন মেটাল বক্স কোমপানির (ভারতের) ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেকটর শ্রী এ রায়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—২১শে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন সমিতি এবারেও ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউটে বেলা তিনটা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—একটি নাটক সহ আয়োজন করছেন। তাছাড়া সকাল ৬টা থেকে ৭টাতে পাড়ায় পাড়ায় প্রভাতফেরি করতে অনুরোধ করেছেন।

প্রতিযোগিতা — চন্দননগর চিত্তরঞ্জন ব্যায়ামাগারের উদ্যোগে ২০, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি আবৃত্তি, রচনা, ভ্রমণ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ব্যায়ামাগারের সম্পাদকের সঙ্গে লালবাগান, চন্দননগর এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

কিষেণগড়ের মহারাজার হত্যাকারী গ্রেফতার

জয়পুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি—আজ রাত্রে সরকারীভাবে বলা হয়েছে যে, কিষেণগড়ের মহারাজার হত্যাকারীকে আজ গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নাম শ্রীভীম জয়। সে একজন ছাত্র। তার কাছে একটি দেশী রিভলবার ও মহারাজার হারানো রিভলবারটিও পাওয়া গিয়েছে। —পি টি আই

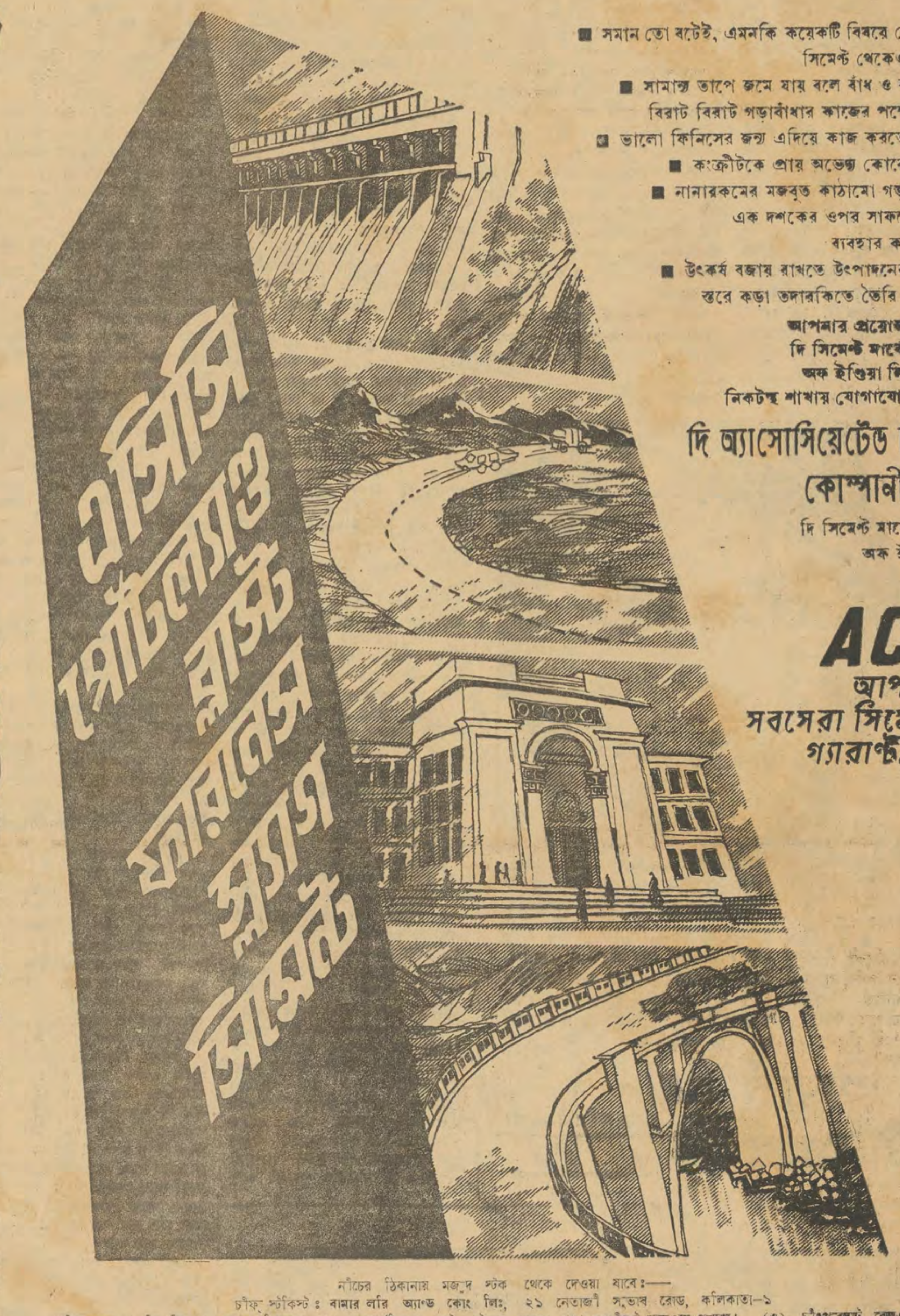

■ সমান তো বটেই, এমনকি কয়েকটি বিষয়ে পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট থেকেও ভালো।

■ সামান্য তাপে জমে যায় বলে বাঁধ ও কংক্রীটের বিরাট বিরাট গড়াবাঁধার কাজের পক্ষে আদর্শ।

■ ভালো জিনিসের জন্য এদিয়ে কাজ করতে সুবিধে।

■ কংক্রীটকে প্রায় অভেদ্য কোরে তোলে।

■ নানারকমের মজবুত কাঠামো গড়ার কাজে এক দশকের ওপর সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে।

■ উৎকর্ষ বজায় রাখতে উৎপাদনের প্রত্যেক স্তরে কড়া তদারকিতে তৈরি করা হয়।

আপনার প্রয়োজনের জন্য দি সিমেন্ট মার্কেটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন।

দি অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানীজ লিঃ

দি সিমেন্ট মার্কেটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

ACC আপনাকে সবসেরা সিমেন্টের গ্যারাণ্টী দেয়

নীচের ঠিকানায় মজুত স্টক থেকে দেওয়া যাবে:— চীফ স্টকিস্ট: বসাক ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং লিঃ, ২১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১
কলিকাতায় এ সি সি-এর খুচরা ডিপো:—(১) আর্মেনিয়ান ঘাট, স্ট্র্যাণ্ড রোড। (২) কালীঘাট রেলওয়ে গুদাম। (৩) চীৎপুর রেলওয়ে গুদাম।
কেবল অনুমোদিত স্টকিস্টদের কাছ থেকেই এ সি সি সিমেন্ট কিনবেন।

কারণ অল্প টাকার ওপর এখন বেশী সুদ পাওয়া যাচ্ছে

কেন্দ্রীয় সরকার সুদের যে বর্ধিত হার ঘোষণা করেছেন তা এখন চালু হয়ে গেছে

এবার সঞ্চয় না করলেই নয়!

davp 70/644

	পুরোনো হার (বছরে)	নতুন হার (বছর)
ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্ক-		
১) একলার, দুজনের এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এ্যাকাউন্ট	৩½%	৪%
২) সারা বছর জমার খাতায় অন্তত: ১০০ টাকা গচ্ছিত	৪%	৪¼%
৩) দু'বছরের জন্য জমা আটক	৪¼%	৪½%
ডাকঘর মেয়াদী জমা	৫½% থেকে ৬¾%	৬% থেকে ৭¼%
ডাকঘর পৌনঃপুনিক জমা	৬¼%	৬¾%
৭ বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (চতুর্থ ইস্যু)	৭¼%	৭½%

বিশদ বিবরণের জন্য আপনার বাড়ীর সবচেয়ে কাছের ডাকঘরে খোঁজ করুন অথবা আপনার রাজ্যের জাতীয় সঞ্চয় সংস্থার আঞ্চলিক অধিকর্তাকে রিজনাল ডিরেক্টার ন্যাশনাল সেভিংস (গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া) হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ফার্স্ট ফ্লোর, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলকাতা এই ঠিকনায় লিখুন।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

টি এন সিং সম্পর্কিত রিট আবেদনের রায়দান স্থগিত

আইনবিষয়ক সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি—শ্রী টি এন সিংকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করার বিরুদ্ধে চ্যালেনজ করে শ্রীহরশরণ ভারমা যে রিট আবেদন করেন, সুপ্রিম কোর্ট সে সম্পর্কে রায়দান আজ স্থগিত রাখেন।

আইনসভার সদস্য না হয়েও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রী সিং কাজ চালিয়ে যেতে পারেন কিনা রিট আবেদনে সেই প্রশ্নই তোলা হয়।

চরম দারিদ্র্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

পুনা, ১৯ ফেব্রুয়ারি—এখান থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে শিরুরগ্রামে ৫০ বৎসর বয়স্ক কিষণরাও বাগে আজ তার চারটি সন্তান ও স্ত্রীকে ছোরা মেরে নিজে ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করে বলে পুলিশের এক বিবরণে বলা হয়েছে। চরম দারিদ্র্যই ঐ ব্যক্তির এরূপ নৃশংস কাজের কারণ বলে জানা গিয়েছে।

কোন রকম চিকিৎসার আগেই তিনটি সন্তান মারা যায়। স্ত্রীলোকটি ও তার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। —ইউ এন আই

বিহারে নন-গেজেটেড কর্মী-ধর্মঘটের অবসান

পাটনা, ১৯ ফেব্রুয়ারি—আজ সন্ধ্যায় বিহারের দু লক্ষ নন-গেজেটেড কর্মীদের দু দিনব্যাপী প্রতীক ধর্মঘটের অবসান হয়েছে। অবিলম্বে অন্তর্বর্তী ভাতাসহ এগারো দফা দাবির সমর্থনে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। —ইউ এন আই

চিত্র প্রদর্শনী

লিটল ফ্লাওয়ারস

গত সপ্তাহে লিটল ফ্লাওয়ারস সংস্থার শিশু সভা-সভ্যাদের আঁকা ছবির এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় অ্যাকাদেমি অব ফাইন আরটস-এ। এই ছোট ছোট ফুলের দলকে ছবি আঁকা শেখান গোপাল দে. গোপাল দের শিক্ষণ পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র। ইনি বলেন, ছোটদের সব কিছুই তো শেখানো হয়, রং দিয়ে ছবি আঁকাটা ওদের খেয়ালখুশী মত করতে দিন। স্কুলের পড়ার চাপে, বাড়িতে ধমকের ভয়ে ওরা অসহায়। ওদের মনের কথা কেউ বুঝতে চায় না।'

বাস্তবিক এই ক্ষুদে শিল্পীর দল অবাক করে দিয়েছে। বেপরোয়া এদের টানটোন, বেপরোয়া এদের রঙের ব্যবহার, বেপরোয়া এদের রচনা-কৌশল। ব্যাকরণের ধার ধারে না, কিন্তু কত প্রাঞ্জল প্রতিটি কাজ। রাস ছেড়ে দিয়ে কল্পনাকে এরা দৌড় খাটিয়েছে যে যতদূর পারে। কেউ কারোর থেকে কম যায় না। শিল্পীদের বয়স ৪ থেকে ১৪। যারা বয়সে বড়, তাদের ছবি নিয়মে বাঁধা পড়েছে কিছুটা। এর মধ্যে আবার মডারন আরটও করেছে দু-একজন। গৌতম দের আঁকা 'শান্ত গ্রাম' খুব সুন্দর। এছাড়া শর্মিলা রায়ের 'হুটো জোকার' ঝর্মোক সেনগুপ্তের 'দুষ্টু মেয়ে', রাজন দাশগুপ্তের 'অ্যাকোয়ারিয়াম', সুজান ম্যাথুর 'মাই প্যারক', পম বাগচির 'বৃষ্টি পড়ছে' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সবার চাইতে ভাল 'সূর্যমামা'—চার বছরের মঙ্গল গোস্বামীর 'সূর্যমামা'।

প্রতি রবিবার লিটল ফ্লাওয়ারসরা জমায়েত হয়—'চণ্ডীকানন', ৬নং ফাঁড়ির রোড, কলকাতা-৫৭-এ। এক ঘণ্টা করে ছবি আঁকার পর চলে নাচ, গান, আবৃত্তি, বানিয়ে গল্প বলা ইত্যাদি।

অ্যাকাদেমি অব ফাইন আরটস-এ প্রদর্শনী চলাকালে একদিন পুতুল নাচেরও ব্যবস্থা হয়েছিল।

—কলা সমালোচক

ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির লভ্যাংশ

ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিঃএর ডিরেকটরমণ্ডলী প্রেফারেন্স শেয়ার বাবদ ৬ টাকা ২৫ পয়সা হারে এবং পূর্ণ আদায়ীকৃত অর্ডিনারি শেয়ার বাবদ ৮৫ পয়সা হারে লভ্যাংশ ঘোষণার সুপারিশ করেছেন।

আগামী ২৬ এপ্রিল কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা হবে।

কলকাতা চারুকলা মেলা '৭১

২১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার বিকাল ৪টায় চারুকলা মেলা প্রাঙ্গণে (মারকেট স্কোয়ার) কৌশিকপুর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষিকী পালন করা হবে। এই উপলক্ষে মেলায় উপস্থিত হচ্ছেন সর্বশ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, চিন্তামণি কর, নীরদ মজুমদার এবং কলকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিরা।

প্রাক নির্বাচন সমীক্ষা: নদীয়া

প্রতিষ্ঠিত অনেকেই নির্বাচনী প্রচার থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন

এই সপ্তাহের গোড়ার ক'দিন নদীয়া জেলার এপ্রান্ত হরিণঘাটা থেকে শুরু করে ওপ্রান্ত করিমপুর পর্যন্ত ঘুরে দেখলাম,—কোন জায়গাতেই বড় জোতদার, বড় ব্যবসায়ী কিংবা ধনী ব্যক্তি খোলাখুলিভাবে নির্বাচনে নামেননি। অথচ এতকাল এরাই থাকতেন নির্বাচনের সামনের সারিতে।

নদীয়া জেলার এদিকটা যদি এই অন্তর্বর্তী নির্বাচনে সারা রাজ্যেরই চিত্র হয়ে থাকে তবে বলব এবার বাংলাদেশে সত্যিই ভোটের জগতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

এদের সঙ্গে সঙ্গে আর এক শ্রেণীর মানুষও নির্বাচন থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। এরা হলেন সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত কৃতী মানুষ—সুচিকিৎসক, সমাজকর্মী শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি। এরা কোন রাজনৈতিক দলের কট্টর সমর্থক নন কিন্তু ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে ভোটের সময় এরা কেউ প্রার্থী হয়েছেন বা কেউ পরিচিত প্রার্থীর জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রচার প্রচারণায় নেমেছেন। কৃষ্ণনগরের এরকম একজন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছিলাম: আপনি এমন নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন: "দিনকাল যা হয়েছে তাতে ওই ঝামেলায় কী আর যেতে আছে?"

নদীয়ায় লোকসভার আসন দুটি। আর বিধানসভায় চোদ্দটি। প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন লোকসভায় ৯ জন। আর বিধানসভায় ৭৪ জন। ভোটারের সংখ্যা সর্বশেষ হিসাবমত প্রায় ১০ লক্ষ ৭০ হাজার। ভোট কেন্দ্র ১ হাজার ৩ শত ৭৩।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটা প্রচণ্ড অশান্তির আশংকা নদীয়ার সর্বত্র সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই বিরাজ করছে। আর সেটা করবেই বা না কেন? কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, নবদ্বীপ, শান্তিপুরের মত শহরের রাস্তাঘাট সন্ধ্যের পর ফাঁকা হয়ে যায়। কী একটা ভয় ও আতঙ্ক যে এই সব শহরকে ঘিরে থাকে, তা এখানে একটি রাত্রি কেউ না কাটালে অনুভব করতে পারবেন না। অথচ মারামারি হানাহানি গোলমাল বিশৃংখলা যে খুব একটা ঘটছে, তা নয়,—তবুও।

কৃষ্ণনগরের একজন চিকিৎসক সেদিন বললেন, এখানে অশান্তির আগুন জ্বলেছে সেই ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের সময় থেকেই। কিন্তু গত এক বছরেই অবস্থা দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর-রানাঘাটের শহরের পথে দেওয়ালে দেওয়ালে উগ্রপন্থীদের লেখা নানা শ্লোগান সম্প্রতি সরকারী তত্ত্বাবধানে মোছা হয়েছে। কিন্তু সেই মোছা শ্লোগানের পাশে পাশে অনেক জায়গায় আবার নতুন হাতে লেখা উগ্রপন্থীদের পোস্টার পড়তে শুরু করেছে। এগুলিতে নানা ভাষায় নানা ছাঁদে নির্বাচন বয়কটের কথা লেখা আছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই মনে করছেন, উগ্রপন্থীদের ভোট বয়কটের কথায় জনগণ তেমন সাড়া দেবেন না। সরকার তৎপর থাকলে নদীয়াতে ভোট ভালভাবেই হবে।

সেদিন নদীয়া জেলা শাসকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনিও বললেন: এই জেলাকে কোনমতেই "ডিসটার্বড" এলাকা বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। উগ্রপন্থীদের তৎপরতা এখন আর কোথায়? অধিকাংশই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

নির্বাচন কর্মীরা এখন তৎপর হয়েছে

জেলা শাসক আশা প্রকাশ করলেন: নদীয়ায় বেশ ভালভাবেই নির্বাচন হয়ে যাবে। সরকারের নির্বাচন কর্মীরা যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন। প্রথমদিকে সরকারী কর্মী ও শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা ভোটের কাজে থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই এখন রাজি হয়েছেন। ভোটের কাজে অনিচ্ছুক সরকারী কর্মী এখন একজনও নেই। শিক্ষক অবশ্য কিছু আছেন। জনসাধারণের মন থেকে ভয় ও উদ্বেগ দূর করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ আছে। মিলিটারিও টহল দিচ্ছে।

১৯৬৯ সালের নির্বাচনে এই জেলায় কংগ্রেস ৫টি, সি পি এম ২টি, বাংলা কংগ্রেস ৩টি এবং সি পি আই, আর সি পি আই ও এস এস পি প্রত্যেকে একটি করে আসন পান। বাকি আসনটি পেয়েছিলেন একজন ফ্রন্টপন্থী নির্দল।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস এই জেলার ২টি লোকসভা আসনই হারায়। একটি আসনে জয়ী হন বাংলা কংগ্রেসের শ্রী পি আর ঠাকুর (নবদ্বীপ) অপরটিতে জয়ী হন নির্দল সদস্য শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর)। পরে হাওয়া কিছুটা ঘুরে যায়। এবং শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পর এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী জয়ী হন। তিনি এখন নব কংগ্রেসে। আর শ্রীঠাকুরও বাংলা কংগ্রেস ছেড়ে নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

এবারের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নদীয়ার বিধানসভায় আদি কংগ্রেস ১৩টি আসনে, নব কংগ্রেস ১২টি আসনে, সি পি এম ১৩টি আসনে, সি পি আই ৫টি আসনে, বাংলা কংগ্রেস ৯টি আসনে, বিপ্লবী এস এস পি ১টি আসনে, আর এস পি ২টি আসনে মুসলিম লিগ ৭টি আসনে, বলশেভিক পার্টি ১টি আসনে, ফরওয়ার্ড ব্লক ১টি আসনে এবং দুটি কেন্দ্রে তিন আর সি পি আই-এর তিন জন প্রার্থী আছেন। এছাড়া আরও আছেন ৬ জন নির্দল প্রার্থী।

নির্বাচনী প্রচার

নির্বাচনী প্রচারের কাজে সব দলই নেমে পড়েছেন। কিন্তু সকল দলই সমান দাপটে নয়। প্রচারকার্যে সি পি এম যতটা তৎপর অন্য দল এখনও পর্যন্ত নির্বাচনী মঞ্চকে ততটা সক্রিয় করে তুলতে পারেন নি বলে অনেকে মনে করেন।

নির্বাচনী প্রচারে কোনও দলের পক্ষ থেকেই ছাপা পোসটার এবং কাপড়ের লেখা এখনও তেমন দেখা দেয়নি। দেওয়ালে লেখাই বেশি।

সকল মুখ্য দলই দাবি করছেন এবার তাদের দলে প্রচুর কর্মী পেয়েছেন। নিজেদের সাফল্য সম্পর্কেও তারা সমান আশাবাদী। কিন্তু আমি নিজে ক'দিন নানা অঞ্চলে ঘুরে এবং নানা সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি,—কোন দলই এবার এখন পর্যন্ত তেমন বেশি বেশি কর্মী সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি।

কালিগঞ্জ কেন্দ্রের দেবগ্রামে একজন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন: "ইলেকশনে ওয়ারকার পাবে কোথায়? এখন ত আর সেদিন নেই। ভয়ে ছেলেরা সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে বের হতে পারছে কই? দলীয় তকমা আঁটা ছেলেরা ছাড়া কেউই আর ভোটে নামছে না।"

বড় বড় জনসভা করার ব্যাপারেও এবার রাজনৈতিক দলেরা তেমন উৎসাহ পাচ্ছেন না। অবশ্য নব কংগ্রেসের পক্ষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, সি পি এম-এর পক্ষে শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, বাংলা কংগ্রেসের শ্রীঅজয় মুখার্জি, সি পি আই, আদি কংগ্রেসের কিছু কিছু নামী নেতা নানা অঞ্চলে সভা করে গিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল দাবি করছেন সেই সব সভায় বেশ ভিড় হয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোক সেকথা মানেন না।

সেদিন নবদ্বীপের একজন চাষী সুধীর মণ্ডল কথায় কথায় বললেন: "বাবু ঘেন্না ধরে গিয়েছে ওনাদের মুখে আর কি শুনবে লোকে। সেই ত একই কথা। একে অন্যের গালাগালি। কিন্তু সবাইকেই ত দেখলাম। কার যে কত দৌড় সে মানুষ বুঝে গিয়েছে। তবু ভোট দিতে হবে। লোক দেবেও। কাকে দেবে তাও মানুষ নিজের বিবেচনা মতই ঠিক করে নেবে তার জন্য আর মিটিং-এ গিয়ে ভাষণ শুনতে হবে না।"

ওই একই কথা বললেন বগুলার কাছে আমার পাশের আসনের একজন বাসযাত্রী শ্রীনিত্যানন্দ মল্লিক। তিনি বললেন: "ভোটটা বাবু 'ইনটারন্যাল' ব্যাপার। কে কাকে দেবে বাবু মনে মনে ঠিক করেই ফেলেছে। অন্য দলে যতই ক্যানভাস করুক না কেন? তার মত পালটাবে না।"

মর্যাদার লড়াই

এবারের কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র হচ্ছে দুই কংগ্রেসের কাছে মর্যাদার লড়াই। এই কেন্দ্রে পূর্বতন লোকসভা সদস্যা শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী আবার দাঁড়িয়েছেন নব কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে। তাঁর বিরুদ্ধে আদি কংগ্রেসের প্রার্থী রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমন। শ্রীরহমন নদীয়ার একজন পরিচিত জননেতা। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসছেন। হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই তিনি অসম্প্রদায়িক বলে পরিগণিত। শ্রীমতী পাল চৌধুরীও জনসেবার ক্ষেত্রে সবিশেষ পরিচিতা। তাছাড়া সংসদে তৎপরতার কিছু ছাপও তিনি ইতিমধ্যে রেখেছেন। এক্ষেত্রে তাই দুই কংগ্রেস প্রার্থীর মধ্যে লড়াইটা জোর হবে বলে অনেকে মনে করছেন। এই আসনে আরও তিনজন প্রার্থী আছেন শ্রীরেণুপদ দাশ (সি পি এম), শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ সরকার (বাংলা কংগ্রেস) এবং বিশ্বাস মোজাফফর হোসেন (মুসলিম লিগ)।

নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে হয়। এখানে নব কংগ্রেসের শ্রী পি আর ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন আদি কংগ্রেসের শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার, সি পি এম-এর শ্রীমতী বিভা ঘোষ এবং বাংলা কংগ্রেসের শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। এঁদের সকলেরই স্থানীয় অঞ্চলে পরিচিতি আছে। আসনটি তপশিলী, সংরক্ষিত।

বিধানসভা কেন্দ্র

চাকদহ কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেসের পূর্বতন সদস্য শ্রীসুবলচন্দ্র মণ্ডল আবার দাঁড়িয়েছেন এই দলেরই হয়ে। এখানে নব বা আদি কংগ্রেসের কোন প্রার্থী নেই। আর সি পি আই দলের শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার এখানে দাঁড়িয়েছেন। আদি কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছে। আর আছেন শ্রীসুভাষ বসু (সি পি এম) শ্রীবরুণ মুকুটমণি (বলশেভিক), শ্রীহরিপদ বিশ্বাস (নির্দল)।

চাপড়া কেন্দ্রে পূর্বতন এম এল এ বাংলা কংগ্রেসের শ্রীললিতবিহারী মণ্ডল এবার দাঁড়াননি। এবার বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্ম। এই কেন্দ্রে আর আছেন শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সরকার (আদি কং), শ্রীসাহাবুদ্দিন মণ্ডল (সি পি এম), শ্রীজগন্নাথ মজুমদার (নব কং) এবং শ্রীআবু বক্কর (মুসলিম লিগ)।

হাঁসখালি কেন্দ্রে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীচারুমিহির সরকার আবার বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী। আর রয়েছেন শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস (নব কং), শ্রীসুবিমল ঘোষ (আদি কং), শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (সি পি এম), শ্রীরমেন দাশ (সি পি আই)।

হরিণঘাটা কেন্দ্রে এবার প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আদি কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সি পি এম এর প্রার্থী হলেন শ্রীননীগোপাল মালাকার। নব কংগ্রেসের শ্রীমানস গাঙ্গুলি এবং ফরওয়ারড ব্লকের শ্রীমতী মিনতি ঠাকুর। এখানে পূর্বতন সদস্য শ্রীকরিম বক্স (নির্দল) এবার দাঁড়াননি।

কালিগঞ্জ কেন্দ্রে বর্তমানে সি পি এম-এর যিনি প্রার্থী তিনি হচ্ছেন মীর ফকির মহম্মদ। অবশ্য সময়মত দাবি প্রমাণ করতে না পারায় তিনি সি পি এম-এর নির্বাচনী প্রতীক পাননি। প্রকাশ, এখানে স্থানীয় সি পি এম নেতা শ্রীসেখ মহম্মদ নাসির মনোনয়ন পত্র পেশ করেও দলের চাপে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এখানে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন শ্রীশিবশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (আদি কং), শ্রীগুরুদাস সিকদার (সি পি আই), মোল্লা মহম্মদ ইসলাম (মুসলিম লিগ), মুন্সি আরমান আলি (নব কং), শ্রীদেবশরণ ঘোষ (আর এস পি) এবং সনাতন মণ্ডল (নির্দল)।

করিমপুর কেন্দ্রে পূর্বতন সদস্য শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল (নব কং) আবার দাঁড়িয়েছেন। আগের দুটি নির্বাচনেই তিনি এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই কেন্দ্রে তাঁর চারজন প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীসমরেন্দ্র সান্যাল (সি পি এম), শ্রীসুনীল বিশ্বাস (বাং কং), মণ্ডল হাজি আবুজার গফফার (মুসলিম লিগ) এবং শ্রীনরেশনারায়ণ বিশ্বাস (আদি কং)।

কৃষ্ণনগর পূর্ব কেন্দ্রে পূর্বতন সদস্য শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র এবার বিপ্লবী এস এস পি দলের প্রার্থী। গত তিনটি নির্বাচনেই তিনি এখান থেকে জয়ী হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ২ জন শ্রীনরেন সরকার (আদি কং) এবং শ্রীসাধন চ্যাটারজি (সি পি এম)।

কৃষ্ণনগর পশ্চিম কেন্দ্রে ৭ জন প্রার্থী। এখানে পূর্বতন সদস্য শ্রীঅমৃতেন্দু মুখারজি (সি পি এম) আবার দাঁড়িয়েছেন। শ্রীঅমলাকুমার সাহা (আদি কং), শ্রীদেবেশ সিংহ (সি পি আই), শ্রীমহাদেব ভট্টাচার্য (নব কং), শ্রীবিজন চক্রবর্তী (বাংলা কংগ্রেস), মণ্ডল মোজাম্মেল হক (মুসলিম লিগ) এবং সত্যশরণ মজুমদার (নির্দল) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী।

নবদ্বীপ কেন্দ্রে পূর্বতন সদস্য শ্রীশচীন্দ্রমোহন নন্দী (আদি কং) আবার দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে লড়তে হবে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাক্তন এম এল এ শ্রীদেবীপ্রসাদ বসু (সি পি এম), শ্রীজয়গুরু গোস্বামী (নব কং), শ্রীসাধন চ্যাটারজি (বাং কং) এবং সেখ সুরত আলির (মুসলিম লিগ) সঙ্গে।

নাকাশিপাড়ার গতবারের বিজয়ী শ্রীনীলকমল সরকার (কং) আবার দাঁড়িয়েছেন নব কংগ্রেসের হয়ে। বাংলা কংগ্রেসের প্রাক্তন এম এল এ শ্রীমনীন্দ্রনাথ মণ্ডল এবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। আর আছেন শ্রীগণেশ্বর মৈত্র (সি পি আই) শ্রীহরিসাধন বর্মন (আদি কং), শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল (মুসলিম লিগ), শ্রীহরেন্দ্র বৈদ্য (সি পি-এম)।

রাণাঘাট পূর্ব কেন্দ্রে পূর্বতন এম এল এ শ্রীনিতাইপদ সরকারকে (সি পি আই) এবার লড়তে হবে শ্রীনরেশ বিশ্বাস (সি পি এম) শ্রীপূর্ণেন্দু সিকদার (বাং কং), শ্রীসুশীলকুমার রায় (নব কং) এবং শ্রীসন্তোষকুমার মণ্ডল (আদি কং)-এর সঙ্গে।

রাণাঘাট পশ্চিম কেন্দ্রে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আবার আসরে উপস্থিত। এঁরা হচ্ছেন শ্রীগৌর কুণ্ডু (সি পি এম) শ্রীবিনয় চ্যাটারজি (নব কং)—দুজনেই এখানকার প্রাক্তন সদস্য। আর আছেন শ্রীপ্রফুল্ল মুখারজি (আদি কং), শ্রীকালিদাস ঘোষ (আর এস পি) এবং শ্রীগোবিন্দ ধর (বিদ্রোহী পি এস পি)।

শান্তিপুর কেন্দ্রে পূর্বতন এম এল এ শ্রীমোকসেদ আলি এবারও দাঁড়িয়েছেন একটি আর সি পি আই দলের হয়ে। তাঁদের এই দলেরই একটি অংশ বোটিও আর সি পি আই নামে পরিচিত এবং সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের শরিক তার প্রার্থী শ্রীবিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে নব কংগ্রেসের শ্রীঅসমঞ্জ দে, আদি কংগ্রেসের শ্রীজ্ঞানেন্দ্র প্রামাণিক ছাড়াও প্রাক্তন এম এল এ শ্রীকানাই পাল এবং শ্রীরণজিৎকুমার ঘোষ নির্দল প্রার্থীরূপে আছেন।

তেহট্ট কেন্দ্রে শ্রীসুরত আলি খান (নব কং) এবারও দাঁড়িয়েছেন। তিনি গতবারের এম এল এ। তাঁকে লড়তে হবে পাঁচজন প্রার্থীর সঙ্গে—শ্রীবিশ্বনাথ আগরওয়ালা (আদি কং), শ্রীঅজিতমোহন মল্লিক (বাং কং), শ্রীকাজী মহম্মদ মোল্লা বক্স (মুসলিম লিগ), শ্রীমাধবেন্দু মোহন্ত (সি পি এম) এবং সীতেন্দ্রকুমার খান (নির্দল)।

—শ্যামলকুমার চক্রবর্তী

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫০ পয়সা বহাল থাকবে।

—পি টি আই

সোনা-রূপার দর

১৯ ফেব্রুয়ারি—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান, ১০ গ্রাম)	২০১
সোনার গহনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম)	১৯০
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭২
ঐ—খুচরা (১ কেজি)	৫৭৮

"এই দুর্দিনে বাঁধা আয়ে সংসার চালানো যে কি! ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। অনেক কাটছাট করতে হয়। আর এর পুরো ঝক্কিটাই মেয়েরা নিয়ে নেন নিজেদের ওপর—হয় নিজের বরাদ্দ কমিয়ে অথবা একেবারে ছেঁটে ফেলে। কিন্তু শরীর মাটি ক'রে এই ব্যয় সংকোচ পরিণামে ভালো হয় না। সেইজন্য বাড়ীর আর সকলের সঙ্গে আমিও বোর্নভিটা খেয়ে নিই। একচুমুকে ক্লান্তি দূর হয়, বেশ ঝরঝরে লাগে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক। সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ, চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ' বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ!

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

শিবরাত্রি উপলক্ষে তারকেশ্বরের জন্য স্পেশ্যাল ট্রেন

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ১৯ ফেব্রুয়ারি—শিবরাত্রি উপলক্ষে সোম, মঙ্গল ও বুধবার পূর্ব রেল হাওড়া ও তারকেশ্বরের মধ্যে প্রত্যহ এক জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করেছেন।

আপ ট্রেনটি সকাল ৭-৫২ মিনিটে হাওড়া ছেড়ে তারকেশ্বর পৌঁছবে ১০টায়। ডাউন ট্রেনটি তারকেশ্বর ছাড়বে বিকাল ৪-৫ মিনিটে এবং হাওড়া পৌঁছবে ৬-৩০ মিনিটে। উভয় ট্রেনই মাঝের সমস্ত স্টেশনে থামবে।

শিবরাত্রির মেলা

শ্রীরামপুর ক্ষেত্রমোহন শার ঠাকুরবাড়িতে শিবরাত্রি উপলক্ষে একমাসব্যাপী মেলার উদ্বোধন করা হবে রবিবার সকাল সাড়ে ৯টায়।

তারকেশ্বর ও এগরায় শিবরাত্রিতে দোকান খোলা রাখা যাবে

শিবরাত্রি উপলক্ষে আগামী ২৩ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি তারকেশ্বর ও এগরা বাজার অঞ্চলে সব দোকানপাটকে সাপ্তাহিক বন্ধ রাখা ইত্যাদি বিধিনিষেধের আওতার বাইরে রাখার সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী

বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বুধবার বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে তাঁদের প্রার্থীদের নাম জানানো হয়। বাঁকুড়ার ছাতনা কেন্দ্রে রবি দত্ত, ইন্দপুরে প্রয়াগ মণ্ডল, রায়পুরে শ্যামচরণ মার্ডি এবং মেদিনীপুর জেলায় পিংলা কেন্দ্রে গৌরাঙ্গ সামন্ত ও মেদিনীপুর কেন্দ্রে বিনয়জীবন ঘোষ।

উল্লেখ্য বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের অন্তর্গত।

শোক-সংবাদ

নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের অরগানিক কেমিস্ট্রি এবং বায়োকেমিস্ট্রির অধ্যাপক ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সরকার বৃহস্পতিবার রাত্রে তাঁর দক্ষিণ কলকাতার গড়চা রোডের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৬০ বছর বয়স হয়েছিল। ডাঃ সরকার বেরিবেরি রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে মূল্যবান তথ্য রেখে গিয়েছেন। তাঁর এক পুত্র ও স্ত্রী বর্তমান।

*

অরডন্যান্স ফ্যাক্টরির অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীপরমেশ্বর রাঘব কুরুপ (৬০) গত সোমবার তাঁর লেক গারডেনসের বাড়িতে পরলোকগমন করেছেন।

*

বিশিষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী শ্রীবিমলকুমার রায়ের পত্নী সুধা রায় (২৮) গত ৭ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেছেন।

*

নিখিল ভারত মুদ্রণ সংস্থার সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ মুদ্রক সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীঅনিলকুমার রায় (৬৬) গত ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর কলকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তিনি আরটইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও শ্রীরায় যুক্ত ছিলেন। তাঁর বৃদ্ধা মাতা বর্তমান।

শেয়ার বাজারে মাঝারি লেনদেন

১৯ ফেব্রুয়ারি—আজ কলকাতা শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য হেরফের হয়নি। লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে। বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল:—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি: বিড়লা জুট ২০।৭০; ডানলপ ইন্ডিয়া ৩৪; ৩৭।২০; গেস্টকিন উইলিয়াম ৩০।৫০; ইন্ড কপার ৪।১০ ৪।০৮; ইন্ড অ্যালু ৩৭।৫০ ৩৭।৬০; জে কে কটন ১০।৩০ ১০।৩৫; ইন্ডিয়ান আয়রন ১১।৭০ ১১।৮৫; ইন্ড কেবল ১৫।৭৫ ১৬।৪০; ন্যাশনাল রবার ৭।২৫ ৭।৩৬; ওরিয়েন্ট পেপার ৩৭।২৫ ৩৭।৩০; রোটাস ইন্ড ৬।৪৫ ৬।৪০।

ক্লিয়ারিং তালিকা বহির্ভূত

সরকারী ঋণ-পত্র: ৫% (১৯৮২) ৯৮।৭০ ৯৮।৭৫; ৫½% (১৯৯৫) ৯৯।৩৫; ৫¾% (২০০০) ৯৭।৬০।

দোকান কর্মচারীদের নূনতম বেতন নির্ধারণ কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গে দোকান কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণে ও তাঁদের চাকুরির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য দোকান ও সংস্থাসমূহের অতিরিক্ত চীফ ইনসপেকটর শ্রী বি. কে. বসুকে চেয়ারম্যান করে এক কমিটি নিযুক্ত হয়েছে। রাজ্যপালের আদেশক্রমে ওই নিয়োগ ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেন: সর্বশ্রী ডি কে ঘোষ, ডি সি মিত্র, দোকান মালিকদের পক্ষে সুবোধচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কর্মচারীদের প্রতিনিধিরূপে সাধনপ্রসাদ দত্ত, শিবনাথ চ্যাটারজি, হৃষিকেশ নাগ। পশ্চিমবঙ্গের লেবার অফিসার শ্রী এন মিত্র কমিটির সেক্রেটারি হয়েছেন।

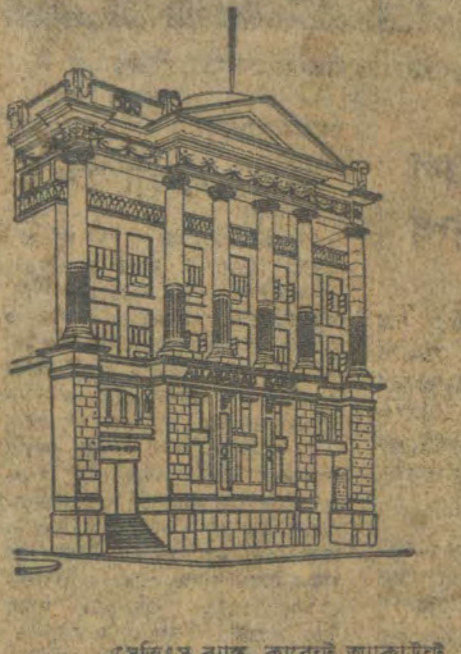

সেভিংস ব্যাঙ্ক, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপজিট,
রেকারিং ডিপজিট, সেফ ডিপজিট লকার,
ট্রাভেলার্স চেক, অগ্রীম ও ঋণদান প্রকল্প সমূহ,
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়।
সবরকমের ব্যাঙ্কিং কাজকারবারের জন্য
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস: ১৪, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১
বি. কে. মুখার্জী, কাস্টোডিয়ান
SEKAI/AB/204/B

®Registered User-Kirloskar Oil Engines Ltd., Poona-3
TOM & BAY/KO-7011 B

পরিবেশক: প্যারি অ্যাণ্ড কোং লিঃ, ৩২ চৌরঙ্গী, কলকাতা। অনুমোদিত ডিলার: ১। ফুলচাঁদ ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং, লায়েক ভবন, শিলিগুড়ি। ২। কমার্সিয়াল অ্যাণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং কর্পোঃ, স্কুল বাজার, মেদিনীপুর — নেতাজী সুভাষ রোড, বাঁকুড়া — নীলকুঠি ডাঙ্গা, পুরুলিয়া। ৩। নাগ অ্যাণ্ড কোং, সুরেশ কুটির, বহরমপুর — কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ৪। মিডাস ফুয়েল ইঞ্জেকশন কোং, জি টি রোড (ইস্ট), আসানসোল — স্বামী বিবেকানন্দ রোড, সিউড়ি, বীরভূম। ৫। বিহানি ব্রাদার্স, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, পোঃ অঃ মালদা। ৬। ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া মেশিনারি কোং, চাউল পট্টি, তারকেশ্বর, (হুগলী) — হেঃ অঃ ২৪ গণেশ চঃ অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ৭। রাজকিষেণ রাধাকিষেণ মিত্র অ্যাণ্ড কোং, নোয়াপাড়া রেলওয়ে গেটের কাছে, বারাসত — পি/৪০ মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা। ৮। কিশোর অ্যাণ্ড কোং, ৪৩ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া।

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার